

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.mochta.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.mochta.gov.bd

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২২

প্রকাশক

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নির্দেশনায়

জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম

সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান

জনাব মো: আমিনুল ইসলাম

অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয় অনুবিভাগ

সম্পাদনা কমিটি

১. জনাব আলেয়া আক্তার, যুগ্মসচিব	আহবায়ক
২. জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম, এনডিসি, যুগ্মসচিব	সদস্য
৩. সজল কান্তি বণিক, উপসচিব	সদস্য
৪. জনাব আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ, উপসচিব	সদস্য
৫. জনাব মুন্না রাণী বিশ্বাস, সিনিয়র সহকারী সচিব	সদস্য
৬. জনাব আশীষ কুমার সাহা, উপসচিব	সদস্য সচিব

মুদ্রণ: বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রাণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

স্বত্ব: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়



পার্বত্য চট্টগ্রামের বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করছেন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৪ জুন ১৯৭৫)।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি
মন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনগ্রসর তিনটি পার্বত্য জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পার্বত্য অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিকাশ ও সংরক্ষণ এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ, শিক্ষার প্রসার, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ফলদ বাগান সৃজন, সামাজিক নিরাপত্তা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, অবকাঠামো নির্মাণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সমতলের থেকে কিছুটা ভিন্নতর। পার্বত্য অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়ার জন্যই এ প্রতিবেদন। তাই, ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ/সংযুক্ত দপ্তরসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কিভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কেও একটি সম্যক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রতিবেদনে।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা,জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি



মোসাম্মৎ হামিদা বেগম
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৯৮ সালের ১৫ই জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী হস্তান্তরযোগ্য ৩৩টি বিষয়ের মধ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ৩০টি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ২৯টি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ২৮টি বিভাগ/বিষয় ইতোমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিষয়ের হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

শান্তিচুক্তির ফলে অনগ্রসর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ধারার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে অত্র অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের নিজস্ব ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যার সফল বাস্তবায়নের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চমূল্যের মসলা চাষ, কফি ও কাজুবাদাম চাষ, সেচ ড্রেইন নির্মাণ, তুলা চাষ, সৌর বিদ্যুৎ, গ্রামীণ সড়ক নির্মাণসহ বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, খেলাধুলা ও সংস্কৃতির চর্চা ও বিভিন্ন প্রকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ দারিদ্র্য বিমোচন, সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৯২৮.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ১,৯৯৪ টি প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসীদের উন্নয়নের মূলধারার সংগে সেতুবন্ধনের লক্ষ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ঢাকা শহরে পার্বত্যবাসীর ঠিকানা হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় 'শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ গবেষণা কেন্দ্র' নির্মিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ হয়েছে যা পার্বত্য এলাকার জনগণের উন্নয়ন অভিযাত্রা সম্পর্কে ধারণা দিতে সহায়ক হবে।

পার্বত্যবাসীর শান্তি ও সুষম উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।
আমি এ প্রকাশনার সংগে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

মোসাম্মৎ হামিদা বেগম

সূচিপত্র

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	--------	১৭
২।	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ	--------	৩৩
৩।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	--------	৩৯
৪।	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স	--------	৯৮
৫।	জেলা পরিষদসমূহ :	--------	১০৫
	(ক) রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ	--------	১০৯
	(খ) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ	--------	১৩০
	(গ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ	--------	১৮০
৬।	বিবিধ		
	৬.১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি	--------	১৯১
	৬.২. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত শাসনব্যবস্থা	--------	২০৭
	৬.৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের নাম,পদবি ও ফোন নম্বর	--------	২০৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়





পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি সম্প্রদায় (ঐতিহ্যবাহী পোষাকে)

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.১ ভূমিকা :

দেশের দক্ষিণপূর্বের তিন জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল (Chittagong Hill Tracts) গঠিত। পাহাড়ি এ অঞ্চলের উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মিয়ানমার, পূর্বে ভারতের মিজোরাম আর পশ্চিমে চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন ১৩ হাজার ২৯৫ বর্গকিলোমিটার, যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ১০ ভাগের ১ ভাগ। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ১৫,৮৭,০০০ জন।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চংগ্যা, ম্রো, লুসাই, বোম, পাংখুয়া, খুমি, চাক, খিয়াং প্রভৃতি উপজাতি রয়েছে। অ-উপজাতীয়দের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান এবং বাকিরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির স্বকীয়তা বজায় রেখে যুগ যুগ ধরে একে অপরের পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ১৮৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলা হতে ভাগ হয়ে একটি স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা লাভ করে। পরবর্তীতে এ অঞ্চলকে তিনটি জেলায় রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তিনটি পার্বত্য জেলায় মোট ৭টি পৌরসভা এবং ২৬ টি উপজেলা আছে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৯৮ সনের ১৫ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মন্ত্রণালয়টি পার্বত্যবাসীর সার্বিক কল্যাণে এবং শান্তি চুক্তির পূর্ণবাস্তবায়নে ভূমিকা রেখে চলেছে।

১.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন :

যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও জাতিসত্তা এবং অ-উপজাতীয় জনগণ বসবাস করছে। উপজাতীয়রা যেমন একদিকে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী,অন্যদিকে তারা মূল জনগোষ্ঠীর অপরিহার্য অংশ। স্বাধীনতার পর থেকে এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করাসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়।

১.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহ :

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ,
(২) ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স,
(৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড,
(৪) রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ,
(৫) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং
(৬) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।

১.৪ এ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি :

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি;
খ) নিয়ন্ত্রিত বিষয়াদিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার স্থানীয় সরকারসমূহকে পরামর্শ প্রদান;
গ) সকল প্রাসংগিক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সমন্বয় সাধন;
ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য গঠিত কাউন্সিল কমিটি, বিশেষ কমিটি এবং ওয়ার্কিং কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদাণ;
ঙ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং কমিটিসমূহকে পরামর্শ দান, মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রাসংগিক সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;
চ) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তুত করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ;
ছ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের সমুদয় কার্যাবলি সম্পাদন;
জ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রচলিত আইন অনুসারে উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম সরকারসহ সকল স্থানীয় সরকারসমূহের কার্যাবলি সম্পাদন;
ঝ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার পরিবেশ ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি কর্মবিভাগের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা;
ঞ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপ-জাতীয়/অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতি, ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ ও স্বকীয়তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
ট) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন;
ঠ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার এনজিও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করা;
ড) পার্বত্য এলাকার আঞ্চলিক পরিষদসহ সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তদারকি ও সমন্বয়সহ আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন;
ঢ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রশাসন;
ণ) সমন্বিত পর্বত উন্নয়নের আন্তর্জাতিক সংস্থা (ইসিমড) সংক্রান্ত বিষয়াদি;
ত) এ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর সংগে সংশ্লিষ্ট সকল আন্তর্জাতিক সংগঠনের সংগে সংশ্লিষ্টতা (লিয়াজোঁ) বজায় রাখা এবং সকল বৈদেশিক বিষয়াদি;
থ) মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্ত বিষয়াবলির সংগে সংশ্লিষ্ট সকল আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ;
দ) মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত কোন বিষয়ের তদন্ত এবং পরিসংখ্যান।

১.৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো :

জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং,এমপি এ মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এ মন্ত্রণালয়ে সচিবের ০১টি পদ, ০২টি যুগ্মসচিব, ০৫টি উপসচিব, ০৮টি সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, ০২টি সিনিয়র সহকারী প্রধান, ০১টি সচিবের একান্ত সচিব, ০১টি হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ০১টি সিস্টেম এনালিস্ট, ০১টি প্রোগ্রামার, ০১টি সহকারী প্রোগ্রামার,০১টি সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ০১টি গবেষণা কর্মকর্তা পদসহ ১ম শ্রেণির সর্বমোট ২৫টি পদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদ ০৯টি, ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০৮টি পদ ও সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার ০১টি সহ ১৮টি ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ, ১৭টি ৩য় শ্রেণির পদ এবং ২১টি ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদসহ মোট ৮১টি পদের সংস্থান রয়েছে।

এ মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী যুগ্মসচিবদের অধীন অধিশাখা এবং শাখাসমূহ নিম্নরূপ :

যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন) প্রশাসন অনুবিভাগ	উপসচিব প্রশাসন অধিশাখা	সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা,
		সিনিয়র সহকারী সচিব, আইন শাখা
		সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা
	উপসচিব বাজেট অধিশাখা	সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট/প্রশাসন-২ শাখা
		হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা
	উপসচিব পরিষদ	সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিষদ শাখা-১
		সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিষদ শাখা-২
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) উন্নয়ন অনুবিভাগ	উপসচিব সমন্বয়	সিনিয়র সহকারী সচিব, সমন্বয় শাখা-১
		সিনিয়র সহকারী সচিব, সমন্বয় শাখা-২
	উপসচিব উন্নয়ন	সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা শাখা-১
		সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা শাখা-২
		সিনিয়র সহকারী সচিব, উন্নয়ন শাখা

১.৫.ক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহের জনবলের বিবরণ :

ক. ১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) :

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	মন্তব্য
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮১	৬০	২১	
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)				
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ	৬৯	৪৯	২০	
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১৫১	১১১	৪০	
ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স	২২	১৮	০৪	
পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি	৭৭	৫৭	২০	
পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি	৭৬	৫৭	১৯	
পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান	৭৫	৬১	১৪	
মোট	**৫৫১**	**৪১৩**	**১৩৮**	

১.৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট :

ক) পরিচালন বাজেট :

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিচালন বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৩৮৪,৭৬,২৮,০০০/-- টাকা। যা নিম্নরূপভাবে বিভাজিত হয় :

(টাকায়)

ক্র:নং	মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নাম	বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ
১	২	৩
১	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৪,৫৫,২০,০০০/-
২	সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঋণ	২,১৫,০০০/-
৩	পার্বত্য জেলাসমূহে পুনর্বাসন কর্মসূচি	৩৪৭,৫৪,৭০,০০০/-
৪	সমন্বিত পার্বত্য উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (আই সি আইএমওডি)	৭৫,০০,০০০/-
৫	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স	১,৫৯,১৪,০০০/-
৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১১,৬২,৪৯,০০০/-
৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি	১,৮৩,৯৫,০০০/-
৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ	৬,৮৩,৬৫,০০০/-
	সর্বমোট পরিচালন বাজেট=	**৩৮৪,৭৬,২৮,০০০/-**

খ) উন্নয়ন বাজেট :

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ নিম্নরূপ :

(কোটি টাকায়)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ			প্রকল্প/স্কিম সংখ্যা
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	
	এডিপি প্রকল্প তালিকা				
১	২২৪০৯৬২০০-পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ – জুন ২০২২)	৫.০৬		৫.০৬	১
২.	২২৪২৫২২০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্প (অক্টোরর ২০১৮ - জুন ২০২২)	৬.৮১		৬.৮১	১
৩	২২৪০৯৫৬০০-বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ-১ম সংশোধিত (জুলাই ২০১৭ – জুন ২০২২)	১১.৭৬		১১.৭৬	১
৪	২২৪০৯৫৮০০-বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-১ম সংশোধিত (অক্টোবর ২০১৬- জুন ২০২৩)	১২.৪০		১২.৪০	১
৫	২২৪২৩১৩০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ ২০১৮ -জুন ২০২৩)	৭৫.০০	১৫.০০	৯০.০০	১
৬	২২৪০৯৫৯০০-খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলার সাথে প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীন সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৭ – জুন ২০২২)	৭.৮৪		৭.৮৪	১

৭	২২৪১২০৪০০- স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্রাকটস (এসআইডি) প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী ২০১৭- সেপ্টেম্বর ২০২১)	৫.০০	৫৪.৫০	৫৯.৫০	১
৮	২২৪২৪৬৬০০-বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (অক্টোবর ২০১৮ - জুন ২০২৪)	১২.১৫		১২.১৫	১
৯	২২৪২৮৫৭০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পষিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (মার্চ ২০১৯ - জুন ২০২২)	১১.০২		১১.০২	১
১০	২২৪২৮৭৬০০-বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালেরউপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২)	১৬.১৭		১৬.১৭	১
১১	২২৪২৮৯৯০০-খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মান (জুলাই ২০১৯ - ডিসেম্বের ২০২২)	১৪.০০		১৪.০০	১
১২	২২৪৩১০৪০০-পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন (জানু ২০২০ হতে জুন ২০২৪)	২.০০		২.০০	১
১৩	২২৪৩১৫৮০০-রাঙ্গামাটি পৌরসভাসহ সকল উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (মার্চ ২০২০-জুন ২০২২)	৩৮.২৭		৩৮.২৭	১
১৪	২২৪৩১৫৯০০-'বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় জিএফএস ও সকল এলাকায় ডিপটিউবওয়েলের মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহকরণ '' (জানু ২০২০-জুন ২০২২)	৩৮.৫৩		৩৮.৫৩	১
১৫	২২৪৩২০৬০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১লা জুলাই ২০২০-৩০ জুন, ২০২৩)	৭৫.০০		৭৫.০০	১
১৬	২২৪৩২৩৭০০-বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ প্রকল্প (১লা জুলাই, ২০২০- জুন, ২০২৩)	১৪.৩৯		১৪.৩৯	১
১৭	২২৪৩২৩৮০০-পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ (১লা সেপ্টেম্বর, ২০২০- জুন, ২০২৩)	৯.৫০		৯.৫০	১
১৮	২২৪৩২৮৪০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	২.০০		২.০০	১
১৯	২২৪০৯৬১০০-ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০১৬ - জুন ২০২২)	৫৫.০০		৫৫.০০	১
২০	খাগড়াছড়ি জেলার বাজারসমূহ ও নিকটবর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২)	২.২৫		২.২৫	১
২১	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ (জুলাই,২০২১-ডিসেম্বর,২০২৩)	৩.০০		৩.০০	১
২২	Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT)'	-		-	১
২৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদার করণ (জুলাই,	২.২৯		২.২৯	১

	২০২১- জুন, ২০২৫)				
	উপমোট=	৪১৯.৪৪	৬৯.৫০	৪৮৮.৯৪	২৩
	উন্নয়ন সহায়তা (থোক বরাদ্দ)				
২৪	২২১০০০৯০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (৫০১০)	২৬০.০০		২৬০.০০	৭০২
২৫	২২১০০১০০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা	৯০.০০		৯০.০০	৪৬৪
২৬	২২১০০১১০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা	৯০.০০		৯০.০০	৮০৫
	উপমোট=	**৪৪০.০০**		**৪৪০.০০**	**১৯৭১**
	মোট=	**৮৫৯.৪৪**	**৬৯.৫০**	**৯২৮.৯৪**	**১৯৯৪**

১.৭ পার্বত্য জেলাসমূহে পুনর্বাসন কর্মসূচি (টি.আর ও জি.আর) খাতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ব্যয় :

(ক) টি,আর খাতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য :

ক্র নং	চলমান কর্মসূচি	চাল (মে.টন)	গম (মে.টন)	মোট (মে.টন)
১।	সম্প্রীতি ও উন্নয়ন প্রকল্প	৪০০০.০০০	৮০০০.০০	১২০০০.০০
২।	২৫৯৯৭ জন অ-উপজাতীয় পরিবারের গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচি	১২০০০.৭২৪	১৬৩৮৮.০০	২৮৩৮৮.৭২৪
৩।	জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের খাদ্য পুনর্বাসন কর্মসূচি	২৩৫৯.৮০০	-	২৩৫৯.৮০০
৪।	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন কর্মসূচি	১৫৫১৪.২৬৯	-	১৫৫১৪.২৬৯
৫।	বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি	১৬১২৫.২০৭	৫৬১২.০০	২১৭৩৭.২০৭
	মোট	**৫০০০০.০০**	**৩০০০০.০০**	**৮০০০০.০০**

(খ) জি, আর খাতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ :

ক্র নং	চলমান কর্মসূচি	টাকা
১।	আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা কর্মসূচি	৭,৬৫,০০,০০০.০০
২।	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের জন্য	৩৫,০০,০০০.০০
	মোট	**৮,০০,০০,০০০.০০**

১.৮ পার্বত্য চট্টগ্রামে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি :

ক্রমিক নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২১-২২)		প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	**আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)**	**সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা**	**আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)**
১.	২৫৯৯৭ টি অ-উপজাতীয় পরিবারের গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচি	২৫৯৯৭টি পরিবার	১০৭৬১.৫০	২৫৯৯৭টি পরিবার	১০৭৬১.৫০
২.	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন কর্মসূচি	১২২২৩টি পরিবার	৬৯৪৫.২০	১২২২৩টি পরিবার	৬৯৪৫.২০
৩.	জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের	১৯৬৬ জন	১০৫৬.৪০	১,৯৬৬ জন	১০৫৬.৪০

	খাদ্য পুনর্বাসন কর্মসূচি				
৪.	সম্প্রীতি ও উন্নয়ন প্রকল্প	৯৪৬৪৪২ জন	২,৮০৯.৮৬	৯,৪৬,৪৪২ জন	২,৮০৯.৮৬
৫.	বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি	৩৫৬৮৩৭ জন ১১৬২ টি প্রতিষ্ঠান	৮১৬৮.৮৮	৩৫৬৮৩৭ জন ১১৬২ টি	৮১৬৮.৮৮
৬.	বিশেষ কর্মসূচি প্রকল্প (গৃহনির্মাণ)			২০০০ জন ৫০০ পরিবার	৮৯৩.০০
৭.	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স	২৬২ ব্যক্তি/পরিবার ৩১ টি প্রতিষ্ঠান	৩৫.০০	২৬২ ব্যক্তি/পরিবার ৩১ টি প্রতিষ্ঠান	৪০.০০
৮.	আপদকালীন পরিস্থিতি	৮০০০০ জন ৫০০টি পরিবার	৭৬৫.০০	৮০০০০ জন ৫০০টি পরিবার	৭৬০.০০
মোট ৮টি কর্মসূচি		১৩৮৫২৪৫ জন ৩৮৯৮২ টি পরিবার ১১৯৩টি প্রতিষ্ঠান	৩০৫৪১.৮৪	১৩৮৭২৪৫ জন ৩৯৪৮২টি পরিবার ১১৯৩টি প্রতিষ্ঠান	৩১৪৩৪.৮৪

১.৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প/স্কীমসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

শান্তি চুক্তির ফলে অনগ্রসর পার্বত্য অঞ্চল জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ধারার সাথে সংযুক্ত হয় এবং এ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশীয় অর্থায়নে ও বৈদেশিক সহায়তায় নেয়া হয় নানা প্রকল্প। যার সফল বাস্তবায়নের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা ,স্বাস্থ্য ,কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো নির্মাণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, খেলাধুলা ও সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশসহ বিভিন্ন প্রকার আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে যার অগ্রগতি খুবই আশাব্যঞ্জক। **২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৯২৮.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ১,৯৯৪ টি প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে।**

(১) ঢাকার বেইলী রোডে **'পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ'** শীর্ষক প্রকল্পের মূল অবকাঠামো ভবন নির্মান কার্যক্রম ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে কমপ্লেক্সটি "শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স" নামে পরিচিত হবে। এই কমপ্লেক্স এর মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সকলের নিকট তুলে ধরা হবে।

(২) 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ' প্রকল্পের আওতায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলায় ৩৪টি, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৩৩টি এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৩৩টি সর্বমোট ১০০ টি মার্কেট শেড নির্মাণ করা হয়েছে।

(৩) 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ১৬৪৮৩.০০ঘ.মি.মাটির কাজ, ১.৫৬কি.মি. এইচ.বি.বি সড়ক, ২৯.৪০মিটার কালভার্ট, ৪৪৭২.৭৮ মিটার ড্রেইন, ১১০.০০ মিটার আর.সি.সি রিটেইনিং ওয়াল, ২৯৪.০০ মিটার ব্রীক রিটেইনিং ওয়াল করা হয়েছে।

(৪) 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এর খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ৬৯৫০.০০ মিটার আরসিসি ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে।

(৫) 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ২০৪২০.৮১ ঘ.মি.মাটি কাটা, ৯.১৬ কি.মি. এইচ.বি.বি সড়ক, ৩৬.৮৮ মিটার সেতু, ৯.০০ মিটার কালভার্ট, ২৩০০.০০ মিটার ড্রেইন, ১৫৩.০০ মিটার আর.সি.সি রিটেইনিং ওয়াল, ২৯০.০০ মিটার ব্রীক রিটেইনিং ওয়াল স্থাপন করা হয়েছে।

(৬) 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান' আওতায় গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ :

২০০ টি পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২২৪ টি পাড়াকেন্দ্র সংস্কার ও নবায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের রাঙ্গামাটি জেলার প্রশিক্ষণ ভবন ও বান্দরবান জেলার অফিস ভবন মেরামত এবং প্রধান কার্যালয়ের ভবনের ড্রেন ও পয়: ব্যবস্থা সংস্কার ও প্রকল্পের ৭ টি কার্যালয়ের মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৭টি ল্যাপটপ, ৪৮টি ট্যাব, ২০টি ফটোকপিয়ার ও ৩০ টি কার্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ৪৭০ জন মাঠ সংগঠক ও ৪৬০০ জন নিয়মিত ও বিকল্প পাড়াকর্মীর সম্মানী ভাতা প্রদান ও পাড়াকেন্দ্রের ৪০,০০০ শিশুদের জন্য ইউনিফর্ম সরবরাহ করা হয়েছে। ১২০০ জন শিক্ষার্থীর খাদ্য সরবরাহ, পোষাক, শিক্ষা সামগ্রী, শয়ন সামগ্রী, KvwiMwi শাখার সরঞ্জামাদি, ৪ টি আবাসিক বিদ্যালয়ের মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলার ৬ টি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা ও মাঠ সংগঠকদের MNCAH (Maternal, Newborn, Child & Adolescent Health) কর্মশালা, হেলথ ক্যাম্প, মা সমাবেশ পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে ২টি জয়েন্ট মনিটরিং সভা, রাঙ্গামাটি জেলার ১০টি উপজেলায় হেলথ ক্যাম্প, MNCAH (Maternal, Newborn, Child & Adolescent Health) সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। ৯৩,১২৪ জন কিশোরী, দুগ্ধদানকারী ও গর্ভবতী নারীকে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক বার্তা প্রদান। রাঙ্গামাটি জেলার ৪টি উপজেলায় জিএমপি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ১৬৮টি ক্লাষ্টারে পুষ্টি বিষয়ক মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন, পুষ্টিকর খাবার রন্ধন প্রদর্শনী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি জেলার ১০ টি উপজেলায় ৫০ টি ক্লাষ্টার পর্যায়ে পুষ্টিকর খাবার রন্ধন ও প্রদর্শন ও ১৭৪ টি ক্লাষ্টার পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ম্যাপিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় হার্ড টু রিচ, জাতীয় ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন, জিএমপি কার্ড বিতরণ। পুষ্টিকর খাবার রন্ধন প্রদর্শনী ও কাপ্তাই উপজেলায় জিএমপি প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত ২টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৯৩,১২৪ জন কিশোরী, দুগ্ধদানকারী ও গর্ভবতী নারীকে আয়রন বড়ি সাপ্লিমেন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। রোয়াংছড়ি ও থানচি উপজেলায় ৯০টি হ্যান্ডওয়াশিং ডিভাইস স্থাপন ও ২০ জনকে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, পাড়াকেন্দ্র বর্হিভূত এলাকায় Hygine বিষয়ক সচেতনতামূলক এনাউন্সমেন্ট বাস্তবায়ন, ২৬টি ক্লাস্টারের মডেল পাড়াকেন্দ্রে ২৬টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে। ৫৭৬৭১ জন পাড়াকেন্দ্রের ছাত্র ছাত্রী ও ১,৬০,০০০ ক্লাবের সদস্যবৃন্দকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা অনুশীলনে বার্তা ও সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরবর্তী প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিশুদের বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন সংক্রান্ত জেলা পর্যায়ে ৩ টি পরিকল্পনা সভা বাস্তবায়ন। ৫৭৬৭১ জন শিশুকে প্রাক-শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং ১৮৯৫৩ জন পাড়াকেন্দ্র উত্তীর্ণ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ করা হয়েছে। সমাজ সেবা বিভাগের সাথে ২টি সমন্বয় সভা। ১২৮ টি কিশোর কিশোরী ক্লাবের সাথে সংশ্লিষ্ট মাঠসংগঠকদের মাসিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সংক্রান্ত জরীপ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বান্দরবান জেলায় ২১ জন পাড়াকর্মী, ৭৫ জন মাঠসংগঠক, ৩১০ জন পিয়ার লিডারদের জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, তিনটি উপজেলায় বাল্যবিবাহ বিষয়ক সচেতনতামূলক বার্তা সম্বলিত ৩০ টি বিলবোর্ড স্থাপন, ইউনিয়ন পর্যায়ে ১০ টি সভা, ৪০০ টি শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের ওরিয়েনটেশন, জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধনের জন্য ওরিয়েন্টশান, বাল্যবিবাহ নিরোধক কম্যুনিটি সংলাপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন। PCMC (Para Center Management Committee) সদস্যের SBCC (Social & Behaviour Change Communication) বিষয়ক ১ দিনের প্রশিক্ষণ, মহিলা হেডম্যান/কার্বারী/ ধর্মীয় গুরুদের সামাজিক আচরণ পরিদর্শন বিষয়ক কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিন জেলায় হাটবাজারসমূহে কোভিড সচেতনতামূলক প্রচারণা, ৪৫০০ পাড়াকেন্দ্রে জরুরী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ফোন নম্বর তথ্যশীট স্থাপন, প্যারেন্টস কনফারেন্স, ধর্মীয় গুরুদের সাথে ৫ টি Sensitization Workshop, কিশোর-কিশোরী অভিভাবকদের নিয়ে সম্মেলন। বান্দরবান জেলার ৭ টি উপজেলার ৩৪ টি ইউনিয়নে ৩৪ টি সচেতনতামূলক বিল বোর্ড স্থাপন। লংগদু, বাঘাইছড়ি, লামা, বান্দরবান সদর উপজেলা ও টংকাবতী ইউনিয়নে কিশোর-কিশোরী অভিভাবকদের অংশগ্রহণে ৪ টি কর্মশালা বাস্তবায়ন। MIS (Management Information System) কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মাঠ সংগঠক ও ৯০ পাড়াকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৭) 'খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলার সাথে প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীন সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ৩১.৪৬ মিটার গার্ডার ব্রীজের স্লাবের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৮০.০০ মিটার দীর্ঘ ব্রীজের স্লাবের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৪.৫০ কি.মি. ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট রাস্তা সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৮) 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ' প্রকল্পের আওতায় বাগান সৃজনের জন্য ১৮৬ জন সুবিধাভোগী কৃষককে সার বিতরণ (১ম বছর), ১৮৬টি বাগান সৃজনের জন্য সুবিধাভোগী কৃষককে বালাইনাশক বিতরণ (১ম বছর), বাগান সৃজনের জন্য সুবিধাভোগী কৃষককে রোপন সামগ্রী বিতরণ, বাগানের আন্ত:পরিচর্যা (১ম বছর), বাগানের জন্য ঘেরাবেড়া দেয়া হয়েছে।

(৯) 'স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলেপমেন্ট ইন সিএইচটি' প্রকল্পের আওতায় ২৫০০ (Integrated Farm Management-Farmer Field School (IFM-FFS) অংশগ্রহণকারী স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। নেতৃত্ব, দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা এবং লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বাড়াতে (Integrated Farm Management- Farmer Field School (IFM-FFS) সদস্যদের জন্য

৪৩টি উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে। ১০০টি স্কুল লিঙ্গ প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষার উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। ২৫০টি মেয়ে স্কুলে আপগ্রেডেড জেন্ডার-প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধার মাধ্যমে উপকার প্রদান করা হয়েছে। টেকসই ল্যান্ডস্কেপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত ৩৩০০ লোক জীবিকার সহ-বেনিফিট (আর্থিক বা অ-আর্থিক) প্রদান করা হয়েছে। ৪০টি Village Common Forest (VCF) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(১০) **'রাঙ্গামাটি পৌরসভাসহ সকল উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন'** প্রকল্পের আওতায় ১৫৫টি হস্তচালিত ডিএসপি নলকূপ (১০০×৫০ মি.) স্থাপন, ৯৫টি সাবমারসিবল পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন, জেনারেটেরসহ সাবমারসিবল পাম্প মটর, ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংকসহ (১০০×৫০ মিঃমিঃ) গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ১৭টি পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ, ২২.২০ কি.মি. বিভিন্ন ব্যসের এইচডিপি ও জিআই পাইপ লাইন স্থাপন, ৬টি সাবমারসিবল পাম্প মটর ও অন্যান্য ফিটিং ফিক্সিং ক্রয় ও স্থাপন, ১৪টি সেন্টিফিউগ্যাল পাম্প মটর ও অন্যান্য ফিটিংফিক্সিং ক্রয় ও স্থাপন, ১টি টারবাইন/সাবমারসিবল পাম্প মটর ও অন্যান্য ফিটিং ফিক্সিং ক্রয়, ৬০টি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ইউনিট (৩০০০ লিটার পানি ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণ, ১১টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (রানিং পানি সরবরাহসহ) স্থাপন করা হয়েছে।

(১১) **'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানের স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়** ১৫,৬০০ টি/সেট সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ ও স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৫,৬০০ জনকে সোলার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১২) **"বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ"** প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ৪৭০০০.০০ ঘ.মি.মাটির কাজ, ০.৩০ কি.মি. ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট, ২২০.০০ মিটার রিজিড পেভমেন্ট, ২২.০০ মিটার কালভার্ট, ৭১০০.০০ মিটার ড্রেইন, ৯০.০০ মিটার আর.সি.সিরিটেইনিং ওয়াল, ২০.০০ মিটার ব্রিজ, ৫২.০০ মিটার আর.সি.সি থ্রো স্লাব ডিজাইন স্থাপন করা হয়েছে।

(১৩) **'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ' প্রকল্পের আওতায়** রাঙামাটি পার্বত্য জেলায় ৪০টি, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৪০টি এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ২০টি সর্বমোট ১০০ টি পানির উৎস (বাঁধ) সৃজন করা হয়েছে।

(১৪) **'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ভবন নির্মাণ'** প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ এর কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্য জেলা প্রশাসককে অর্থ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রকল্পের ৩টি সাইটের মধ্যে ১টি সাইটের বাউন্ডারী ওয়াল এর কার্যক্রম প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। অপর একটি সাইটের কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।

(১৫) **'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রজ নির্মাণ' শীর্ষক** প্রকল্পের আওতায় ক) থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকায় ৮৭.০০ মিটার পিসি গার্ডার ব্রিজ এবং এবাটমেন্ট ও পিয়ারের কাজ সমাপ্ত। খ) রোয়াংছড়ি উপজেলার বেতছড়া বৈদ্যপাড়া এলাকায় ৭৫.০০ মিটার পিসি গার্ডার ব্রিজ এবাটমেন্ট ও পিয়ারের কাজ সমাপ্ত। গ) থানচি উপজেলার জ্ঞানলাল পাড়া সোনাখালী খালের উপর ৫৮.০০ মিটার আর.সি.সি গার্ডার ব্রিজ সমাপ্ত। ১.৫০কি.মি. পেভমেন্ট, ৭.০০ মিটার কালভার্ট, ১৫০২.০০ মিটার ড্রেইন (এল/ইউ/ক্রস), ৪৭.৬৮ আর.সি.সি রিটেইনিং ওয়াল মিটার, ৮০.০০ মিটার ব্রীক রিটেইনিং ওয়াল সমাপ্ত করা হয়েছে।

(১৬) 'বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় জিএফএস ও সকল এলাকায় ডিপটিউবওয়েলের মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২ টি জিএফএস নির্মাণ, ৮ টি পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন, ২ টি উৎপাদক নলকূপ পাম্পসহ স্থাপন , ২ টি গভীর নলকূপ পাম্পসহ স্থাপন, ১ টি পাবলিক টয়লেট পানি সরবরাহ বিদ্যুৎ সংযোগসহ, ২ টি পাম্প হাউজ ইলেকট্রিক সংযোগসহ, ২ টি স্ট্যান্ড পোস্ট, ১কি.মি.পাইপ লাইন বিভিন্ন ব্যাসের, ১৮৩টি ডিএসপি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

(১৭) 'বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ১৯০০০.০০ মিটার সেচ ড্রেইন, ১৮১.০০ বর্গমিটার পাম্প হাউস নির্মাণ করা হয়েছে।

(১৮) **'খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ'** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ৮০০০.০০ ঘ.মি মাটির কাজ, ১০৭৩৮.১১ ঘন.মি মাষ্টার ড্রেইন, ৪০০০.০০ ব.মি. ড্রেইনের পার্শ্বস্থ রাস্তার উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(১৯) 'খাগড়াছড়ি জেলার বাজারসমূহ ও নিকটবর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ' প্রকল্পের আওতায় ৫টি পরীক্ষামূলক নলকূপ, ৫টি উৎপাদক নলকূপ, ৫টি সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন, ৫টি আরসিসি ওভারহেড স্ট্রাকচার নির্মাণসহ ৫০০০ লিটার পিভিসি ওয়াটার ট্যাঙ্ক ক্রয় ও স্থাপন, বিভিন্ন ব্যাসের ৩.১২ কি.মি.পাইপ লাইন স্থাপন, ৫টি পাম্প হাউজ নির্মাণ, গৃহ সংযোগ ৪৫টি ডিএসপি নলকূপ স্থাপন, ৩টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।

(২০) **'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ'** প্রকল্পের আওতায় ১১৮৫.৩৩মিটার আর.সি.সি ড্রেইন (১.৫০×১.৫০) নির্মাণ করা হয়েছে।

(২১) **'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদার করণ'** প্রকল্পের আওতায় ৪২ টি ইক্ষু ও সাথী ফসলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৩৬০ জন কৃষককে ইক্ষু ও সাথী ফসল চাষের উপর প্রশিক্ষণ, উন্নত পদ্ধতিতে আখের গুড় উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, ১২ টি কৃষক মাঠ দিবসের আয়োজন, ৩ টি কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

(২২) **'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন'** প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটিতে ১৩টি, খাগড়াছড়িতে ১৩টি ও বান্দরবানে ১৪টি সহ মোট ৪০টি আপল্যান্ড তুলার ব্লক প্রর্দশনী স্থাপন করা হয়েছে, রাঙ্গামাটিতে ১৩টি, খাগড়াছড়িতে ১৩টি ও বান্দরবানে ১৪টি সহ মোট ৪০টি আপল্যান্ড তুলার জাত প্রর্দশনী স্থাপন করা হয়েছে, রাঙ্গামাটিতে ১১টি, খাগড়াছড়িতে ১১টি ও বান্দরবানে ১২টি সহ মোট ৩৪টি ধান তুলা আন্তঃফসল প্রর্দশনী স্থাপন করা হয়েছে, রাঙ্গামাটিতে ১৬টি, খাগড়াছড়িতে ১৬টি ও বান্দরবানে ১৮টি সহ মোট ৫০টি আপল্যান্ড তুলার তদারকি চাষ (একক/মিশ্র ফসল চাষ) প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে, রাঙ্গামাটিতে ১৬টি, খাগড়াছড়িতে ১৬টি ও বান্দরবানে ১৬টি সহ মোট ৪৮টি কেঁচো সার/ভার্মি কম্পোস্ট সার (প্রতি কৃষক) প্রস্তুত করা হয়েছে, রাঙ্গামাটিতে ১৬টি, খাগড়াছড়িতে ১৬টি ও বান্দরবানে ১৬টি সহ মোট ৪৮টি কম্পোস্ট/কুইক কম্পোস্ট সার (প্রতি কৃষক) প্রস্তুত করা হয়েছে, ০৪ (চার) ব্যাচ সিডিব সম্প্রসারণ কর্মী প্রশিক্ষণ হয়েছে, ০৩ (তিন) ব্যাচ চুক্তিবদ্ধ তুলা কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে, ০২ (দুই) ব্যাচ অফিস স্টাফ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে, ০৯ (নয়) ব্যাচ সাধারণ তুলা কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে, ০২ (দুই)টি তামাক চাষ প্রতিস্থাপন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে, ০৩ (তিন)টি কৃষক সমাবেশ সম্পন্ন হয়েছে।

(২৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় ৭.০০ কি.মি. রাস্তা, ২১.১০ কি.মি. রাস্তা, ৬০.০০ মিটার ব্রিজ, ১৩৫.০০ মিটার কালর্ভাট, ২৮২০.০০ মিটার ড্রেইন, ৫২.৫০ মিটার আর.সি.সি ওয়াল, ১৫০.০০ মিটার ব্রীক ওয়াল, ১৫০০.০০ ব.মি. বিশ্ববিদ্যালয় ভবন, ৫০.০০ মিটার সেতু, ১৬০০.০০বর্গমিটার সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪১০.০০বর্গমিটার ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়।

খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তার আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় ১২.৩০ কি.মি. রাস্তা, ১১২৫.০০ ব.মি, স্কুল ভবন, ২৫০.০০ ব.মি.ছাত্রাবাস ভবন, ২৮৮১.৪১ ব.মি.সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭৬.৮০ ব.মি.যাত্রী ছাউনি, কৃষি, ০৬টি সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা, ৬.০০ মিটার কালভার্ট, ১০টি নলকূপ ও ৩০.০০ মিটার সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

(২৪) পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা এর আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে ১৩০০ ব.মি. ভবন নির্মাণ, ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ এবং ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়/শিশু সদনে ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর খাদ্য সরবরাহ, ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাবৃত্তি, ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্টানে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সামগ্রী সরবরাহ, ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্টানে অনুদান প্রদান ও ৮০ টি শিক্ষা প্রতিষ্টানে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, অবকাঠামো উন্নয়নে ৭০০ ব.মি. ভবন মেরামত/নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ১২ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ ও ৩৫০ মি. ব্রিজ/কাল্ভার্ট নির্মাণ, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে ৩০০ মি. সেচ ড্রেন, ১০০ মি. বাঁধ নির্মাণ, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে ৮০ টি ধর্মীয়/সামাজিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ/সংস্কার, দারিদ্র মুক্তি ও নারী উন্নয়নে ৮০ জন বেকার মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উন্নয়নে ৯টি এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২৫) পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা এর আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

১০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ, ১২০০ ব.মি. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, ৩০ মি. ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ২০০ মি. সীমানা প্রাচীর/ধারক দেওয়াল/সিঁড়ি নির্মাণ, ৩০০ ব.মি. স্কুল ভবন/ছাত্রাবাস নির্মাণ, ১০০ সেট আসবাবপত্র সরবরাহ, ১২০০ মি. সেচ ড্রেন নির্মাণ, ৬০ মি. বাঁধ নির্মাণ, ৯০ সেট কৃষিজ উপকরণ বিতরণ (পাওয়ার ট্রিলার/পাম্প মেশিন/ধান মাড়াই মেশিন/ফুট পাম্প/স্প্রে মেশিন ইত্যাদি), ১০০০০ টি বনায়নের জন্য চারা বিতরণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি উন্নয়নে ৩০টি সংগঠনকে সহায়তা এবং ২টি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, উপজাতীয় সংস্কৃতি লালন ও সংরক্ষণকল্পে কর্মসূচী গ্রহণ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কর্মসুচী নেওয়া ও বাস্তবায়নে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উপকরণ বিতরণ, ১২০০ ব.মি. ধর্মীয় ও সমাজিক প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন ভবন নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ, ৪টি নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২৬) পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা এবং নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

মৎস্য চাষের জন্য বাঁধ নির্মাণ ৩২০ মি., ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলদ বাগান সৃজন ৩.৮৯ হেক্টর, সেচ ড্রেন ১০৫০মি. বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে লাইব্রেরি ০১টি, ছাত্রাবাস ২টি, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা সম্প্রসারণ/সংস্কার/মেরামত ৪২টি (৬২৮০ ব.মি.), ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নরে জন্য ১২.৫ কি.মি. রাস্তা, ড্রেন ১০৫০ মি., ০৬টি বক্সকালভার্ট, ০৫টি ইউ ড্রেন এবং ৪২০.০০ মি. ব্রিজ, ২৫০ মি. ধারক ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। শিশু সদনের অনাথালয় ভবন নির্মাণ (৩২০.০০ব.মি.), মহিলা সমিতি উন্নয়ন (৫২০.০০ব.মি.), ক্লাব/সংঘ, সুপার মার্কেট (৭৫০.০০ব.মি.), মা ও শিশু কল্যাণ সমিতি (৩২৫.০০ব.মি.) বাস্তবায়িত হয়েছে। মসজিদ উন্নয়ন ১০টি (৬৫০ব.মি.), মন্দির উন্নয়ন ১২টি (৬৪০ব.মি.), বৌদ্ধ মন্দির/বিহার উন্নয়ন ০৬টি (৮২০ব.মি.) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। লক্ষীছড়ি উপজেলার কালা পাহাড় থেকে শুকনা ছড়িতে Gravity Flow System (GFS) পদ্ধতিতে অত্র এলাকায় ৬৫০.০০ মি. প্রায় ৬০ পরিবারের মধ্যে পানি সরবরাহ করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ০৯টি উপজেলায় ৩০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন ও আলমারি ও পুস্তক প্রদান করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ০৮টি পরিবারকে দরিদ্র পরিবারে পর্যটকদের সাময়িক অবস্থানের সুবিধা সৃজন (Home Stay), খাগড়াছড়ি আলুটিলায় ০১টি পর্যটন স্পট উন্নয়ন, হর্টিকালচার পার্কের উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীন ১৭৫মি. রাস্তা উন্নয়ন করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, আত্ম-কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে মা ও শিশু মৃত্যুর হার ও অপুষ্টির হার হ্রাস পেয়েছে।

১.১০ অন্যান্য কার্যক্রম:

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নানাধিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। যেমন: পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন ও জলবায়ু পরিবর্তণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইত্যাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বিভিন্ন কর্মকান্ডের আলোকচিত্র:



শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড.গওহর রিজভী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম



বান্দরবান সদর উপজেলা ও বান্দরবান পৌর এলাকায় দুঃস্থ, দরিদ্র ও কর্মহীনদের মাঝে চাল বিতরণ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি।



তুলা চাষ ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং কফি ও কাজু বাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে চারা, বীজ, সার ও কৃষি উপকরণ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি।



বান্দরবানের থানচি উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকা ২নং তিন্দু ইউনিয়নে পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি।



রুমা উপজাতীয় আবাসিক বিদ্যালয়ের কারিগরি শিক্ষা ভবন নির্মাণ।প্রকল্প পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম।



কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি রক্ষার্থে ম্যুরাল নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম।



পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্প পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম।



পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম।


পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

২. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

২.১ ভূমিকা :

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন-১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন) অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। বিগত ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রি: তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে ২৭ মে ১৯৯৯ ইং তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

২.২ সংস্থার গঠন কাঠামো :

চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান । পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত এবং এই ক্ষমতা চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে হবে। পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত :

১। চেয়ারম্যান
২। ১২ (বার) জন উপজাতীয় সদস্য
৩। ৬ (ছয়) জন অ-উপজাতীয় সদস্য
৪। ২ (দুই) জন উপজাতীয় মহিলা সদস্য
৫। ১ (এক) জন অ-উপজাতীয় মহিলা সদস্য
৬। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে।

২.৩ কর্মপরিধি :

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কর্মপরিধি নিম্নরূপ :

(ক) পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ তাহার আওতাধীন এবং এর উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়;
(খ) পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর কার্যাবলির সার্বিক তত্ত্বাবধান;
(ঘ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;
(ঙ) উপজাতীয় রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান;
(চ) জাতীয় শিল্পনীতির সহিত সংগতি রেখে পার্বত্য জেলাসমূহে ভারী শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান; এবং
(ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং এনজিও কার্যাবলির সমন্বয় সাধন।

২.৪ বাজেট :

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অনুকূলে অনুন্নয়ন খাতে সরকারি কোষাগার হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৬,৮৩,৬৫,০০০/-(ছয় কোটি তিরাশি লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

২.৫ বিভিন্ন কমিটি :

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে মোট ০৮ টি কমিটি রয়েছে। যথা:-

১। সাধারণ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটি;
২। আইন, ভূমি ও স্থানীয় পরিষদ বিষয়ক কমিটি;
৩। উন্নয়ন ও পর্যটন বিষয়ক কমিটি;
৪। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উপজাতীয় বিষয়ক কমিটি;
৫। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক কমিটি;
৬। সমাজ কল্যাণ ও সমবায় বিষয়ক কমিটি;
৭। স্বাস্থ্য ও যুব বিষয়ক কমিটি; এবং
৮। বন, পরিবেশ ও শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক কমিটি।

২.৬ আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যগণের পরিচিতি :

(১) শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা	---	চেয়ারম্যান
(২) শ্রী গৌতম কুমার চাকমা	---	সদস্য
(৩) শ্রী কে এস মং মারমা	---	সদস্য
(৪) শ্রী মংনুচিং মারমা	---	সদস্য
(৫) শ্রীমতি মাধবীলতা চাকমা	---	সদস্য
(৬) শ্রীমতি মেঞ্চোচিং মারমা	---	সদস্য
(৭) জনাব মো: ইউসুফ	---	সদস্য
(৮) জনাব মো: জাফর আহমদ	---	সদস্য
(৯) শ্রী গুণেন্দু বিকাশ চাকমা	---	সদস্য
(১০) শ্রী স্নেহ কুমার চাকমা	---	সদস্য
(১১) শ্রী কাজল কান্তি দাশ	---	সদস্য
(১২) শ্রী সাধুরাম ত্রিপুরা	---	সদস্য
(১৩) জনাব মো: শফিকুর রহমান	---	সদস্য
(১৪) শ্রী লয়েল ডেভিড বম	---	সদস্য
(১৫) শ্রী রক্তোৎপল ত্রিপুরা	---	সদস্য
(১৬) বেগম রওশন আরা বেগম	---	সদস্য
(১৭) শ্রী সৌখিন চাকমা	---	সদস্য
(১৮) জনাব নুরুল আলম	---	সদস্য
(১৯) জনাব কামাল উদ্দিন	---	সদস্য
(২০) শ্রী রূপায়ণ দেওয়ান	---	সদস্য
(২১) ডা: নীলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা	---	সদস্য
(২২) শ্রী সাথোয়াই প্রু মারমা	---	সদস্য
(২৩) চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (পদাধিকারবলে)	---	সদস্য
(২৪) চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (পদাধিকারবলে)	---	সদস্য
(২৫) চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (পদাধিকারবলে)	---	সদস্য

২.৭ সমস্যা :

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ১ম শ্রেণীর ০৮টি কর্মকর্তার পদ শূন্য থাকায় এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ১২টি শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র না পাওয়ায় জনবল সংকটের কারণে পরিষদের দৈনন্দিন কার্যসম্পাদনে গতিশীলতা বিঘ্নিত হচ্ছে।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর নিজস্ব কমপ্লেক্স ভবন না থাকায় পরিষদের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন যেমন বিঘ্নিত হচ্ছে তেমনি সরকারের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয়ের পরিমান ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.৮ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটে গৃহীত কার্যক্রম : কার্যক্রম নাই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের আলোকচিত্র :



মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সাধারণ জ্ঞান ও কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, তারিখ: ১৫/১২/২০২১ খ্রিঃ।





মুজিববর্ষ উপলক্ষে আঞ্চলিক পরিষদের উদ্যোগে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কার্যক্রম, তারিখ: ২৩/১১/২০২১ খ্রিঃ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড



৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৩.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন :

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর চিন্তাপ্রসূত প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল উন্নয়নের ছোঁয়ার বাইরে ছিলো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় আনয়ন ও তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ০৯ আগস্ট তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে এক সুধী সমাবেশে একটি পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৬ তারিখে নোটিফিকেশন মূলে এবং ১৯৭৬ সালে জারিকৃত ৭৭ নং অধ্যাদেশমূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের কার্যক্রমকে গতিশীল, টেকসই ও জনবান্ধব করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে এ আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৩.২.১ ভিশন :

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম (Developed and Prosperous Chattogram Hill Tracts)।

৩.২.২ মিশন :

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও সেচ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৩.২.৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন উন্নয়ন;
- শিক্ষা সহায়তা সম্প্রসারণ;
- কৃষি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ;
- সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধিতে সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ;
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন;
- টেকসই সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে মা ও শিশু কল্যাণ; এবং
- দাপ্তরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন ও উন্নতিকরণ।

৩.২.৪ বোর্ডের কার্যাবলী :

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনচাহিদার ভিত্তিতে নিম্নরূপ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে :

১। পার্বত্য জেলার জনসংখ্যা, আয়তন ও অনগ্রসরতা বিবেচনাপূর্বক পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও স্কিম প্রণয়ন;

২। পার্বত্য জেলাসমূহের উপজেলা সদর, ইউনিয়ন ও গ্রামসমূহে অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার প্রকল্প ও স্কিম অনুমোদন;

৩। অনুমোদিত প্রকল্প/স্কিমসমূহ, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি;

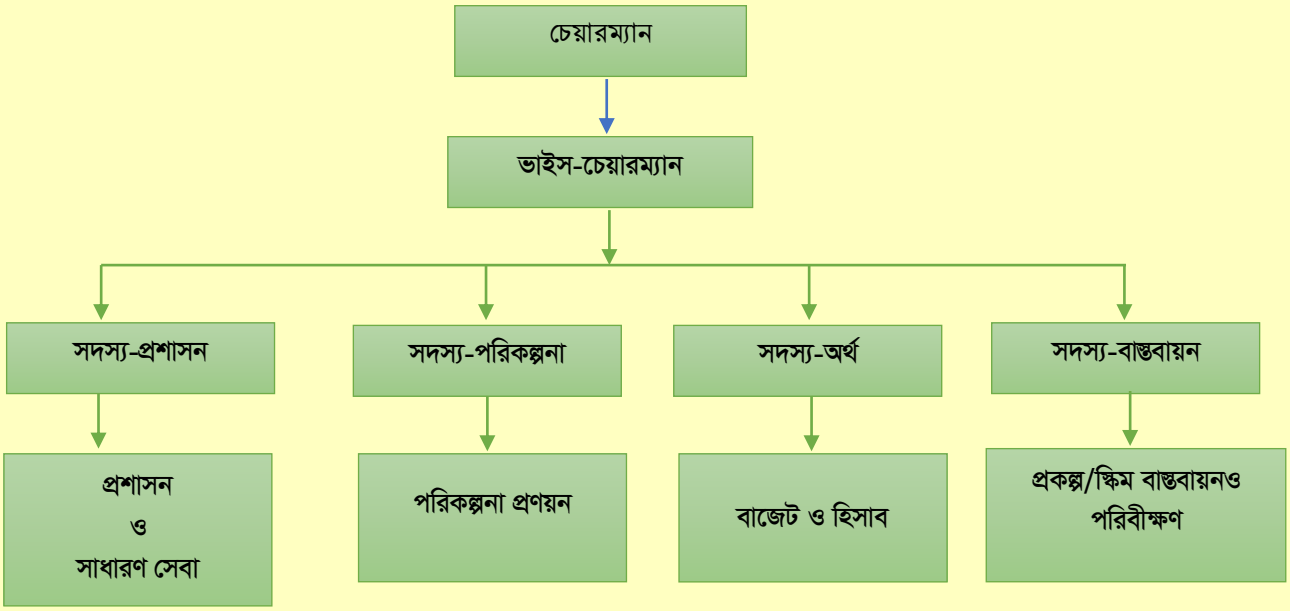
৪। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক বা কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প ও স্কিম বাস্তবায়ন;

৫। উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত প্রকল্প/সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন।

৩.২.৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো :

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রধান হলেন চেয়ারম্যান যিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত। ভাইস-চেয়ারম্যান হলেন সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগকৃত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। তবে বর্তমানে ভাইস চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদা একজন কর্মকর্তা। চারজন সার্বক্ষণিক সদস্যের (সদস্য প্রশাসন, সদস্য-পরিকল্পনা, সদস্য-অর্থ এবং সদস্য-বাস্তবায়ন) উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। তবে

বর্তমানে সদস্য প্রশাসন যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। অবশিষ্ট ১টি সদস্য পদ শূন্য রয়েছে। নিম্নে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ছক আকারে দেখানো হলো :



৩.২.৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কমিটিসমহ :

পরিচালনা বোর্ড (১৪ সদস্য বিশিষ্ট)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী বোর্ড। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ মোতাবেক পরিচালনা সদস্য সংখ্যা ১৪ জন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন- ২০১৪ অনুসারে প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি করে পরিচালনা বোর্ড সভা আয়োজনে বাধ্যবাধকতা আছে। এ সভায় বোর্ডের বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন স্কিম/প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি ও মূল্যায়নসহ বোর্ডের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ৮ ধারার অনুবলে গঠিত ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিচে দেয়া হলো:-

- চেয়ারম্যান
- ভাইস-চেয়ারম্যান
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূন্য উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি
- সদস্য-প্রশাসন (সার্বক্ষণিক)
- সদস্য-পরিকল্পনা (সার্বক্ষণিক)
- সদস্য-বাস্তবায়ন (সার্বক্ষণিক)
- সদস্য-অর্থ (সার্বক্ষণিক)
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একজন প্রতিনিধি
- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে একজন করে প্রতিনিধি
- জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি (পদাধিকারবলে)
- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি (পদাধিকারবলে)
- জেলা প্রশাসক, বান্দরবান (পদাধিকারবলে)



২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড ৩য় সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা এবং সভা সঞ্চালনা করেন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব) এবং মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব অংসুইপ্রু চৌধুরী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদসহ উপস্থিত বোর্ড সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ ছবি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ১১ ধারা মতে গঠিত ১৬ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিচে দেয়া হলো:-

- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)
- তিন সার্কেল চীফ অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধি
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে হেডম্যান (সার্কেল চীফের সুপারিশক্রমে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)
- তিন পার্বত্য জেলা হতে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩ (তিন) জন সদস্য (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে)



২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরামর্শক কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা। এসময় বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), বোর্ডর সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দসহ পরামর্শক কমিটির সদস্য রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সার্কেল চীফ মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্রম	শ্রেণি/গ্রেড	অনুমোদিত মোট পদের সংখ্যা	বোর্ডে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত		প্রেষণে নিয়োজিত		কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
			পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা		
১	প্রথম শ্রেণি (১ম-৯ম গ্রেড)	২৪	৮	২	৬	-	১৬	৮
২	দ্বিতীয় শ্রেণি (১০ম-১২শ)	১৯	১৩	-	-	-	১৩	৬
৩	তৃতীয় শ্রেণি (১৩শ-১৬শ)	৬৪	৩৭	১০	২	-	৪৯	১৫
৪	চতুর্থ শ্রেণি (১৭শ-২০শ)	৪৪	৩০	৩	-	-	৩৩	১১
সর্বমোট		**১৫১**	**৮৮**	**১৫**	**৮**	**-**	**১১১**	**৪০**

৩.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর পরিচালন ব্যয় খাতের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জুন/২০২২ মাস পর্যন্ত ব্যয় বিবরণী :

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট	২০২১-২২ অর্থ বছরের বিভাজন অনুযায়ী ১ম হতে ৪র্থ কিস্তিতে সর্বমোট প্রাপ্তি	সর্বমোট ব্যয়	প্রাপ্ত কিস্তি মূলে স্থিতি (৪-৫)
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
৩৬৩১১০১-বেতন বাবদ সহায়তাঃ					
বেতন বাবদ সহায়তা মোট =		২৭৮৩১০০০.০০	২৭৮৩১০০০.০০	২৭৬৩২৪২৮.০০	১৯৮৫৭২.০০
৩৬৩১১০২ভাতাদি বাবদ সহায়তাঃ		-	-		
ভাতাদি বাবদ সহায়তা মোট =		২৬০৩৩০০০.০০	২৬০৩৩০০০.০০	২৪৮৪৩৯৭২.০০	১১৮৯০২৮.০০
৩৬৩১১০৩-পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তাঃ		-	-	-	
পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা মোট =		৩২৭৯১০০০.০০	৩২৭৯১০০০.০০	৩০৯৭৫৩৬৭.৬৪	১৮১৫৬৩২.৩৬
৩৬৩১১০৮ গবেষণা অনুদান					
	গবেষণা অনুদান মোট=	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	১৭৫২০০.০০	১২৪৮০০.০০
৩৬৩১১০৪ পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তাঃ					
পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা মোট =		১২৪৯৪০০০.০০	১২৪৯৪০০০.০০	১২৩৯৯৩২৮.০০	৯৪৬৭২.০০
৩৬৩১১৯৯ অন্যান্য অনুদানঃ		-	-	-	
অন্যান্য অনুদান মোট =		২৪০০০০০.০০	২৪০০০০০.০০	২৩৯৯৯৯০.০০	১০.০০
৩৬৩২১০২ যন্ত্রপাতি অনুদান					
যন্ত্রপাতি অনুদান মোট=		৭০০০০০.০০	৭০০০০০.০০	৩৭২৭৫৭.০০	৩২৭২৪৩.০০
৩৬৩২১০৩ যানবাহন বাবদ অনুদান					
যানবাহন বাবদ অনুদান মোট=		১২০০০০০০.০০	১২০০০০০০.০০	০.০০	১২০০০০০০.০০

৩৬৩২১০৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান				
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান মোট=	৮০০০০০.০০	৮০০০০০.০০	৭১১৬০০.০০	৮৮৪০০.০০
৩৬৩২১০৬ অন্যান্য মূলধন অনুদান				
৩৬৩২১০৬ অন্যান্য মূলধন অনুদান উপমোট =	৯০০০০০.০০	৯০০০০০.০০	৬৪৬৫০০.০০	২৫৩৫০০.০০
মূলধন অনুদান মোট =	১৪৪০০০০০.০০	১৪৪০০০০০.০০	১৭৩০৮৫৭.০০	১২৬৬৯১৪৩.০০
সর্বমোট =	১১৬২৪৯০০০.০০	১১৬২৪৯০০০.০০	১০০১৫৭১৪২.৬৪	১৬০৯১৮৫৭.৩৬

৩.৪ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার (বাৎসরিক বরাদ্দ অনুপাতে ব্যয়%)	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) ৮০৭টি	৯০.০০	৯০.০০ (১০০%)	-
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) ১৬৬টি	১২৩.০০	১২২.৮১০১১০১ (১০০%) (বাকি ১৮.৯৮৮৯৯ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান)	-

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও ভৌত কাজের অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	**প্রকল্প/স্কিমের বিবরণী**	**সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে (২০২১-২০২২) বরাদ্দকৃত অর্থ**			**অব্যয়িত অর্থ**	**সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২) বাস্তব**	**লক্ষ্যমাত্রা বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি (বাৎসারিক বরাদ্দ অনুপাতে ব্যয় %) আর্থিক**
		মূল বরাদ্দ	অতিরিক্ত বরাদ্দ	মোট বরাদ্দ (মূল ও অতিরিক্ত)			
১	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রকল্প	৯০.০০	০.০০	৯০.০০	১.৮৯	৯৮%	৯৭.৮৯%
২	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৭৫.০০ (ছাড়: ৭৩.৪১৩১)	০.০০	৭৫.০০ (ছাড়: ৭৩.৪১৩১)	০.৩১৩৮	১০০%	৯৯.৫৭% (ছাড়কৃত অর্থের %)

৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ	০.০০	২.২৯ (সংশোধিত বরাদ্দ)	২.২৯ (ছাড়কৃত: ১.৫৩৫০)	০.৫৩২১	৮৩%	৬৬.৩২% (ছাড়কৃত অর্থের %)
৪	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প	১.৯২	৩.১৮	৫.০৬	০.১৭৮০	১০০%	৯৬.৫১%
৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্প	৬.৮১	০.০০	৬.৮১	০.৬৩৭৮	৯৫%	৯০.৬৮%
৬	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ	৭.৮৪	-	৭.৮৪	-	১০০%	১০০%
৭	খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ	১৪.০০	-	১৪.০০	-	১০০%	১০০%
৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম এর খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ	৯.৫০	-	৯.৫০	-	১০০%	১০০%
৯	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ	০.০০	৫.৮৮ (সংশোধিত বরাদ্দ)	৫.৮৮	০.৭১০৩	৮৭.৯২%	৮৭.৯২%
১০	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ	০.০০	২০.২৭ (সংশোধিত বরাদ্দ)	২০.২৭	০০.০০	১০০%	১০০%
১১	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ	০.০০	৩.০০ (সংশোধিত বরাদ্দ)	৩.০০	০০.০০	১০০%	১০০%
১২	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন	৯.৩০	০.০০	৯.৩০	০০.০০	১০০%	১০০%
১৩	বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা সদর পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ	১৫.২৫	০.০০	১৫.২৫ (ছাড়কৃত: ১৫.১৯৮১৩)	০.৫৯৭১	১০০%	১০০%
১৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ।	১৬.১৭	০.০০	১৬.১৭	০.০০	১০০%	১০০%
১৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প	২.০০	০.০০	০.০০	০.৫২০৯	৮২%	৭৩.২১%
১৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প	২.০০	০.০০	২.০০	০.৩১৯৪৪০২	১০০%	১০০%

৩.৫ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তিন পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং - ২২১০০১১০০) (২০২০-২০২১) এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	খাত সমূহ	গৃহীত স্কিমর সংখ্যা		মোট গৃহীত স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কীমের সংখ্যা	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি(%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	২	-	২	-	-		৫৩.০০	৫৩.০০	৫৩.০০	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	২১	১৮	৩৯	১৬	-	১৬	৬১৩.৬৫	৭০৫.৯৮	৭০৫.৯৮	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	২১	২৫	৪৬	১৫	১	১৬	৩৮৪.৭০	৪০৯.১০	৪০৯.১০	১০০%	১০০%
৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৬	৮	১৪	৬	-	৬	১১১.৩৮	৮৫.৮৭	৮৫.৮৭	১০০%	১০০%
৫.	সমাজ কল্যান	৫৯	৭০	১২৯	৪৩	২	৪৫	১১১০.২৫	১০৬৬.৮২	১০৬৬.৮২	১০০%	১০০%
৬.	ভৌত অবকাঠামো	৩০	২৪	৫৪	২৭	-	২৭	৫৭৭.০২	৫৭৯.২৩	৫৭৯.২৩	১০০%	১০০%
		১৩৯	**১৪৫**	**২৮৪**	**১০৭**	**৩**	**১১০**	**২৮৫০.০০**	**২৯০০.০০**	**২৯০০.০০**	**১০০%**	**১০০%**
		২৮৪			**১১০**							

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) এর সমাপ্তকৃত স্কীমের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
১.	যাতায়াত	সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজার ও ঝুগুলুক্যা ব্রীজের রিজার্ভ বাজার ও জুগুলুক্যা অংশে এপ্রোচ রোড নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৪১.৭৭	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
২.	যাতায়াত	সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজার ও পুরানবস্তী ব্রিজের পুরানবস্তী অংশে এপ্রোচ রোড নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৫৯.২৫	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৩.	যাতায়াত	সদর উপজেলাধীন মহসিন কলোনী নাজুর টিলার চলাচলের রাস্তার উন্নয়ন।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩৪.৩৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৪.	যাতায়াত	সদর উপজেলাধীন কল্যাণপুরস্থ রাণী বিণীতা রায় (রাবিরা) ক্লাব এর পার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল ও রাস্তা সংস্কার।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩৪.৩৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
৫.	যাতায়াত	সদর উপজেলাধীন ৩নং সাপছড়ি ইউনিয়নের বন্দুক ভাংগা পাড়া হতে দিগলীবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৫০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৬.	যাতায়াত	সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি ইউনিয়নের ড. মানিক লাল দেওয়ানের বাগান হতে ওগোয়া মন পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৫১.৫২	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৭.	যাতায়াত	বরকল উপজেলাধীন কলাবুনিয়া ২নং ওয়ার্ড ৩নং আইমাছড়া ইউনিয়ন এর অন্তর্গত কলাবুনিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে রুকন উদ্দিন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৮.	যাতায়াত	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন আমতলী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বাংগাপাহাড় ছড়ার উপর আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১৭০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৯.	যাতায়াত	বাঘাইছড়ি দীঘিনালা মোস্তফা কলোনী সড়ক বটতলী গ্রাম হইতে পাকজ্যাছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
১০.	যাতায়াত	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সারোয়াতলী ৫নং ওয়ার্ডের খাগড়াছড়ি গ্রামের ভাজা বাপ চাকমার বাড়ী হতে হিরাচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
১১.	যাতায়াত	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মারিশ্যা ইউনিয়নের ফুলেশ্বর কার্বারী পাড়ার হেডম্যান বাড়ি হতে উন্নয়ন বোর্ড রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের পরিবর্তে বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মারিশ্যা ইউনিয়নের উন্নয়ন বোর্ড রাস্তা হতে নীলরঞ্জন চাকমার দোকান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪৬.৭১	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
১২.	যাতায়াত	বাঘাইছড়ি মারিশ্যা খালের উপর ব্রিজ নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৫৮.৭৫	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
১৩.	যাতায়াত	নানিয়ারচর উপজেলাধীন ৩নং বুড়িঘাট ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের অর্ন্তগত বুড়িঘাট মেইন রাস্তা হতে পশ্চিম হাতি মারা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	২০২০-২১	২০২১-২২	৫১.২৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
১৪.	যাতায়াত	নানিয়ারচর উপজেলাধীন ঘিলাছড়ি ইউনিয়নস্থ বেনুবন অরণ্য কুটির বনবিহার শাখার রাস্তা উন্নয়ন।	২০২০-২১	২০২১-২২	১৫.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
১৫.	যাতায়াত	নানিয়ারচর উপজেলাধীন ললিত বিহারী চাকমার বাড়ি হতে অপরেশ খীসার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪৫.৮০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
১৬.	যাতায়াত	লংগদু উপজেলাধীন লংগদু-মাইনীমুখ রাস্তার আহম্মদ হোসেন মাঝির দোকান হতে মাইনীমুখ গাঁথাছড়া ব্রীজের মুখ পর্যন্ত প্রতিরোধক ও রাস্তা নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
১৭.	শিক্ষা	সদর উপজেলাধীন জীবতলী ইউনিয়নে হাজার মানিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৫.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৮.	শিক্ষা	সদর উপজেলাধীন শাহ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৯.	শিক্ষা	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন চাকমা রাজ বিহার পালি কলেজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪০.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২০.	শিক্ষা	সদর উপজেলাধীন লেকার্স পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ রাঙ্গামাটির বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২০.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২১.	শিক্ষা	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বাদলছড়ি জুনিয়র হাইস্কুলের সংস্কারসহ উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩৪.৩৫	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২২.	শিক্ষা	সদর উপজেলাধীন পুরাতন হাসপাতাল এলাকায় এবাদতখানা ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৩.	শিক্ষা	বরকল উপজেলাধীন হাজাছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন নির্মাণের পরিবর্তে বরকল উপজেলাধীন হাজাছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪০.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৪.	শিক্ষা	বরকল উপজেলাধীন জুনোপহর ছাত্রাবাসের তৃতীয় তলা নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৫১.৫২	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৫.	শিক্ষা	বাঘাইছড়ি উপজেলার রুপকারী ইউনিয়নের বরাদাম গ্রামের অন্তর্গত কাঁচালং শিশুসদনের ছাত্রাবাস নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
২৬.	শিক্ষা	কাউখালী উপজেলা সদরে মুসলিম শিশু সদনের ডাইনিং হল নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩৪.৩৫	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৭.	শিক্ষা	কাউখালী উপজেলাধীন পানছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৫.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৮.	শিক্ষা	কাউখালী উপজেলাধীন তারাবুনিয়া নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩৫.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৯.	শিক্ষা	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া গাউছিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩০.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩০.	শিক্ষা	লংগদু উপজেলাধীন মহালছড়ি জুনিয়র হাই স্কুল ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩১.	শিক্ষা	লংগদু উপজেলাধীন মাইনিমুখ মডেল হাই স্কুলের বিজ্ঞান ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১০.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩২.	শিক্ষা	কাপ্তাই উপজেলাধীন লোটাস শিশু সদনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১৬.২১	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৩.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	সদর উপজেলাধীন রাজবাড়ী সংলগ্ন এলাকায় রাঙ্গামাটি মিউজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার ভবন নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪৭.৩২	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার আসামবস্তী সিস্টেম ব্যান্ডের জন্য সাউন্ড প্রুপ ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৫.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	রাঙ্গামাটি জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার আবাসিক ভবন সংস্কার।	২০২০-২১	২০২১-২২	১০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৬.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	রাঙ্গামাটি জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার আবাসিক ভবনের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৫.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৭.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩১নং খেদারমারা ইউনিয়নে নলবুনিয়া গ্রামে পাঠাগার নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১৭.১৭	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৮.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	কাপ্তাই উপজেলার ড্রাগন স্পোর্টিং ক্লাবের ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৯.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজারস্থ শ্রী শ্রী গীতাশ্রম মন্দিরের গীতা নিকেতন ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরন।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪৫.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
৪০.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি ট্রাক চালক কল্যাণ সমিতির ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪১.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন ভেদভেদী পশ্চিম মুসলিম পাড়া তৈয়বীয়া ইউছুপ আলী জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪২.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, রাঙ্গামাটি ইউনিটের ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৩.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন নোয়াদম মুসলিম পাড়া এলাকাস্থ বায়তুন-নূর জামে মসজিদের ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৪.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অব অটিষ্টিক চিলড্রেল (সোয়াক) সংস্থার প্রশিক্ষণের জন্য ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৫.	সমাজ কল্যাণ	রাঙ্গামাটি পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন সেলাই প্রশিক্ষণ ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩৪.৩৫	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৬.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন ৯নং ওয়ার্ডস্থ কাটাছড়ি এলাকায় ক্লাব কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৭.	সমাজ কল্যাণ	রাঙ্গামাটি মারী স্টেডিয়ামের অফিস ভবন সংস্কার।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩৫.৭১	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৮.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন বোর্ড মসজিদের ২য় তলায় আনুষাংগিক কাজ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৫৮.৯৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৯.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন গরীবুল্লাহ শাহ মাইজভান্ডারীর মক্তবের সিঁড়ি ও এবাদতখানা নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫০.	সমাজ কল্যাণ	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রাজদ্বীপ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির কার্যালয় নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৫.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫১.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন শ্রী শ্রী দশভূজা মাতৃ মন্দিরের গীতা শিক্ষা নিকেতনসহ ভক্ত নিবাস নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৭৪.৫০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫২.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি প্রেস ক্লাবের সরবরাহকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫৩.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী মাতৃ মন্দিরের সাধু নিবাস নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
৫৪.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন সিএইচটি রিসার্চ এবং ডকুমেন্টশন সেন্টারের জন্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫৫.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন বনরূপাস্থ দেওয়ান পাড়ায় সারিপুত্র উপসনালয়ের ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১৭.১৭	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫৬.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, রাংগামাটির আবাসিক ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪৫.৮০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫৭.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন চাকমা রাজ কার্যালয়ের অফিস কাম বিচারালয় নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫৮.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন লেকার্স স্কুল সংলগ্ন আলম ডক ইয়ার্ড জামে মসজিদের সম্প্রসারণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪৫.৮০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫৯.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলার হযরত আব্দুল ফকির(রঃ) মাজার, হেফজখানা, এতিমখানা, মসজিদ ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রধান গেইট নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১১.৫০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬০.	সমাজ কল্যাণ	রাঙ্গামাটি এনএসআই কার্যালয়ের ক্যান্টিন কাম ব্যারাক নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬১.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংলগ্ন রুমের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৭.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬২.	সমাজ কল্যাণ	রাঙ্গামাটি পর্যটন কমপ্লেক্সের অডিটরিয়াম সংস্কার।	২০২০-২১	২০২১-২২	১৭.১৭	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৩.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন ডিজিএফআই পার্কের পাশে মজুদঘর নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৪.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন রাইজিং স্টার ক্লাবের আসবাবপত্র সরবরাহকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১২.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৫.	সমাজ কল্যাণ	বিলাইছড়ি উপজেলার আর্মি ক্যাম্প এলাকায় চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৬.	সমাজ কল্যাণ	জুরাছড়ি উপজেলা পরিষদের বাজার শেড নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৭.	সমাজ কল্যাণ	জুরাছড়ি উপজেলাধীন রাস্তা মাথা এলাকার দু:স্থ মহিলাদের জন্য সেলাই মেশিন সরবরাহ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩.৫০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
৬৮.	সমাজ কল্যাণ	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মাদ্রাসা পাড়া জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৯.	সমাজ কল্যাণ	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন শ্রী শ্রী লোকনাথ মন্দিরের অনাথ আশ্রম ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭০.	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন গংগ্রীছড়া গুন্ডোখোবা বৌদ্ধ বিহারের ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭১.	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নে বায়তুন নূর জামে মসজিদের ২য় তলা নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭২.	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন ওয়াগ্গা ইউনিয়নের দি-রয়েল ক্লাবের ড্রেইনসহ টিনের ছাদ ও বারান্দার কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭৩.	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন রায় সাহেবের বৌদ্ধ বিহারের গেইটসহ আনুষাংগিক কাজ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১৫.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭৪.	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন নারানগিরি মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১১.৫০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭৫.	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন ১নং চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নের মিতিঙ্গাছড়ি মারমা পাড়া কেন্দ্রীয় শ্বশ্মানের উন্নয়ন।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩৫.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭৬.	সমাজ কল্যাণ	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ক্যাম্প জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭৭.	সমাজ কল্যাণ	নানিয়ারচর উপজেলাধীন তক্ষশিলা বনবিহারের ভিক্ষু নিবাস নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭৮.	সমাজ কল্যাণ	নানিয়ারচর ইসলামপুর দাখিল মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণের পরিবর্তে নানিয়ারচর ইসলামপুর দাখিল মাদ্রাসার একাডেমিক ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭৯.	সমাজ কল্যাণ	রাজস্থলী উপজেলাধীন গাইন্ধ্যা ইউনিয়নে হাজী পাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮০.	সমাজ কল্যাণ	লংগদু উপজেলাধীন ৭নং লংগদু ইউনিয়নের বড়কলক জনহিতকর বন বিহার নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮১.	সমাজ কল্যাণ	লংগদু উপজেলাধীন বগাচত্তর ইউনিয়নের পশ্চিম ঠেকাপাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
৮২.	সমাজ কল্যাণ	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি জোন সদরে অবস্থিত অতিথীশালা ও বেসামরিক কর্মচারীদের আবাসস্থল সংস্কারকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩০.০০	আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮৩.	সমাজ কল্যাণ	বরকল উপজেলাধীন সুবলং শান্তি নিকেতন বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১২.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮৪.	ভৌত অবকাঠামো	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের অফিস ভবন আধুনিকায়ন।	২০২০-২১	২০২১-২২	৮০.০০	অফিসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮৫.	ভৌত অবকাঠামো	সদর উপজেলাধীন কাঠালতলী এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জলাধারের চারিপাশে কাটাতারের সীমানা নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮৬.	ভৌত অবকাঠামো	সদর উপজেলাধীন ভেদভেদী এলাকায় মাটি ধ্বস রক্ষার্থে প্রমেশ্বর চাকমার বাড়ি হতে বীর তংচংগ্যার বাড়ি পর্যন্ত ধারক দেওয়াল নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮৭.	ভৌত অবকাঠামো	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ২টি SMART VILLAGE স্থাপন	২০২০-২১	২০২১-২২	১১৪.৫০	যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮৮.	ভৌত অবকাঠামো	রাঙ্গামাটি স্টেশন ক্লাবের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮৯.	ভৌত অবকাঠামো	ভেদভেদীস্থ রেষ্ট হাউজের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪৫.৮০	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯০.	ভৌত অবকাঠামো	রাঙ্গামাটি সদরে সাইন বোর্ড স্থাপন।	২০২০-২১	২০২১-২২	১৫.০০	এলাকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯১.	ভৌত অবকাঠামো	ভেদভেদীস্থ রেষ্ট হাউজের ড্রেইন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	পয়:নিস্কাশন সুবিধা উন্নত হয়েছে।
৯২.	ভৌত অবকাঠামো	সদর উপজেলাধীন টেনিস কোর্টের পাশে অনুশীলনের স্থান, টয়লেট ও গ্যালারি নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯৩.	ভৌত অবকাঠামো	কাঠালতলীস্থ গাড়ীর গ্যারেজ ও স্টোর নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	মালামাল রাখার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯৪.	ভৌত অবকাঠামো	সদর উপজেলাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড মসজিদের চত্বর উন্নয়ন।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	এলাকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
৯৫.	ভৌত অবকাঠামো	সদর উপজেলাধীন ভেদভেদীস্থ সুখী নীলগঞ্জ এর পার্শ্বে মাটি ধ্বজ রক্ষার্থে ঝুনু প্রভা চাকমার সীমানা হতে লক্ষীময় চাকমার সীমানা হইয়া মাইসুমা মারমার সীমানা পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪৬.৯৪	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯৬.	ভৌত অবকাঠামো	সদর উপজেলাধীন পুলিশ সুপারের বাংলো সংলগ্ন রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩৫.১৫	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯৭.	ভৌত অবকাঠামো	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার ৩নং সাপছড়ি ইউনিয়নের অন্তর্গত বোধিপুর বনবিহারে যাতায়াতের সুবিধার্থে টাইলস্ সহ সিঁড়ি নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১০.০০	যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯৮.	ভৌত অবকাঠামো	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভূ-সম্পত্তি রক্ষার্থে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯৯.	ভৌত অবকাঠামো	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন পাড়ার নাম স্থাপন এর পরিবর্তে কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া বৌদ্ধ বিহার সংলগ্নে ছাত্রাবাসের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের সমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৮.০০	আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১০০.	ভৌত অবকাঠামো	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আবাসিক কোয়ার্টার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১৩৭.০০	আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১০১.	ভৌত অবকাঠামো	বোর্ডের কাঠালতলীস্থ সিনিয়র অফিসার্স কোয়ার্টার সংস্কার।	২০২০-২১	২০২১-২২	২৮.৬০	আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১০২.	ভৌত অবকাঠামো	রাঙ্গামাটি প্রতিবন্ধী স্কুল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কারের পরিবর্তে রাঙ্গামাটি প্রতিবন্ধী স্কুল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ধাপহীন সিঁড়ি নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১১.৫০	যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১০৩.	ভৌত অবকাঠামো	বরকল উপজেলাধীন ভূমি ধ্বস রক্ষার্থে হরিণা জোন সংলগ্ন ছোট হরিণা বাজার এলাকায় রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৩৪.৩৫	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১০৪.	ভৌত অবকাঠামো	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩২নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে বদংছড়া মালদা বাগানের পার্শ্বে সিঁড়ি ও ছাউনি নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২০.০০	যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
১০৫.	ভৌত অবকাঠামো	কাপ্তাই উপজেলাধীন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কাপ্তাই সার্কেলের কার্যালয় এর প্রবেশ গেইট, আলোক বাতি, আভ্যন্তরীণ রাস্তা ও আনুষাংগিক কাজ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১০৬.	ভৌত অবকাঠামো	কাপ্তাই উপজেলাধীন ০২নং রাইখালী ইউনিয়নের খন্তাকাটা বায়তুল গোফরান কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ও মাদ্রাসার চারপাশে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৪০.০০	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১০৭.	ভৌত অবকাঠামো	কাপ্তাই উপজেলাধীন কর্ণফুলী কলেজের ছাত্রী নিবাসের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২০২০-২১	২০২১-২২	১২.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১০৮.	ভৌত অবকাঠামো	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রে অভ্যন্তরীণ এলাকা সংস্কার ।	২০২০-২১	২০২১-২২	৮০.০০	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১০৯.	ভৌত অবকাঠামো	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রে গেইটের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যাত্রী ছাউনী ও মুরালের সামনে ড্রেইন নির্মাণের পরিবর্তে কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রে ড্রেইন নির্মাণসহ আনুষাংগিক কাজ।	২০২০-২১	২০২১-২২	২২.৯০	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১১০.	ভৌত অবকাঠামো	লংগদু উপজেলাধীন মাইনীমুখ মডেল উচ্চ বিদ্যালয় রক্ষার্থে ধারক দেওয়াল নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২১-২২	১৭.১৭	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং - ২২১০০০৯০০) (২০২১-২০২২) এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	খাত সমূহ	গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা		মোট গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি(%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	যাতায়াত	১৬	২৩	৩৯	৬	-	৬	২৮০৪.৩৯	২৮২৯.৮৬	২৮২৯.৮৬	১০০%	১০০%
২.	শিক্ষা	২	-	২	২	-	২	৯০.০০	৯৯.৫০	৯৯.৫০	১০০%	১০০%
৩.	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	১০	১	১১	৭	-	৭	৬৪০.৬৩	৬৫৮.৬৬	৬৫৮.৬৬	১০০%	১০০%
৪.	পানীয় জল ও সেচ ড্রেইন	২	১	৩	-	-	-	১৬৪.৯৮	১৫৬.২৩	১৫৬.২৩	১০০%	১০০%
		৩০	**২৫**	**৫৫**	**১৫**	**-**	**১৫**	**৩৭০০.০০**	**৩৭৪৪.২৫**	**৩৭৪৪.২৫**	**১০০%**	**১০০%**
		৫৫			**১৫**							

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) এর সমাপ্তকৃত প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
১.	যাতায়াত	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সারোয়াতলী স্কুল হতে আমতলী বাজার হয়ে মাঈনীমূখ (গাঁথাছড়া) পর্যন্ত ১০.০০ কিঃ মিঃ রাস্তা এইচবিবিকরণ।	২০১৩	২০২২	৮০০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
২.	যাতায়াত	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন গোলাচিপা হতে শিজক খাগড়াছড়ি পর্যন্ত ৬.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ।	২০১৫	২০২২	৬০০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৩.	যাতায়াত	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩২নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নে আর্যপুর বনবিহার দোকান এলাকা হতে বড় কচুছড়ি মুখ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০১৮	২০২২	৭০০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৪.	যাতায়াত	রাঙ্গামাটি সদরের বালুখালী ইউনিয়নের অন্তর্গত বনযোগী সদর বাজার হতে বসন্ত পাংখোয়া পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০১৮	২০২২	৬০০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৫.	যাতায়াত	রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত রাস্তা সংস্কার।	২০১৯	২০২২	৬০০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৬.	যাতায়াত	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ৬নং বালুখালী ইউনিয়নের অন্তর্গত মরিশ্যা বিল হইতে তপোবন অরণ্য কুটির পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২৪	২০০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৭.	শিক্ষা	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন শিজক কলেজের ছাত্রাবাস নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	৯০.০০	শিক্ষা ও আবাসন সুবিধার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮.	শিক্ষা	কাপ্তাই উপজেলাধীন বড়ইছড়ি পাড়ায় বাংলাদেশ মারমা কাউন্সিল ছাত্রাবাসের সম্প্রসারণ।	২০২০	২০২৩	৭০.০০	শিক্ষা ও আবাসন সুবিধার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯.	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সম্মুখে ভবন নির্মাণ।	২০১৯	২০২২	২৫০.০০	অফিস রুম ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
১০.	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	রাজস্থলী উপজেলাধীন বাংগালহালিয়া যৌথ বাগান পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০২০	২০২২	৩৫.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১১.	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	সদর উপজেলাধীন ভেদভেদীস্থ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ভবন উন্নয়ন।	২০২০	২০২২	৭০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২.	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	সদর উপজেলাধীন মারমা সাংস্কৃতিক সংস্থার ভবন নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	১৮০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৩.	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	কাপ্তাই উপজেলাধীন নতুন বাজার এলাকাস্থ বাইতুল ইলাহ্ শাহী মসজিদের উন্নয়ন।	২০২০	২০২৩	৫০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৪.	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন পাংখুয়া পাড়া কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।	২০২০	২০২২	৮০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৫.	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	লংগদু উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন আনসার ক্যাম্প হতে তিনটিলার ফিসারী পাড়া পর্যন্ত গার্ড ওয়াল ও বাঁধ নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	১২০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় খাতভিত্তিক প্রকল্প/স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত প্রকল্প/ স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত সমাপ্তকৃত প্রকল্প/ স্কিমের সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১।	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	৯টি	-	৯টি	৯টি	-	৯টি	১৪০.০০	১৩৫.০৯	১৩৫.০৯	১০০%	১০০%
২।	যাতায়াত	১০টি	১৬টি	২৬টি	৮টি	-	৮টি	৪০৫.৫০	৫৬৮.৬৪	৫৬৮.৬৪	১০০%	১০০%
৩।	শিক্ষা	২০টি	১৬টি	৩৬টি	১৩টি	০১টি	১৪টি	৪৭৯.৪৩	৪৭৫.২০	৪৭৫.২০	১০০%	১০০%
৪।	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১টি	-	১টি	১টি	-	১টি	২৬.০০	২৯.৪৬	২৯.৪৬	১০০%	১০০%
৫।	সমাজ কল্যাণ	৩২টি	৩১টি	৬৩টি	২১টি	-	২১টি	৮৭১.৭২	৮৬৮.৬২	৮৬৮.৬২	১০০%	১০০%
৬।	ভৌত অবকাঠামো	৫৪টি	৩৪টি	৮৮টি	৩৫টি	২টি	৩৭টি	১০৭৭.৩৫	৯২২.৯৯	৯২২.৯৯	১০০%	১০০%
	মোট=	**১২৬টি**	**৯৭টি**	**২২৩টি**	**৮৭টি**	**৩টি**	**৯০টি**	**৩০০০.০০**	**৩০০০.০০**	**৩০০০.০০**	**১০০%**	**১০০%**

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় খাতভিত্তিক সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
১।	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা।	বান্দরবান সদরে জেলা কারাগারে ওয়াটার রিজারভার নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০.২৪	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে।
২।	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা।	রুমা উপজেলার সুনসং পাড়া, দার্জিলিং পাড়া ও পাসিং পাড়ায় জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ।	২০১৮-২০১৯	২০২১-২০২২	৩০.০০	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে।
৩।	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা।	রুমা উপজেলার রেমাক্রী প্রাংসা ইউনিয়নের রুমানা পাড়াতে জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ।	২০১৯-২০২০	২০২১-২০২২	১৫.১৮	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে।
৪।	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	রুমা উপজেলার মুন্নামপাড়া আর্মি ক্যাম্প সংলগ্ন পাড়ায় পানি সরবরাহকরণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২৫.০০	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে।
৫।	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা।	রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নের সেনগুম পাড়াতে জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	১৫.০০	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে।
৬।	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা।	রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নের কলুক্ষ্যং পাড়াতে জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	১৫.০০	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে।
৭।	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা।	রুমা উপজেলার সদর ইউনিয়নের রুমার চর পাড়াতে পানি সরবরাহকরণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০.০০	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে।
৮।	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা।	থানচি উপজেলার ৯নং ওয়ার্ডের প্রাতা পাড়া (বম পাড়া) জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	১৫.১৮	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে।
৯।	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা।	থানচি উপজেলার থানচি সদর ইউনিয়নের ০৭নং ওয়ার্ডের জলু পাড়া, বুলুং ম্রো পাড়া ও নাংরুং পাড়াতে জি.এফ. এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২৫.১৮	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে।
১০।	যাতায়াত	বান্দরবান সদর উপজেলার রেইচা চেক পোস্ট হতে সিনিয়র পাড়া বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা ও সিঁড়ি নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২৫.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

১১।	যাতায়াত	বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান কলেজ অডিটরিয়ামের টাইলসকরণ এবং আসবাবপত্র সরবরাহকরণসহ আনুষংগিক কাজ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২৩.০০	কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও শিক্ষা কর্মসূচী পালনে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১২।	যাতায়াত	বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের পাইমংউ জমি হতে মংমংনু (মংলুং) জমি পর্যন্ত এইচ.বি.বি রাস্তা নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৩০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
১৩।	যাতায়াত	লামা উপজেলার আনন্দ ত্রিপুরা কারবারী পাড়া ও সোহরাব পাড়া যাতায়াতের রাস্তা নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৮৫.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
১৪।	যাতায়াত	লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড এর ছিওরতলী বাজার থেকে মালিচান পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিংকরণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৬৯.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
১৫।	যাতায়াত	আলীকদম উপজেলার জবিরাম ত্রিপুরা পাড়া থেকে মাংগু থোয়াইচিং হেডম্যান পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি.বি করণ।	২০১৮-২০১৯	২০২১-২০২২	৪৫.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
১৬।	যাতায়াত	থানচি উপজেলার থানচি সড়ক হতে নাইন্দারি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৩৫.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
১৭।	যাতায়াত	থানচি উপজেলার ডাকছৈ পাড়া (হেডম্যান পাড়া) অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৪০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
১৮।	শিক্ষা	বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা উচ্চ বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ (২য় তলা)।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৪২.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
১৯।	শিক্ষা	লামা উপজেলার দারুল কাউচার মাদ্রাসা ও এতিমখানা ভবন নির্মাণ।	২০১৯-২০২০	২০২১-২০২২	৪০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
২০।	শিক্ষা	লামা উপজেলার লামা আলীয়া এতিমখানার নতুন ভবন নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৩৫.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২১।	শিক্ষা	আলীকদম উপজেলায় আলীকদম কিন্ডার গার্ডেন ভবন নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৫৭.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২২।	শিক্ষা	আলীকদম উপজেলাস্থ নয়াপাড়া ছিদ্দিকিয়া দাখিল মাদরাসার জন্য শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৩৫.০০	প্রকল্প/স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২৩।	শিক্ষা	আলীকদম উপজেলার কুরুকপাতা জুনিয়র হাইস্কুল নির্মাণ।	২০১৮-২০১৯	২০২১-২০২২	২৫.০৩	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২৪।	শিক্ষা	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বিজিবি স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	১৫.০০	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে বিদ্যালয়ে প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি হয়েছে।
২৫।	শিক্ষা	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার চাকঢালা ঝউঝউচ মডেল হাই স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৩৫.০০	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে বিদ্যালয়ে প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি হয়েছে।
২৬।	শিক্ষা	রুমা উপজেলার ৩নং রেমাক্রি প্রাংসা ইউনিয়নের সুনসং পাড়া স্কুল নির্মাণ।	২০১৮-২০১৯	২০২১-২০২২	৩২.৫০	প্রকল্প/স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২৭।	শিক্ষা	থানচি উপজেলার বলিপাড়া ইউনিয়নের করুণা শিশু সদনের প্রতিষ্ঠানে বাউন্ডারীওয়াল ও ছাত্রীনিবাস নির্মাণ।	২০১৯-২০২০	২০২১-২০২২	৫০.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২৮।	শিক্ষা	থানচি উপজেলার বলিপাড়া বাজার স্কুলের বিজ্ঞানাগার নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৪০.০০	প্রকল্প/স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ের গবেষণা কার্যক্রম চর্চা ব্যবস্থার সুবিধা বৃদ্ধি হয়েছে।
২৯।	শিক্ষা	রোয়াংছড়ি উপজেলার কচ্ছপতলী স্কুলের ছাত্রী নিবাস নির্মাণ।	২০১৮-২০১৯	২০২১-২০২২	৩২.৮৫	ভবনটি নির্মাণের ফলে ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৩০।	শিক্ষা	রোয়াংছড়ি উপজেলার বেক্ষ্যং স্কুলের ভবন নির্মাণ (২য় তলা)।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৩৫.১২	প্রকল্প/স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩১।	শিক্ষা	বান্দরবান সদর উপজেলার বীর বাহাদুর স্কুল এন্ড কলেজের জন্য মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২১-২০২২	২০.০০	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রযুক্তির শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৩২।	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	বান্দরবান সদর উপজেলার স্বরলিপি শিল্পী গোষ্ঠীচর ভবন উদ্ধমুখীকরণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৩৩.৪৬	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ বৃদ্ধি হয়েছে।
৩৩।	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার ২নং কুহালং ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বাকীছড়া লামার পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০১৮-২০১৯	২০২১-২০২২	৩২.৫০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছ।
৩৪।	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের বঙ্গাপাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করণ।	২০১৯-২০২০	২০২১-২০২২	৩৩.২০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৩৫।	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার ক্যাচিং পাড়া মারমা শ্মশানে বাউন্ডারী ওয়াল, সিঁড়ি ও চেরাংঘর নির্মাণ।	২০১৯-২০২০	২০২১-২০২২	৫০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৩৬।	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার ভাঙ্গামুড়া মুসলিম পাড়া মসজিদ নির্মাণ।	২০১৯-২০২০	২০২১-২০২২	৩৩.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৩৭।	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার শামুক ঝিড়ি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০১৯-২০২০	২০২১-২০২২	৩০.২৭	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৩৮।	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার ছাউপাড়া বৌদ্ধ বিহারের বারান্দা সম্প্রসারণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৩৯।	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার ডলু পাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৪২.৯৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪০।	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের সুলতাপুর মাদ্রাসা নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৩২.৭৭	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪১।	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার ম্রো আবাসিক স্কুলের অডিটরিয়াম নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৪০.২৭	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪২।	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার রেইচা মসজিদ নির্মাণ(২য় তলা)।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৫৭.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪৩।	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের ভাঙ্গামুড়া পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৬৮.৯৫	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৪৪।	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার উজানী পাড়া বৌদ্ধ বিহারে পালিটোল ভবন নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	১০০.২৫	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪৫।	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলা ইউনিয়নের থংজমা পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৪৩.১৫	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪৬।	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার টিটিসি জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৪৫.৯৪	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪৭।	সমাজ কল্যাণ	লামা উপজেলার গুলিস্তান বাজার সমিতির অফিস ঘর নির্মাণ।	২০১৭-২০১৮	২০২১-২০২২	২৫.৮০	সমিতির কার্যাবলিসমূহ সম্পাদনের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।
৪৮।	সমাজ কল্যাণ	রুমা উপজেলার মুননুয়াম পাড়া প্রেসবেটারিয়ান চার্চ গীর্জা নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৪০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪৯।	সমাজ কল্যাণ	রুমা উপজেলার মুনলাই পাড়ায় ই.সি.সি উপাসনালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২১.৮০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৫০।	সমাজ কল্যাণ	থানচি উপজেলার থানচি সদরে হিন্দু মন্দির নির্মাণ।	২০১৯-২০২০	২০২১-২০২২	২৫.২৫	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৫১।	সমাজ কল্যাণ	রোয়াংছড়ি উপজেলার বনছায়া জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০১৯-২০২০	২০২১-২০২২	৩০.২৫	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৫২।	সমাজ কল্যাণ	রোয়াংছড়ি উপজেলার পাগলাছড়া পাড়ার পালিটোল ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৫৩।	সমাজ কল্যাণ	রোয়াংছড়ি উপজেলার বটতলী পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৪০.২৩	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৫৪।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার হিলটপ রেস্ট হাউজে কটেজ নির্মাণ।	২০১৮-২০১৯	২০২১-২০২২	৯২.০০	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আবাসন ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫৫।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার চিম্বুক রাস্তার বিভিন্ন স্থানে যাত্রী ছাউনী কাম বিশ্রামাগার নির্মাণ।	২০১৮-২০১৯	২০২১-২০২২	৫০.০০	প্রকল্প/স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে পর্যটকদের বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫৬।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার কালাঘাটা শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির নির্মাণ।	২০১৮-২০১৯	২০২১-২০২২	২১.৮৪	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৫৭।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার ক্রাউ আমতলী পাড়া বৌদ্ধ বিহারে ডাইনিং হলসহ আনুষাংগিক কাজ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২৫.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৫৮।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান বাজারে নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৩৫.০০	বান্দরবান বাজারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫৯।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদরে শিশু পার্কের সামনে ড্রেইনসহ আনুসাঙ্গিক কাজ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০.০০	শিশুদের চিত্তবিনোদনের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৬০।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা ইউনিয়নের রাজবিলা মুসলিম পাড়া মসজিদের ওযুখানা ও টয়লেট নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২৫.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৬১।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার টাইগার পাড়া বৌদ্ধ বিহারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২৫.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৬২।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার দাঁতভাঙ্গা পাড়া বৌদ্ধ বিহারের টাইলসকরণসহ আনুষংগিক কাজ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	১৫.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৬৩।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার ভরাখালীতে ব্রীজের পার্শ্বে সিঁড়ি নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	১০.১৫	যাতায়াতের ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৪।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার ম্রো আবাসিক স্কুলের মাঠ উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৪০.২৫	মো আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলা ও মনবিকাশের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৫।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার বীর বাহাদুর স্কুল এন্ড কলেজের যাত্রী ছাউনী নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	১০.১৮	শিক্ষার্থীদের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৬।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার লেমুঝিড়ি সাধনা বন কুটিরে উপরে উঠার জন্য আর.সি.সি সিঁড়ি ও রাস্তা নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২৫.১৫	যাতায়াতের সহজতর হয়েছে।
৬৭।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার সুলতানপুর মসজিদে টাইলসকরণসহ আনুষংগিক কাজ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২২.৯৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৬৮।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর থানার পিছনে সিঁড়ি নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০.০০	যাতায়াতের সহজতর হয়েছে।
৬৯।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদরে প্রেস ক্লাবের ভবন সংস্কার।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২৮.৬৮	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।

৭০।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার মারমা শ্মশানে ধারক দেওয়ালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৫০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৭১।	ভৌত অবকাঠামো	লামা উপজেলার কুমারী মসজিদের বারান্দা নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২৮.৪৭	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৭২।	ভৌত অবকাঠামো	লামা উপজেলার লাইনঝিড়ি মাদ্রাসা সংলগ্ন কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২৩.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৭৩।	ভৌত অবকাঠামো	লামা উপজেলায় ছাগল খাইয়া জামে মসজিদের টাইলস ও আনুষংগিক কাজ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২৫.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৭৪।	ভৌত অবকাঠামো	লামা উপজেলার শিলেরতুয়া মার্মা পাড়ার পুরাতন বৌদ্ধ বিহার ও শ্মশানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৭৫।	ভৌত অবকাঠামো	লামা উপজেলার চেয়ারম্যান পাড়া কাটা পাড়ায় জামে মসজিদের বারান্দা, অযুখানা ও ড্রেন নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৩০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৭৬।	ভৌত অবকাঠামো	আলীকদম উপজেলার ২নং চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের রেপারপাড়ী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের বারান্দা নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৪৪.৫৬	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৭৭।	ভৌত অবকাঠামো	আলীকদম উপজেলার নয়াপাড়া মসজিদের বারান্দা, অযুখানা এবং বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২৮.৬০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৭৮।	ভৌত অবকাঠামো	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের ছাদোঅং পাড়া বৌদ্ধ বিহার ভাঙ্গন রক্ষার্থে ধারক দেওয়াল নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৭৯।	ভৌত অবকাঠামো	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার দোছড়ি ইউনিয়নে ধান হতে চাউল বের করার মেশিন স্থাপন।	২০১৯-২০২০	২০২১-২০২২	১৫.০০	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৮০।	ভৌত অবকাঠামো	থানচি উপজেলার বলিপাড়া মুসলিম পাড়া মসজিদের বাউন্ডারী ওয়াল, গেইট ও ওযুখানা নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	৩০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৮১।	ভৌত অবকাঠামো	থানচি বলিপাড়া নিবেদিতা মিশনের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	২০১৯-২০২০	২০২১-২০২২	৩০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৮২।	ভৌত অবকাঠামো	রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরে অফিসার্স ক্লাব ভবন নির্মাণ।	২০১৮-২০১৯	২০২১-২০২২	৩২.৫০	সভায় আলোচনা এবং পর্যালোচনা ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৮৩।	ভৌত অবকাঠামো	রোয়াংছড়ি উপজেলা কাইন্তারমুখ বৌদ্ধ বিহারের সম্প্রসারণ সহ টয়লেট ও গোসলখানা নির্মাণ।	২০১৮-২০১৯	২০২১-২০২২	৩২.৫০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৮৪।	ভৌত অবকাঠামো	রোয়াংছড়ি উপজেলার মুরুংগো বাজারের পাশে আলেক্ষং পাড়া যাত্রী ছাউনী নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	১০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৮৫।	ভৌত অবকাঠামো	রোয়াংছড়ি উপজেলার লিরাগাঁও বাজার হতে তারাছা খালে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৮৬।	ভৌত অবকাঠামো	রোয়াংছড়ি উপজেলার কচ্ছপতলী বম হেডম্যান পাড়া গীর্জায় উঠার সিঁড়ি নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	১৬.৩০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৮৭।	ভৌত অবকাঠামো	রোয়াংছড়ি উপজেলার বেতছড়া হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০.১৮	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৮৮।	ভৌত অবকাঠামো	রোয়াংছড়ি উপজেলার রোয়াংছড়ি বৌদ্ধ বিহারের টয়লেটসহ আনুষংগিক কাজ।	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	১০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৮৯।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার লালমোহন বাগান ক্লাবে কম্পিউটার সরবরাহকরণ।	২০২১-২০২২	২০২১-২০২২	৫.০০	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি হয়েছে।
৯০।	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার ৩১৯নং রাজবিলা মৌজাধীন রেনী পাড়া বৌদ্ধ বিহারের উঠানামার সিঁড়ি নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২১-২০২২	১৭.২৪	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
		মোট=			**২৮৬৮.৯৩**	

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় খাতভিত্তিক প্রকল্প/স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১।	যোগাযোগ	৩১টি	৫টি	৩৬টি	১৩টি	-	১৩টি	৩৩৬৩.২৪	৩৫১৩.২৪	৩৫১৩.২৩	১০০%	১০০%
২।	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	-	১টি	১টি	-	-	-	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০০%	১০০%
৩।	শিক্ষা	৪টি	২টি	৬টি	-	-	-	২৩৪.০০	৩০৯.০০	৩০৯.০০	১০০%	১০০%
৪।	ভৌত অবকাঠামো ও পানীয় জল	৬টি	৭টি	১৩টি	১টি	-	১টি	৩৯২.৭৬	৩৬৭.৭৬	৩৬৭.৭৫	১০০%	১০০%
	মোট=	**৪১টি**	**১৫টি**	**৫৬টি**	**১৪টি**	**-**	**১৪টি**	**৪০০০.০০**	**৪২০০.০০**	**৪১৯৯.৯৮**	**১০০%**	**১০০%**

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় খাতভিত্তিক সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
১।	যোগাযোগ	রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে কাইন্তারমুখ পর্যন্ত ৭.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ।	২০১১	২০২২	১০২৯.৪৫	রাস্তাটি নির্মাণের ফলে জেলা ও উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সর্বোপরি এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে।
২।	যোগাযোগ	চিউপতলী থেকে গরুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (১০.০০ কিঃমিঃ)	২০১১	২০২২	১০০০.০০	ঐ
৩।	যোগাযোগ	লামা রূপসীপাড়া সড়ক হতে ম্যারাখোলা হয়ে ছোট বমু পাড়া পর্যন্ত ৬.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ।	২০১১	২০২২	৭২০.০০	ঐ
৪।	যোগাযোগ	রুমা-মুন্নমপাড়া সড়ক হতে নিয়াংখ্যাংপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৪.৫০ কি:মি.)	২০১৪	২০২২	৪০০.০০	ঐ
৫।	যোগাযোগ	বান্দরবান সদর উপজেলার ০২নং কুহালং ইউনিয়নের বান্দরবান-চন্দ্রঘোনা সড়কের ভাঙ্গা ব্রিজ হতে বটতলী পাড়া হয়ে বাকীছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ (৪.০০ কিঃমিঃ)।	২০১৭	২০২২	৫৫০.০০	ঐ
৬।	যোগাযোগ	আলীকদম উপজেলার তৈন কলার ঝিড়িহতে মংচা পাড়া হয়ে রোয়াম্ভু পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (৩.০০ কিঃমিঃ)।	২০১৭	২০২২	২৫০.০০	ঐ
৭।	যোগাযোগ	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার চাকঢালা থেকে মেহেরপুর পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি.বি করণ (৩.০০ কিঃমিঃ)।	২০১৭	২০২২	২৫০.০০	ঐ
৮।	যোগাযোগ	বান্দরবান সদর উপজেলার ০১নং রাজবিলা ইউনিয়নের উদালবনিয়া হতে থংজমা পাড়া যাওয়ার রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ (৩.০০ কিঃমি)।	২০১৭	২০২২	৪০০.০০	ঐ
৯।	যোগাযোগ	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার আশারতলী হতে প্রধানঝিড়ি হয়ে জামছড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০১৭	২০২২	৩৮০.০০	ঐ
১০।	যোগাযোগ	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের হামিদিয়া পাড়া হইতে নিকুছড়ি যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ (৪.০০ কিঃমিঃ)।	২০১৮	২০২২	৩০০.০০	ঐ
১১।	যোগাযোগ	থানচি উপজেলার ৩নং থানচি সদর ইউনিয়নের ছাংদাক পাড়া নির্মাণাধীন ব্রিজ হতে জিনিঅং পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৩.০০ কিঃমিঃ)।	২০১৮	২০২২	২৫০.০০	ঐ
১২।	যোগাযোগ	লামা উপজেলার ফাইতং হেডম্যান পাড়া হইতে রোয়াজা পাড়া হয়ে কারিয়াং পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৪.০০ কিঃমিঃ)।	২০১৮	২০২২	৩০০.০০	ঐ

১৩।	যোগাযোগ	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার করণ।	২০১৯	২০২২	৪৫০.০০	ঐ
১৪।	ভৌত অবকাঠামো ও পানীয় জল	লামা উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রেষ্ট হাউজ কাম অফিস ভবন নির্মাণ।	২০১৮	২০২২	১৫০.০০	প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
		মোট=			**৬৪২৯.৪৫**	

৩.৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২২১০০১১০০ নম্বর কোড এর আওতায় গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

প্রকল্প/স্কিমের নাম : রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নের কলূক্ষ্যং পাড়াতে জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ।

প্রত্যন্ত কলূক্ষ্যং পাড়ায় পানির সংকট নিরসনের লক্ষ্যে এবং স্থানীয় জনসাধারণের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত কলূক্ষ্যং পাড়াতে পানীয় জলের সংকট নিরসন হয়েছে। উপকারভোগী সংখ্যা ১৮০ জন।

উপকারভোগীর মতামত : প্রকল্প/স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় পানীয় জলে সংকট নিরসন হয়েছে।



রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নের কলূক্ষ্যং পাড়াতে জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ

প্রকল্প/স্কিমের নাম : থানচি উপজেলার বলিপাড়া বাজার স্কুলের বিজ্ঞানাগার নির্মাণ।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দুর্গম এলাকায় বসবাসরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়ের বিজ্ঞাচর্চার সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা। দূর্গম থানচি উপজেলার বলিপাড়া বাজার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগার নির্মাণের ফলে বিজ্ঞান বিষয়ের পড়ালেখা ও গবেষণাচর্চা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকারভোগী সংখ্যাঃ ৪৫০ জন। উপকারভোগী মতামত: বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।



থানচি উপজেলার বলিপাড়া বাজার স্কুলের বিজ্ঞানাগার নির্মাণ

৩.৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের -২২১০০০৯০০ নম্বর কোড এর আওতায় গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

প্রকল্পের নাম : বান্দরবান সদর উপজেলার ০২নং কুহালং ইউনিয়নের বান্দরবান-চন্দ্রঘোনা সড়কের ভাঙ্গা ব্রিজ হতে বটতলী পাড়া হয়ে বাকীছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বাকীছড়া বটতলী পাড়া হয়ে বাকীছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় পশ্চৎপদ জনগোষ্ঠির কাছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সেবা সহজে পৌঁছে যাচ্ছে। উপকারভোগীদের সংখ্যা ২০০০ জন।

উপকারভোগী মতামত : রাস্তাটি নির্মিত হওয়ায় কুহালং ইউনিয়নের বাকীছড়া বটতলী পাড়া, বাকীছড়া মাঝের পাড়া, বাকীছড়া লামার পাড়া এবং তংক্ষ্যং পাড়া এলাকার জনগণ সহজে উপজেলা সদরে যাতায়াত করতে পারছে। এজন্য উপকারভোগীদের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিকট চিরকৃতজ্ঞ।



বান্দরবান-চন্দ্রঘোনা সড়কের ভাঙ্গা ব্রীজ হতে বটতলী পাড়া হয়ে বাকীছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বান্দরবান মহোদয়। (তারিখ: ০৮/১২/২০২১)

প্রকল্পের নাম : লামা রূপসীপাড়া সড়ক হতে ম্যারাখোলা হয়ে ছোট বমু পাড়া পর্যন্ত রাস্তা **ও ব্রিজ** নির্মাণ।

দুর্গম পশ্চাৎপদ এলাকার সাথে ইউনিয়ন সদরের যোগাযোগ স্থাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নয়ন, স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ এবং এলাকার স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে লামা উপজেলার সদরে সদরে সাথে সরসরি যোগযোগ স্থাপিত হয়েছে। উপকারভোগী সংখ্যা ৩০০০ জন।

উপকারভোগী মতামত : বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে আমাদের এলাকার লোকজনকে কম সময়ের উপজেলার সদরে যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা অতি তাড়াতাড়ি স্কুলে যাতায়াত করতে পারছে এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহজ হচ্ছে।



রূপসী পাড়া হতে ম্যারাখোলা সড়কে পোপা খালের উপর আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান। (তারিখ: ১২/০৬/২০২২)

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

২০২১-২২ অর্থ বছরের কোড নং- ২২১০০১১০০ ও কোড নং- ২২১০০০৯০০ এর আওতায় খাতভিত্তিক প্রকল্প/স্কিমের বিবরণ :

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং- ২২১০০১১০০) ২০২১-২০২২ এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্র: নং	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
০১	কৃষি	০৯টি	০১টি	১০টি	০৫টি	-	০৫টি	১১৬.৭৫	৯০.৫৭	৯০.৫৭	১০০%	১০০%
০২	যাতায়াত	৫৩টি	৪৮টি	১০১টি	২৫টি	-	২৫টি	৮২১.৫২	১০৮৭.৮৯	১০৮৭.৮৯	১০০%	১০০%
০৩	শিক্ষা	১৫টি	১৬টি	৩১টি	৮টি	-	০৮টি	২১০.৮৯	২২৪.৮১	২২৪.৮১	১০০%	১০০%
০৪	ক্রিড়া ও সংস্কৃতি	০১টি	-	০১টি	০১টি	-	০১টি	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	১০০%	১০০%
০৫	সমাজ কল্যাণ	৪৬টি	৪৫টি	৯১টি	১৯টি	১টি	২০টি	৮৫২.৪৭	৭১৮.২৮	৭১৮.২৮	১০০%	১০০%
০৬	ভৌত অবকাঠামো	৩১টি	৩১টি	৬১টি	১৭টি	-	১৭টি	৬৪১.৮৭	৫৬৮.৮৯	৫৬৮.৮৯	১০০%	১০০%
	মোট=	১৪৯টি	১৪১টি	২৯৫টি	৭৫টি	১টি	৭৬টি	২৬৫০.০০	২৬৯৬.৯৪	২৬৯৬.৯৪		

৩.৮ ২০২১-২২ অর্থ বছরের কোড নং ২২১০০১১০০ এবং কোড নং- ২২১০০০৯০০ এর আওতায় খাতভিত্তিক সমাপ্তকৃত প্রকল্প /স্কিমের বিবরণ :

কোড নং-২২১০০১১০০

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
১.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	খাগড়াছড়ি সদরস্থ কমলছড়ি ইউনিয়নের ০৩নং ওয়ার্ডে চিরজীবন চাকমার বাড়ী হইতে কাজই কার্বারী বাড়ি পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মাণ।	২০২০	২০২২	১২.০০	কৃষি কাজের সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	লক্ষীছড়ি উপজেলার বাইন্যাছোলা বিল হতে ধুরুং নদী পর্যন্ত পাকা সেচ ড্রেইন নির্মাণ।	২০২০	২০২২	১৫.০০	কৃষি কাজের সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	মহালছড়ি উপজেলায় অজিত কুমার খীসার জমির উপর কৃষিবাঁধ এর মাধ্যমে পানি সংরক্ষণকরণ।	২০২০	২০২২	৩০.০০	কৃষি কাজের সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	রামগড় সুলতানের বাড়ী হতে গচ্ছা পাতর এলাকা পর্যন্ত সেচ ড্রেন নির্মাণ।	২০২০	২০২২	১৫.০০	কৃষি কাজের সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
৫.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদরে ৫নং ভাইবোনছড়া ইউনিয়নে ৭নং ওয়ার্ডে ৪নং নলছড়া গ্রামের প্রশান্ত চাকমার বাড়ি থেকে টিগিনি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদরে সবুজবাগ এলাকায় মুজিবুর রহমান ও আবু তাহের পাশে পাকা রাস্তা হতে পুর্ব দিকে রমিজের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২০.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ৬নং পৌর ওয়ার্ডস্থ মাষ্টারটিলা মৃত মো: নুর ইসলাম মাষ্টারের বাড়ি হতে জেলা পরিষদ অফিসার্স কোয়ার্টার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.৭৭	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ মধুপুর হীরক চাকমার বাড়ি হতে রুপান্তর চাকমার বাড়ি পর্যন্ত নালাসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৮.৬৪	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ০৮নং পৌর ওয়ার্ডে রুখই চৌধুরী পাড়ার মরহুম আলহাজ লতিফ চৌধুরী বাড়ী হতে তপবন জুয়েলার্স এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.৭৪	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১০.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি ০২নং ওয়ার্ড পৌর এলাকায় কুমিল্লাটিলা আনসার ক্যাম্প সংলগ্ন রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	৩০.৯২	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১১.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি ০২নং ওয়ার্ডস্থ সবুজবাগ এলাকায় মোঃ সেলিমের বাড়ি হতে মোঃ খোকা বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	৩০.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১২.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার অন্তর্গত বর্ণাল মগ পাড়া ও খ্রীস্টান পাড়ার যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৩.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাস্থ স্বপ্ন মোহন কার্বারী পাড়া হতে ফুটবিল পাড়ার রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৪.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা কমলছড়ি মুখ গ্রামের দুর্গামোহন কার্বারী বাড়ি হতে বিজয় চাকমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.৭৭	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৫.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন দীঘিনালা সড়কের আড়াই মাইল বরণ ত্রিপুরা দোকান হতে বড় পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	৩০.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
১৬.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার চম্পাঘাট হতে সুদুঅং মেম্বার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৭.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন নুনছড়ি মাষ্টার পাড়া সওজ রাস্তা হইতে মনচন্দ্র চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৮.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ভাইবোনছড়া রাবার বাগান ৮নং প্রকল্প গ্রামের রিগ্যা মারমার বাড়ী হতে মংমং মারমা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২০.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৯.	যাতায়াত	ভাইবোনছড়া রবিধন পাড়া হতে পানছড়ি সওজ রাস্তা নির্মাণ।	২০১৮	২০২২	৫২.০৫	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২০.	যাতায়াত	দীঘিনালা মেরম্নং ইউনিয়নের ছোট মেরম্নং বাজার হইতে ছোবাহানপুর আর এ স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৯	২০২২	৩০.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২১.	যাতায়াত	দীঘিনালা মেরম্নং ইউনিয়নের বেতছড়ি সড়ক ও জনপথ রাস্তা হইতে আকবর লিডার পাড়া হইয়া গণি পিসির দোকান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০১৯	২০২২	৩৩.৯১	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২২.	যাতায়াত	দীঘিনালা মেরম্ন ইউনিয়নের অনাথ আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয় হইতে দেলোয়ারের বাড়ী হইয়া রেজাউল মেম্বারের দোকান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৯	২০২২	২৮.২৬	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৩.	যাতায়াত	দীঘিনালা উপজেলার বড়াদম গ্রাম হইতে প্রভাত পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৯	২০২২	৩৯.৫৭	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৪.	যাতায়াত	দীঘিনালা মেরম্নং ইউনিয়নের বেতছড়ি পূর্ব পাড়া রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২০.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৫.	যাতায়াত	দীঘিনালা মেরম্নং ইউনিয়নের কাউন্সিল অফিস হতে গুলছড়ি ত্রিপুরা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২০.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৬.	যাতায়াত	দীঘিনালা-লংগদু সড়কস্থ বগাপাড়া ছোট কাংড়াখিয়া গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৭.	যাতায়াত	দিঘীনালা উপজেলাধীন ধন্যারাম ছড়ায় বক্স কালভার্টসহ রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	৪৫.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৮.	যাতায়াত	লক্ষীছড়ি উপজেলাধীন বাইন্যাশোলা উন্নয়ন বোর্ড রাস্তা হতে পাড়া কেন্দ্র হয়ে ডিপি আলি মিয়া মাতব্বর পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৯.	যাতায়াত	মহালছড়ি বাইন্দাছড়ি খাল থেকে রাধামন	২০২০	২০২২	২৫.০০	যাতায়াতের সুযোগ

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
৩০.	যাতায়াত	বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। মহালছড়ি এপিবিএন কলেজের সংযোগ রাস্তা নির্মাণ।	২০১৮	২০২২	৫৭.৪৫	সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩১.	যাতায়াত	মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তবলছড়ি তাইন্দং রাস্তা হতে দেওয়ান পাড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে দেওয়ান বাড়ী বিজিবি ক্যাম্প হয়ে অম্রকানন বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	৩৫.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩২.	যাতায়াত	মাটিরাঙ্গা উপজেলার কাজীপাড়া ৩নং ওয়ার্ড রাজুর বাড়ী হইতে মালেক মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২০.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৩.	যাতায়াত	মাটিরাংগা ৪নং গোমতি ইউনিয়নে ম্যাজিষ্ট্রেট সাধনা ত্রিপুরার বাড়ি হইতে বিরেন্দ্র রাখাল ত্রিপুরা বাড়ী হইয়া সারদা ত্রিপুরার পুরাতন বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৮.৩৯	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৪.	যাতায়াত	মাটিরাংগা উপজেলাধীন বাইল্যাছড়িস্থ কইতড়ছড়া হতে শ্বাশত বাংলো পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২০.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৫.	যাতায়াত	মাটিরাংগা উপজেলাধীন ডাকবাংলো হতে তৈলাফাং বড়পাড়া যাওয়ার রাস্তায় প্রতিরোধক কাজসহ রাস্তা সংস্কার।	২০২০	২০২২	৬০.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৬.	যাতায়াত	গুইমারা উপজেলাধীন সিন্দুকছড়ি জোনের অভ্যমত্মরীন রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	৩১.৪৯	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৭.	শিক্ষা	খাগড়াছড়ি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ এর পরিবর্তে খাগড়াছড়ি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।	২০১৯	২০২২	২৮.৬৯	ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৮.	শিক্ষা	খাগড়াছড়ি সদরে হাদুকপাড়া তঙহাম ছাত্রাবাস নির্মাণ।	২০১৯	২০২২	২৮.৬৯	ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৯.	শিক্ষা	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার আপ্রশি চেয়ারম্যান পাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.০০	শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪০.	শিক্ষা	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় বায়তুল আমান ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২০.০০	শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪১.	শিক্ষা	দীঘিনালা উপজেলাধীন মুকুন্দ নিলীমা ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের হোস্টেল ভবন	২০২০	২০২২	২৭.২০	শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
		নির্মাণ।				
৪২.	শিক্ষা	দীঘিনালা উপজেলাধীন নয় মাইল ত্রিপুরা পাড়া নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় এর পাঠাগারের জন্য ভবন নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.০০	শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৩.	শিক্ষা	গুইমারা উপজেলাধীন দেওয়ান পাড়া জেএসএন আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	২০২০	২০২২	৬১.৪০	শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৪.	সমাজকল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদরে ভাইবোনছড়ায় ছোটবাড়ী পাড়ায় লক্ষী নারায়ন মন্দির নির্মাণ।	২০১৯	২০২২	২৮.৪৫	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৫.	সমাজকল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদরে লক্ষী নারায়ন মন্দির ভবন নির্মাণ।	২০২০	২০২২	৩৫.০০	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৬.	সমাজকল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদরে ধর্মঘর শ্মশান উন্নয়ন।	২০২০	২০২২	৩৫.০০	সুমাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৭.	সমাজকল্যাণ	খাগড়াছড়ি বিভিন্ন উপজেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহকরণ।	২০২০	২০২২	২০.০০	লেখাপড়ার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৮.	সমাজকল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ২নং পৌরওয়ার্ডে কুমিল্লাটিলা আর্তমানব মাজেমা হক হেফজ ও এতিমখানার ৩য় তলা ভবন নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.০০	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৯.	সমাজকল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন উত্তর গঞ্জপাড়া জামে মসজিদ ভবণ নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.০০	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫০.	সমাজকল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদরে পান খাইয়া পাড়া মারমা যুব সংসদ অফিস ভবন উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।	২০২০	২০২২	২৫.৭৭	সুমাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫১.	সমাজকল্যাণ	দীঘিনালা মেরম্নং ইউনিয়নের মধ্য বোয়ালখালী বায়তুন্নুর জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০১৯	২০২২	২৩.৮৬	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫২.	সমাজকল্যাণ	দীঘিনালা মেরম্নং ইউনিয়নের ছোট মেরম্নং ৩নং কলোনী জামে মসজিদ নির্মাণ	২০১৯	২০২২	২৮.৪৪	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫৩.	সমাজকল্যাণ	মাটিরাংগা উপজেলাধীন ১০ নং ইসলামপুর জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ ও অযুখানা নির্মাণ।	২০১৯	২০২২	২২.৬১	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫৪.	সমাজকল্যাণ	মাটিরাঙ্গা পৌরসভা ৪নং ওয়ার্ডের রমিজ কেরানী পাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.০০	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
৫৫.	সমাজকল্যাণ	মাটিরাংগা উপজেলাধীন তৈলাফাং যামিনী চেয়ারম্যান পাড়ায় শ্রী শ্রী কালি মন্দিরের ধারক দেওয়ালসহ মূল মন্দিরের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।	২০২০	২০২২	৫০.২০	ধর্মীয় নিরাপত্তা সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫৬.	সমাজকল্যাণ	মাটিরাংগা উপজেলার চন্দ্র কার্বারী পাড়া শ্রী শ্রী কালি মন্দির নির্মান।	২০২০	২০২২	২৫.৭৪	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫৭.	সমাজকল্যাণ	মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন রামশিরা মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০	২০২২	৩০.৯৯	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫৮.	সমাজকল্যাণ	মাটিরাংগা উপজেলাধীন ২নং তবলছড়ি ইউনিয়নে অন্তর্গত ১নং ওয়ার্ডে তুলাতলী জামে মসজিদ নির্মান।	২০২০	২০২২	২০.৭৩	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫৯.	সমাজকল্যাণ	মাটিরাংগা উপজেলাধীন তৈলাফাং বড় পাড়ায় রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।	২০২০	২০২২	৪০.০০	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬০.	সমাজকল্যাণ	গুইমারা উপজেলায় সাধনা সিদ্ধি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২০.৯৩	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬১.	সমাজকল্যাণ	রামগড় উপজেলাধীন দক্ষিণ দাতারাম পাড়া সওজ রাস্তার পাশে নাকাপা বাজারস্থ মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০১৯	২০২২	১৫.০০	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬২.	সমাজকল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদরে শামিম্ম নগর এলাকায় মগদেশ্বরী মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২১	২০২২	৭.০০	ধর্মীয় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৩.	ভৌতঅবকাঠামো	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আবাসিক এলাকার পেছনে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।	২০১৯	২০২২	৩৪.১২	এলাকাবাসীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৪.	ভৌতঅবকাঠামো	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিসের জন্য সাবস্টেশনের ভবন নির্মাণ।	২০১৯	২০২২	৮৭.৭০	বৈদ্যুতিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৫.	ভৌতঅবকাঠামো	খাগড়াছড়ি সদরে ৫নং ভাইবোনছড়া ইউনিয়নে ৭নং ওয়ার্ডে ৪নং নলছড়া দশবল বৌদ্ধ বিহারের গেইটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০২০	২০২২	১৫.০০	ধর্মীয় নিরাপত্তা সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৬.	ভৌতঅবকাঠামো	খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিসে অফিসার্স ভবন নির্মাণ।	২০২০	২০২২	৪০.৭৫	দাপ্তরিক কাজের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৭.	ভৌতঅবকাঠা	খাগড়াছড়ি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রেস্ট	২০২০	২০২২	১৫.৬৮	আবাসন নিরাপত্তা

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ		
	মো	হাউজের বাউন্ডারী ওয়াল উন্নয়ন।				বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৮.	ভৌতঅবকাঠামো	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ২নং কমলছড়ি ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে ধর্মজ্যোতি চাকমা গং হইতে সরকারী রাস্তা পর্যন্ত ভাঙ্গন রোধে ধারক দেওয়াল নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২০.০০	যাতায়াতের নিরাপত্তা সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬৯.	ভৌতঅবকাঠামো	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাস্থ স্বপ্ন মোহন কার্বারী পাড়া শ্মশান শেড নির্মাণ।	২০২০	২০২২	১৫.০০	সুমাজিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭০.	ভৌতঅবকাঠামো	খাগড়াছড়ি সদরের কুমিলস্নাটিলা সড়ক হতে কে.আই.আই স্কুল পর্যসত্ম রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২০.৬১	যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭১.	ভৌতঅবকাঠামো	খাগড়াছড়ি সদরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রেষ্ট হাউজের ভিআইপি কক্ষ সংস্কার।	২০২০	২০২২	১২.৯৩	আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭২.	ভৌতঅবকাঠামো	খাগড়াছড়ি সদরে মহালছড়া এলাকায় ব্রীজের এপ্রোচ রক্ষার্থে ধারক দেওয়াল নির্মাণ।	২০২০	২০২২	২৫.০০	যাতায়াতের নিরাপত্তা সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭৩.	ভৌতঅবকাঠামো	গুইমারা উপজেলায় ৩নং হাফছড়ি ইউনিয়নে তৈকর্মাপাড়া শশ্মান উন্নয়ন।	২০২০	২০২২	৭.০০	সামাজিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭৪.	ভৌতঅবকাঠামো	মানিকছড়ি উপজেলাধীন তিনটহরী গুচ্ছগ্রাম ২নং টিলা মাদানী জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০২০	২০২২	১৬.৩১	ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭৫.	ভৌতঅবকাঠামো	রামগড় উপজেলাধীন কালাডেবা ত্রিপুরা শ্মশানের শেড ও সিঁড়ি নির্মান।	২০২০	২০২২	২০.০০	সামাজিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭৬.	ভৌতঅবকাঠামো	রামগড় উপজেলাধীন গর্জনতলী সন্দ্বীপ টিলা শিবমন্দির রক্ষার্থে ধারক দেওয়াল নির্মাণ।	২০২০	২০২২	১৫.০০	ধর্মীয় নিরাপত্তা সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং- ২২১০০০৯০০) ২০২১-২০২২ এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্র: নং	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত প্রকল্প/ স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
০১	যাতায়াত	২১টি	১২টি	৩৩টি	১৪টি	-	১৪টি	২৫২৬.১৩	২৫৭৬.১৩	২৫৭৪.৯৫	৯৯.৯৫ %	১০০%
০২	শিক্ষা	০২টি	-	০২টি	২টি	-	২টি	১২৭.০০	১২৭.০০	১২৬.৯৩	৯৯.৯৪ %	১০০%
০৩	পানীয়জল	০১টি	০১টি	০২টি	০১টি	-	০১টি	৭৯.০০	৭৯.০০	৭৮.৮৬	৯৯.৮২ %	১০০%

০৪	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	১১টি	০২টি	১৩টি	০৪টি	-	০৪টি	১০৬৭.৮৭	১০৬৭.৮৭	১০৬৭.৪১	৯৯.৯৫ %	১০০%
	মোট=	৩৫টি	১৫টি	৫০টি	২১টি	-	২১টি	৩৮০০.০০	৩৮৫০.০০	৩৮৪৮.১৫		

কোড নং-২২১০০০৯০০

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাসত্মবায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরম্ন	শেষ		
১.	যাতায়াত	ছোটমেরম্নং ৬নং মুক্তরঞ্জন চাকমার দোকান হতে বুদ্ধংছড়া নোয়ারাম ত্রিপুরা পাড়া পর্যন্ত ১০.০০ কি.মি.রাস্তা নির্মাণ।	২০১৪	২০২২	৮০০.০০	প্রকল্পটি বাসত্মবায়নের ফলে দীঘিনালা উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে।
২.	যাতায়াত	মানিকছড়ি কুমারী বড়টিলা হতে রাঙ্গাপানি সেতু পর্যন্ত ৮.০০ কি.মি.রাস্তা নির্মাণ।	২০১৬	২০২২	৫০০.০০	প্রকল্পটি বাসত্মাবায়নের ফলে মানিকছড়ি উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে।
৩.	যাতায়াত	গুইমারা উপজেলার মুসলিম পাড়া হতে কুবিন্দ্র পাড়া (পিলাক) পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি.রাস্তাসহ ব্রিজ নির্মাণ।	২০১৬	২০২২	৩০০.০০	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গুইমারা উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে।

৪.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ইটছড়ি মুখ বোধিসত্ত্ব দোকান হতে মধ্যম পাড়া হয়ে কুদুকছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি.রাস্তা নির্মাণ।	২০১৬	২০২২	৩০০.০০	প্রকল্পটি বাসত্মবায়নের ফলে খাগড়াছড়ি সদরের সাথে বিভিন্ন উপজেলায় যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে।
৫.	যাতায়াত	মাটিরাঙ্গা উপজেলার বাইল্যাছড়ি নগেন নারায়ন এর পুরাতন বাড়ী হতে জরিচন্দ্র পাড়া পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি.রাস্তা নির্মাণ।	২০১৬	২০২২	৩০০.০০	প্রকল্পটি বাসত্মবায়নের ফলে মাটিরাংগা উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে।
৬.	যাতায়াত	লক্ষীছড়ি-বর্মাছড়ি সড়কে প্রতিরোধকসহ ব্রিজ, কালভার্ট এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০১৭	২০২২	৪১৮.০০	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে লক্ষীছড়ি উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে।
৭.	যাতায়াত	মহালছড়ি উপজেলা মাষ্টার পাড়া হতে হাজাছড়া ভিতর পাড়া পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি.রাস্তা নির্মাণ।	২০১৭	২০২২	৩৫৭.৫৬	প্রকল্পটি বাসত্মবায়নের ফলে মহালছড়ি উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে।
৮.	যাতায়াত	রামগড় উপজেলাধীন নাকাপাস্থ রসুলপুর হতে দতারাম পাড়া হয়ে বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি.রাস্তা নির্মাণ।	২০১৭	২০২২	৪০০.০০	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রামগড় উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে।

৯.	যাতায়াত	পানছড়ি উপজেলায় লোগাং উচ্চ বিদ্যালয় হতে শ্রীকুমিত্মমাছড়া হয়ে শোভাচন্দ্র পাড়া পর্যন্ত ৬.০০ কি.মি.রাস্তা নির্মাণ।	২০১৭	২০২২	৪৮৫.০০	প্রকল্পটি বাসত্মবায়নের ফলে পানছড়ি উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে।
১০.	যাতায়াত	দীঘিনালাস্থ খেদাছড়া হতে কুকিছড়া পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি.রাস্তা নির্মাণ।	২০১৭	২০২২	৫৬১.৫০	প্রকল্পটি বাসত্মবায়নের ফলে দীঘিনালা উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে।
১১.	যাতায়াত	মানিকছড়ি একসত্যা পাড়া পাহাড়ী পাড়া হইতে সাপুড়িয়া পাড়া হইয়া তিনটহরী খাল পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ।	২০১৮	২০২২	৪৯০.০০	প্রকল্পটি বাসত্মবায়নের ফলে মানিকছড়ি উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে।
১২.	যাতায়াত	দীঘিনালা উপজেলাধীন দীঘিনালা-হাসিসনপুর-বোয়ালখালী যাতায়াতের রাস্তায় মাইনী নদীর উপর ৮৫.০০ মিটার দীর্ঘ ব্রিজ ও এপ্রোচ রোড নির্মাণ।	২০১৮	২০২২	১৩১৫.০০	যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ষা মৌসুমে নদী পারাপারের ঝুঁকি লাঘব হয়েছে।
১৩.	যাতায়াত	মানিকছড়ি উপজেলাধীন চক্কোবিল-মালিঙ্গা পাড়া রাস্তার উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত ব্রিজ হতে মালঙ্গী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে দুরছড়ি পাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে গাইদংপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০১৮	২০২২	৫০০.০০	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মানিকছড়ি উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে।
১৪.	যাতায়াত	গুইমারা উপজেলার সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডে পংম্যে ছড়ার উপর ব্রিজ নির্মাণ।	২০১৯	২০২২	২০০.০০	যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ষা মৌসুমে নদী পারাপারের ঝুঁকি লাঘব হয়েছে।

১৫.	শিক্ষা	দীঘিনালা উপজেলাধীন বাবুছড়া কলেজ ভবন নির্মাণ।	২০১৭	২০২২	১৮০.০০	শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় জনগনের মধ্যে শিক্ষিতের হার আগের চেয়ে অনেক উন্নয়ন হয়েছে।
১৬.	শিক্ষা	খাগড়াছড়ি সদরে খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের অডিটরিয়াম উন্নয়ন।	২০২০	২০২২	১১০.০০	শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
১৭.	পানীয় জল	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণসহ সেচের জন্য বাঁধ নির্মাণ।	২০১৬	২০২২	৩৭০.০০	সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদন আগের চেয়ে অনেক উন্নয়ন হয়েছে।
১৮.	সমাজকল্যান ও ভৌত অবকাঠামো	মাটিরাঙ্গা বাজারস্থ কেন্দ্রীয় পাঠাগার নির্মাণ	২০১৮	২০২২	৩০০.০০	জনগনের মেধা বিকাশের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে অনেক ছাত্র-ছাত্রী সহ আপামর জনসাধারণ বিভিন্ন বই পড়ার সুযোগ হয়েছে।
১৯.	সমাজকল্যান ও ভৌত অবকাঠামো	খাগড়াছড়ি সদরের ঠাকুরছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বরেন ত্রিপুরার ছাত্রাবাস নির্মাণ।	২০১৯	২০২২	২০০.০০	ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। দুরদুরান্ত থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্বল্প খরচে থাকার সুযোগ
২০.	সমাজকল্যান ও ভৌত অবকাঠামো	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি উপজেলায় লতিবান ইউনিয়নে লতিবান গ্রামে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।	২০২০	২০২২	৯০.০০	সামাজিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প খরচে জনগন সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পারছে।
২১.	সমাজকল্যান ও ভৌত অবকাঠামো	খাগড়াছড়ি সদরে কেন্দ্রীয় মসজিদের অজুখানা ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০২০	২০২২	৯০.০০	ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়াল নির্মাণের ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি সুরক্ষিত হয়েছে।

কোড নং ২২১০০১১০০ এবং কোড নং- ২২১০০০৯০০ এর আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন প্রতিটি কোডে উল্লেখযোগ্য যে কোন দুটি খাতে প্রকল্প/স্কিমসমূহের কাজের গুরুত্ব ফলাফল, উপকারভোগীদের সংখ্যা, উপকারভোগীদের মতামত ইত্যাদি বিবরণ।

(কোড নং- ২২১০০১১০০)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	মোট প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্পের অবস্থান	প্রকল্পের গুরুত্ব	প্রকল্পের ফলাফল	উপকারভোগীর সংখ্যা	উপকারভোগী মতামত
০১	গুইমারা উপজেলাধীন দেওয়ান পাড়া জেএসএন আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	৬১.৪০ লক্ষ টাকা	গুইমারা, খাগড়াছড়ি	শিক্ষা সম্প্রসারণ	শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।	৭০০ জন	বিদ্যালয়টি অনাথ আশ্রমের হওয়ায় গরিব, অনাথ শিশুরা বিনা পয়সায় এবং এলাকার ছেলেমেয়েসহ দূরদূরান্ত থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা স্বল্প খরচে লেখাপড়া করতে

							পারছে।
০২	মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন রামশিরা মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	৩০.৯৯ লক্ষ টাকা	মাটিরাংগা, খাগড়াছড়ি	ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ	ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিপেয়েছে।	৪০০ জন	স্থানীয় জনগনের ধর্মীয় কার্যাদি সুসম্পন্ন করতে সুবিধা হয়েছে।

(কোড নং- ২২১০০০৯০০)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	মোট প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্পের অবস্থান	প্রকল্পের গুরুত্ব	প্রকল্পের ফলাফল	উপকারভোগীর সংখ্যা	উপকারভোগী মতামত
০১	মহালছড়ি উপজেলা মাষ্টার পাড়া হতে হাজাছড়া ভিতর পাড়া পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি.রাস্তা নির্মাণ।	৩৫৭.৫৬ লক্ষ টাকা	খাগড়াছড়ি সদর	মহালছড়ি উপজেলা সদরের সাথে অন্যান্য উপজেলায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নকরণ।	মহালছড়ি উপজেলা সদরের সাথে অন্যান্য উপজেলায় যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।	৩০০ পরিবার	রাস্তাটি নির্মানের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে।
০২	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি উপজেলায় লতিবান ইউনিয়নে লতিবান গ্রামে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।	৯০.০০	পানছড়ি খাগড়াছড়ি	সামাজিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ	সামাজিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।	৪০০ পরিবার	স্বল্প খরচে সামাজিক কার্যাদি সম্পাদন করতে পারছে।

৩.৮ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের কর্মকান্ড বিবরণ

৩.৮১ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

পার্বত্য এলাকায় শিশু ও তাদের পরিবারের নিকট মৌলিক সামাজিক সেবা সমূহের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরনের জন্য ৫০০০ পাড়াকেন্দ্র নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করা।

১,২০,০০০ শিশুদের প্রাক-শৈশব স্তরে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা।

২,০৬,০০০ পরিবারের শিশু, কিশোরী ও মহিলাদের রক্তস্বল্পতা ও পুষ্টি ঘাটতি জনিত সমস্যা প্রতিরোধ করা।

৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির (বৃত্তিমূলক কোর্সসহ) ১২০০ জন শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত করা।

উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের শিশু ও নারী উন্নয়নের উর্ধ্বমূখী পরিকল্পনা প্রণয়ন, স্থানীয় সম্পদ সমাবেশ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশীদারিত্ব অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সেবা বিতরনকারী সংস্থা সমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি

নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ	**২০০ টি পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে**
পাড়াকেন্দ্র সংস্কার ও নবায়ন	২২৪ টি পাড়াকেন্দ্র সংস্কার ও নবায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
স্বাস্থ্য	খাগড়াছড়ি জেলার ৬ টি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা ও মাঠসংগঠকদের MNCAH কর্মশালা, হেলথ ক্যাম্প, মা সমাবেশ পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে ২টি জয়েন্ট মনিটরিং সভা, রাঙ্গামাটি জেলার ১০টি উপজেলায় হেলথ ক্যাম্প, MNCAH সার্ভিস প্রদান। ৯৩,১২৪ জন কিশোরী, দুগ্ধদানকারী ও গর্ভবতী নারীকে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক বার্তা প্রদান।
পুষ্টি	রাঙ্গামাটি জেলার ৪টি উপজেলায় জিএমপি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ১৬৮টি ক্লাষ্টারে পুষ্টি বিষয়ক মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন, পুষ্টিকর খাবার রন্ধন প্রদর্শনী কর্মসূচী বাস্তবায়ন। রাঙ্গামাটি জেলার ১০ টি উপজেলায় ৫০ টি ক্লাষ্টার পর্যায়ে পুষ্টিকর খাবার রন্ধন ও প্রদর্শন ও ১৭৪ টি ক্লাষ্টার পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ম্যাপিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন। ৯৩,১২৪ জন কিশোরী, দুগ্ধদানকারী ও গর্ভবতী নারীকে আয়রন বড়ি সাপ্লিমেন্টেশন।
পানি ও পয়: ব্যবস্থা উন্নয়ন	রোয়াংছড়ি ও থানচি উপজেলায় ৯০টি হ্যান্ডওয়াশিং ডিভাই সস্থাপন ও ২০ জনকে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, ২৬টি ক্লাস্টারের মডেল পাড়াকেন্দ্রে ২৬টি পানির উৎস স্থাপন। ৫৭৬৭১ জন পাড়াকেন্দ্রের ছাত্র ছাত্রী ও ১,৬০,০০০ ক্লাবের সদস্যবৃন্দকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা অনুশীলনে বার্তা ও সহায়তা প্রদান।
শিক্ষা	কোভিড-১৯ পরবর্তী প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিশুদের বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন সংক্রান্ত জেলা পর্যায়ে ৩ টি পরিকল্পনা সভা বাস্তবায়ন। ৫৭৬৭১ জন শিশুকে প্রাক-শিক্ষা প্রদান এবং ১৮৯৫৩ জন পাড়াকেন্দ্র উত্তীর্ণ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ
শিশু সুরক্ষা	১২৮টি কিশোর কিশোরী ক্লাবের সাথে সংশ্লিষ্ট মাঠসংগঠকদের মাসিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সংক্রান্ত জরীপ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বান্দরবান জেলায় ২১ জন পাড়াকর্মী, ৭৫ জন মাঠসংগঠক, ৩১০ জন পিয়ার লিডারদের জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, তিনটি উপজেলায় বাল্যবিবাহ বিষয়ক সচেতনতামূলক বার্তা সম্বলিত ৩০ টি বিলবোর্ড স্থাপন, ইউনিযন পর্যায়ে ১০ টি সভা, ৪০০ টি শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের ওরিয়েনটেশান, জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধনের জন্য ওরিয়েন্টশান, বাল্যবিবাহ নিরোধক কম্যুনিটি সংলাপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
কম্যুনিকেশান ফর ডেভেলপমেন্ট	তিন পার্বত্য জেলায় হাটবাজারসমূহে কোভিড সচেতনতামূলক প্রচারণা, ৪৫০০ পাড়াকেন্দ্রে জরুরী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ফোন নম্বর তথ্যশীট স্থাপন, প্যারেন্টস কনফারেন্স, ধর্মীয় গুরুদের সাথে ৫টি Sensitization Workshop, কিশোর-কিশোরী অভিভাবকদের নিয়ে সম্মেলন। বান্দরবান জেলার ৭টি উপজেলার ৩৪ টি ইউনিয়নে ৩৪ টি সচেতনতামূলক বিল বোর্ড স্থাপন। লংগদু, বাঘাইছড়ি, লামা, বান্দরবান সদর উপজেলা ও টংকাবতী ইউনিয়নে কিশোর-কিশোরী অভিভাবকদের অংশগ্রহণে ৪ টি কর্মশালা বাস্তবায়ন।
সমন্বয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	MIS কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মাঠসংগঠক ও ৯০ পাড়াকর্মীকে প্রশিক্ষণ ৬৭৫ জন পাড়াকর্মী ও মাঠ সংগঠককে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান ৪২৯ জন মাঠসংগঠক, ৪২৩৫ জন পাড়াকর্মীদের অংশগ্রহণে নিয়মিতভাবে ক্লাষ্টার সভা আয়োজন করা হয়েছে, নতুন ২৫০ টি পাড়াকেন্দ্রে PAP তৈরি বিষয়ক কর্মশালা বাস্তবায়ন, ২০০ টি নতুন পাড়াকেন্দ্রে পিসিএমসি সদস্যদের ওরিয়েন্টশান, মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা সভা আয়োজন করা হয়ছে।



পাড়াকেন্দ্র শিশুরা লেখাপড়ার পাশাপাশি মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা করছে

৩.৮.২ পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২০-২০২৪ পর্যন্ত। মোট ৪৮৪৯.২০ লক্ষ টাকার ব্যয় রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ২৬ টি উপজেলায় "পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দ্রারিদ্র্য বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে তিন পার্বত্য জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে।

২০২১-২০২২ অথবছরের প্রকল্পের কার্যক্রমের বিবরণ

১. আপল্যান্ড তুলার ব্লক প্রদর্শনী : রাঙ্গামাটি-১৩টি, খাগড়াছড়ি-১৩টি ও বান্দরবানে-১৪টি সহ মোট ৪০টি ব্লক প্রদর্শনীর বিভিন্ন কৃষিজ উপকরনসমূহ কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছে। বিতরকৃত বীজ বপন করা হয়েছে।

২. আপল্যান্ড তুলার জাত প্রদর্শনী : রাঙ্গামাটি-১৩টি, খাগড়াছড়ি-১৩টি ও বান্দরবানে-১৪টি সহ মোট ৪০টি ব্লক প্রদর্শনীর বিভিন্ন কৃষিজ উপকরনসমূহ কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছে। বিতরকৃত বীজ বপন করা হয়েছে।

৩. ধান তুলা আন্তঃফসল প্রদর্শনী : রাঙ্গামাটি-১১টি, খাগড়াছড়ি-১১টি ও বান্দরবানে-১২টি সহ মোট ৩৪টি ব্লক প্রদর্শনীর বিভিন্ন কৃষিজ উপকরনসমূহ কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছে। বিতরকৃত বীজ বপন করা হয়েছে।

৪. তুলা ভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রদর্শনী : রাঙ্গামাটি-১০টি, খাগড়াছড়ি-১০টি ও বান্দরবানে-১০টি সহ মোট ৩০টি ব্লক প্রদর্শনীর বিভিন্ন কৃষিজ উপকরনসমূহ কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছে। জমি প্রস্তুতের পর বীজ বপন করা হয়েছে।

৫. আপল্যান্ড তুলা তদারকি চাষ : রাঙ্গামাটি-১৬টি, খাগড়াছড়ি-১৬টি ও বান্দরবানে-১৮টি সহ মোট ৫০টি ব্লক প্রদর্শনীর বিভিন্ন কৃষিজ উপকরনসমূহ কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছে। বিতরণকৃত পর বীজ বপন করা হয়েছে।

৬. কেচোঁ সার/ভার্মি কম্পোষ্ট : রাঙ্গামাটি-১৬টি, খাগড়াছড়ি-১৬টি ও বান্দরবানে-১৬টি সহ মোট ৪৮টি কেচোঁ সার/ভার্মি কম্পোষ্ট সার প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৭. কম্পোষ্ট/কুইক কম্পোষ্ট : রাঙ্গামাটি-১৬টি, খাগড়াছড়ি-১৬টি ও বান্দরবানে-১৬টি সহ মোট ৪৮টি কম্পোষ্ট/কুইক কম্পোষ্ট সার প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৮. সিডিবি সম্প্রসারণ কর্মী প্রশিক্ষণ, অফিস ষ্টাফ প্রশিক্ষণ, চুক্তিবদ্ধ তুলা কৃষক প্রশিক্ষণ, সাধারণ তুলা কৃষক প্রশিক্ষণ, তামাক চাষ প্রতিস্থাপন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।



গত ১১/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় অরুন সারকী টাউন হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কতৃর্ক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন' প্রকল্পের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং ও বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা কর্তৃক সার ও বীজ বিতরণের একাংশ

৩.৮.৩ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (২য়-পর্যায়)

প্রকল্প মেয়াদকাল : জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৩ খ্রি পর্যন্ত। প্রকল্পের ব্যয় ২১৭৭১.০০ লক্ষ টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ: ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা। ছাড়কৃত: ৭৩৪১.৩১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়: ৭৩১০.০০ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য :

ক) পার্বত্য জেলার যেসব প্রত্যন্ত অঞ্চলকে আগামী ২০-২৫ বছরের মধ্যে জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা সম্ভব নয়, সোলার ফটোভোল্টাইক সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে সেসব এলাকা বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা।

খ) পার্বত্য এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনসাধারনের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিনামূল্যে সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ।

গ) উক্ত অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় স্থাপিত পাড়া কেন্দ্র সমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহকরণ।

ঘ) উক্ত অঞ্চলের দূর্গম এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্থাপিত স্টুডেন্ট হোস্টেল/ অনাথ আশ্রম/ এতিমখানা ও কমিউনিটি সেন্টার সমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহকরণ।

ঙ) নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি।

লক্ষ্যমাত্রা :

ক) ৪০,০০০ টি বাড়িতে ১০০ ওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন।

খ) ২,৫০০ টি পাড়া কেন্দ্র/ স্টুডেন্ট হোস্টেল/ অনাথ আশ্রম/ এতিমখানা ও কমিউনিটি সেন্টারে ৩২০ ওয়াট-পিক সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন।

গ) ৪২,৫০০ জন উপকারভোগীকে সোলার ফটোভোল্টাইক সিস্টেম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

২০২১-২০২২ অথবছরে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে তিন পার্বত্য জেলায় উপকারভোগীদের মাঝে ১৫,৬০০ সেট সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ ও স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৫,৬০০ জন উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



১৫ই ডিসেম্বর, ২০২১খ্রি. গালেংগ্যা বাজার, দুর্গম রুমা উপজেলায় উপকারভোগীদের মাঝে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং এম.পি।

৩.৮.৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ প্রকল্প

প্রকল্প মেয়াদকাল জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৫ খ্রি পর্যন্ত। প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫৮০.৮৩ লক্ষ টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ: ২২৯.০০ লক্ষ টাকা। ছাড়কৃত: ১৫৩.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়: ১০০.২৮ লক্ষ টাকা।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি

- ইক্ষু ও সাথী ফসলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন- ৪২ টি
- ইক্ষু ও সাথী ফসল চাষের উপর প্রশিক্ষণ - ৩৬০ জন কৃষক
- উন্নত পদ্ধতিতে আখের গুড় উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ - ৩৬০ জন কৃষক
- কৃষক মাঠ দিবস আয়োজন - ১২ টি
- কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন - ৩ টি



পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নত পদ্ধতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ইক্ষু চাষ প্রকল্প পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা।

৩.৮.৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষরে মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প

প্রকল্প মেয়াদকাল :

মূল	শুরু	সমাপ্তি
১ম সংশোধিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	০১/০৭/২০২২	৩০৭০৬/২০২৪

প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাঙ্গামাটি সদর, নানিয়ারচর, কাপ্তাই, জুরাছড়ি
	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর, মানিকছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড়
	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দ ২০০.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক : ১৭০.৪১ লক্ষ টাকা (৯০%) ও বাস্তব : ১০০% ।

২০২১-২০২২অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি

বাগানের সৃজনের জন্য সুবিধাভোগী কৃষককে সার বিতরণ (১ম বছর)	**১৮৬ টি**
বাগানের সৃজনের জন্য সুবিধাভোগী কৃষককে বালাইনাশক বিতরণ (১ম বছর)	১৮৬ টি
বাগানের সৃজনের জন্য সুবিধাভোগী কৃষককে রোপন সামগ্রী বিতরণ	১৮৬ টি
বাগানের আন্ত:পরিচর্যা (১ম বছর)	১৮৬টি
বাগানের জন্য ঘেরাবেড়া	১৮৬টি



পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষরে মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে কফি ও কাজুবাদাম বিতরণ করছেন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্তসচিব) এবং উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের সদস্য প্রশাসন, সদস্য বাস্তবায়ন, সদস্য পরিকল্পনা ও রাঙ্গামাটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর উপ-পরিচালকসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

৩.৮.৬ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের 'মসলা চাষ' শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প মূল লক্ষ্য :

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যন্ত এলাকার উচ্চ মূল্যের মসলা চাষের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিকরণ এবং দারিদ্র হ্রাসকরণ

(২) উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং পুষ্টি, পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা উন্নতি সাধন এবং নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি

(৩) পার্বত্যাঞ্চলে মসলার উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ

(৪) মসলার আমদানি হ্রাসকরণ এবং মান সম্পন্ন মসলা উৎপাদন করে দেশীয় চাহিদা পূরণ

প্রকল্পটি ৩৪৮৭.২৫ লক্ষ টাকার ব্যয়ে শুরু থেকে ২০২২খ্রি. পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিচে তুলে ধরা হলো :

২০১৮-২০২২ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি

অর্থ বছর	মসলা বাগান সৃজন	কৃষক প্রশিক্ষণ	পানির উৎস (বাঁধ) সৃজন	মন্তব্য
২০১৮-২০১৯	৮০০ টি	৮০০ জন	-	
২০১৯-২০২০	১,০০০ টি	১,০০০ জন	-	
২০২০-২০২১	৮০০ টি	৮০০ জন	-	
২০২১-২০২২	-	-	১০০ টি	
সর্বমোট =	২,৬০০ টি	২,৬০০ জন	১০০ টি	



পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্পের আওতায় সৃজিত বাগান সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা।

৩.৮.৭ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় 'মিশ্র ফল চাষ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ খ্রি। ১ম সংশোধিতঃ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ খ্রি.। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি : জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২ খ্রি.। প্রকল্পের প্রাক্কলন ব্যয়ঃ মূল- জিওবি - ৩৬৮০.৮৪ (লক্ষ টাকা)। ১ম সংশোধিত- ৬৩৫০.০০ (লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০/০৬/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ৫২৪১.৬৫ লক্ষ টাকা।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে গৃহিত কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলায় ৩৪টি, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৩৩টি এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৩৩টি সর্বমোট ১০০ টি মার্কেট শেড নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।



পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় 'মিশ্র ফল চাষ **(১ম সংশোধিত)' শীর্ষক** প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম ।

৩.৮.৮ বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প

মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত, সংশোধিত: জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা, সংশোধিত : ৫৬৫১.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৬-২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ৪৭৯৯.৩৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৪.৯৩% । ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ৩০শে জুন/২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮১.৯৩%। বিগত ০২/০৭/২০২২খ্রি: তারিখে এ প্রকল্পের অধীনে লামা উপজেলার গজালিয়া বাইশপাড়ি হতে চিন্তাবর পর্যন্ত সড়ক এর শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি মহোদয়।



লামা উপজেলার গজালিয়া বাইশপাড়ি হতে চিন্তাবর পর্যন্ত সড়ক এর শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি মহোদয়।

৩.৮.৯ বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান ও লামা পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ সরকারি এবং বেসরকারি স্থাপনা বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা। তাছাড়া পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।

মেয়াদকাল: জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর,২০২৩ পর্যন্ত।প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৮৬৯.০০ লক্ষ টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৫%।

২০২১-২০২২অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের ভৌত কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অধীনে আর.সি.সি ড্রেইন (১.৫০×১.৫০)=১১৮৫.৩৩ মিটার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।



বান্দরবান পৌর সভায় ০৩ নং ওয়ার্ডের কালাঘাটা রোয়াংছড়ি সড়ক হতে রন বড়ুয়া বাড়ি পর্যন্ত ড্রেইন ও স্ল্যাব নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব)। এসময় ইপস্থিত ছিলেন নির্বাহী প্রকৌশলী।

৩.৮.১০ বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ প্রকল্প

মেয়াদকাল : জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৯৮০.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ২৩২৭.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬০%। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাসত্মবায়ন অগ্রগতি ১০০%। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অধীনে সেচ ড্রেইন-১৯০০০.০০ মিটার এবংপাম্প হাউজ ১৮১.০০ বর্গমিটার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।



আলিকদম ইউনিয়নের পাট্যা খাইয়া কৃষক সমবায় সমিতির আরসিসি সেচ ড্রেইন নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব)।

৩.৮.১১ বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ-১ম সংশোধিত

মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৪ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৪-২০২২ অর্থবছর ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ৪৮৯২.৩৭ লক্ষ টাকা। আর্থিক ব্যয় ৭৫.৯০ % এবং ভৌত কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। ২০২১-২০২২অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৮%। মাটির কাজ=৪৭০০০.০০ ঘ:মি., ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট=০.৩০ কি:মি., রিজিড পেভমেন্ট=২২০.০০ মিটার, কালভার্ট=২২.০০ মিটার, ড্রেইন =৭১০০.০০ মিটার, আর.সি.সি রিটেইনিং ওয়াল=৯০.০০ মিটার, ব্রিজ =২০.০০ মিটার এবং আর.সি.সি থ্রো স্লাব ডিজাইন=৫২.০০ মিটার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।



বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা।

৩.৮.১২ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাঙ্গু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প

মেয়াকাল : জুলাই, ২০১৯ খ্রিঃ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ৪৯৭৬.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৪৭২.০০ লক্ষ টাকা (আর্থিক-৬৯.৭৭% ও বাস্তব-৭২%)। প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী

২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%। থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকায় পিসি গার্ডার ব্রিজ ৮৭.০০ (৪৩.৫০×২) মিটার এবং এবাটমেন্ট ও পিয়ারের কাজ সমাপ্ত। রোয়াংছড়ি উপজেলার বেতছড়া বৈদ্যপাড়া এলাকায় পিসি গার্ডার ব্রিজ ৭৫.০০ (৩৭.৫০×২) মিটার এবাটমেন্ট ও পিয়ারের কাজ সমাপ্ত।থানচি উপজেলার জ্ঞানলাল পাড়া সোনাখালী খালের উপর আর.সি.সি গার্ডার ব্রিজ ৫৮.০০ (১৮.০০×২,২২.০০×১) মিটার (৩টি স্পেন) সমাপ্ত। ব্রীক পেভমেন্ট-১.৫০ কি.মি., কালভার্ট-৭.০০ মিটার, ড্রেইন (এল/ইউ/ক্রস)=১৫০২.০০মিটার, আর.সি.সি রিটেইনিং ওয়াল-৪৭.৬৮ মিটার এবং ব্রীক রিটেইনিং ওয়াল-৮০.০০ মিটার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।



থানচি উপজেলার বলিপাড়া বাজারস্থ সাঙ্গু নদীতে পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মান কার্যক্রম তদারকি করছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল আজিজ।

৩.৮.১৩ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ

মেয়াদকাল : জানুয়ারী, ২০১৭-জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটি ৭৪৬৯.৮৫ লক্ষ টাকার ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা : খাগড়াছড়ি সদর, মাটিরাংগা, গুইমারা ও মহালছড়ি।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : (ক) ১১২ টি প্রত্যন্ত গ্রামকে উপজেলা সদরের সাথে সংযোগ স্থাপন; (খ) কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান; (গ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও বাজারে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি; এবং (ঘ) কৃষিজ ও স্থানীয় পণ্য বাজারজাতকরণে সুবিধা প্রদান।

২০২১-২২ অর্থবছরের গৃহীত কাজের অগ্রগতি বিস্তারিত বিবরণ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দ অনুসারে অগ্রগতি ১০০%। ব্রীক পেভমেন্ট ৩৫.৩৬ কি.মি. সম্পন্ন করা হয়েছে। ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট ৪.৫০ কি.মি. সম্পন্ন করা হয়েছে। পিসি গার্ডার ব্রিজ- ১১১.৪৬ মিটার। উপকারভোগী সংখ্যা : ৫,৬০০ পরিবার। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় এলাকার গ্রামীণ মানুষ যাতায়াতের জন্য সুবিধা পেয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।



পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তা পরিদর্শন করেন।

৩.৮.১৪ খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই,২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্প এলাকা : খাগড়াছড়ি সদর। প্রকল্পটি ৪৯৪৪.৮৯ লক্ষ টাকার ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : (ক) সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা এবং ফসল বন্যারকবল থেকে রক্ষা করা (খ) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুষ্ক মৌসুমে প্রকল্প এলাকার কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান এবং কৃষি জমি ও ফসল হানির ক্ষয়ক্ষতি রোধ (গ) খাগড়াছড়ি পৌর এলাকা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর রাখা।

২০২১-২২ অর্থ বছরের গৃহীত কাজের অগ্রগতি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দ অনুসারে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। মাটির কাজ- ৮০০০.০০ ঘ.মি, মাষ্টার ড্রেইন- ১০৭৩৮.১১ঘন.মি, ড্রেইনের পার্শ্বস্থ রাস্তার উন্নয়ন- ৪০০০.০০ ব.মি. কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার জনসাধারণ।



খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ কার্যক্রমের একাংশ ছবি

৩.৮.১৫ পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ

প্রকল্পটি ৪৮৮১.৪২ লক্ষ টাকার ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মেয়াদকাল : সেপ্টেম্বর, ২০২০ - জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় সেচ সুবিধা প্রদান।

(খ) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি।

২০২১-২০২২অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয় : বরাদ্দ- ৯৫০.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয়- ৯৩৭.২০ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বছরের গৃহীত কাজের অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ : বরাদ্দ অনুসারে অগ্রগতি ১০০%। আরসিসি ড্রেইন- ৬৯৫০.০০ মিটার সম্পন্ন হয়েছে। উপকারভোগী সংখ্যা : ৩০,০০০ পরিবার।



২০২১-২২ অর্থ বছরের সেচ ড্রেইন প্রকল্পের কাজের পরিদর্শনকালীন চিত্র একাংশ

৩.৯ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শেখ রাশেল স্মৃতি নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা ২০২১

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৮তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ৫ম বারের মতো “শেখ রাসেল স্মৃতি নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা ২০২১” রাঙ্গামাটির কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংলগ্ন কাপ্তাই লেইকে অনুষ্ঠিত হয়। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব দীপংকর তালুকদার, এম.পি সভাপতি, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।



মহিলা ছোট নৌকা প্রতিযোগিতা ১ম স্থান অধিকারী দল সুর্পনা ত্রিপুরা ও তার দলকে প্রথম পুরস্কার প্রদান করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব দীপংকর তালুকদার, এম.পি সভাপতি, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

গণশুনানি অনুষ্ঠান

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে রাঙ্গামাটির প্রধান কার্যালয়স্থ চেয়ারম্যাপনা দপ্তরে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৯ জুন'২০২২ খ্রি. তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা দুপুর ১টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা এর উপস্থিতিতে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানিতে রাঙ্গামাটি সদর ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন উপজেলাধীন দুর্গম এলাকা হতে গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করেন।



পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা রাঙ্গামাটি সদর, মহালছড়ি খাগড়াছড়ি, রাজস্থলী হতে আগত গণশুনানিতে অংশগ্রহণকারী সাথে উন্মুক্ত আলোচনা সভার একাংশ ছবি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ফ্রন্ট ডেস্ক শুভ উদ্বোধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ফ্রন্ট ডেস্ক শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। ১৩ জানুয়ারি ২০২২খ্রি. বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের স্থাপিত ফ্রন্ট ডেস্কটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), সদস্য প্রশাসন জনাব ইফতেখার আহমেদ (যুগ্মসচিব), বোর্ডের উপপরিচালক জনাব মংছেনলাইন রাখান, রাঙ্গামাটি নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব তুষিত চাকমা, টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ এয়াছিনুল হক, বোর্ডের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব কাইংওয়াই ম্রো, সহকারী পরিচালক জনাব সাগর পালসহ বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ফ্রন্ট ডেস্ক শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা।

জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য কর্মসূচি পালন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ মর্যাদা ও ভাব গাম্ভীর্যের সাথে বর্ণাঢ্য কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। সকাল ৯ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা এর নেতৃত্বে বোর্ডের সকল সদস্যসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার সম্মুখে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্য্যালে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করা হয়।



১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা'র নেতৃত্বে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার সম্মুখে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্য্যালে গভীর শ্রদ্ধার সহিত পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

১৫ আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবস এর উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন করা হয়। সকাল ৮.৪৫ ঘটিকায় জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা এর নেতৃত্বে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় ও বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পনসহ ১ মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), বোর্ডের সার্বক্ষণিক সদস্য প্রশাসন জনাব ইফতেখার আহমেদ (যুগ্মসচিব), সদস্য বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ (উপসচিব), সদস্য পরিকল্পনা জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন (উপসচিব)সহ বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা এর নেতৃত্বে
রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় ও বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে
পুস্পস্তবক অর্পণ

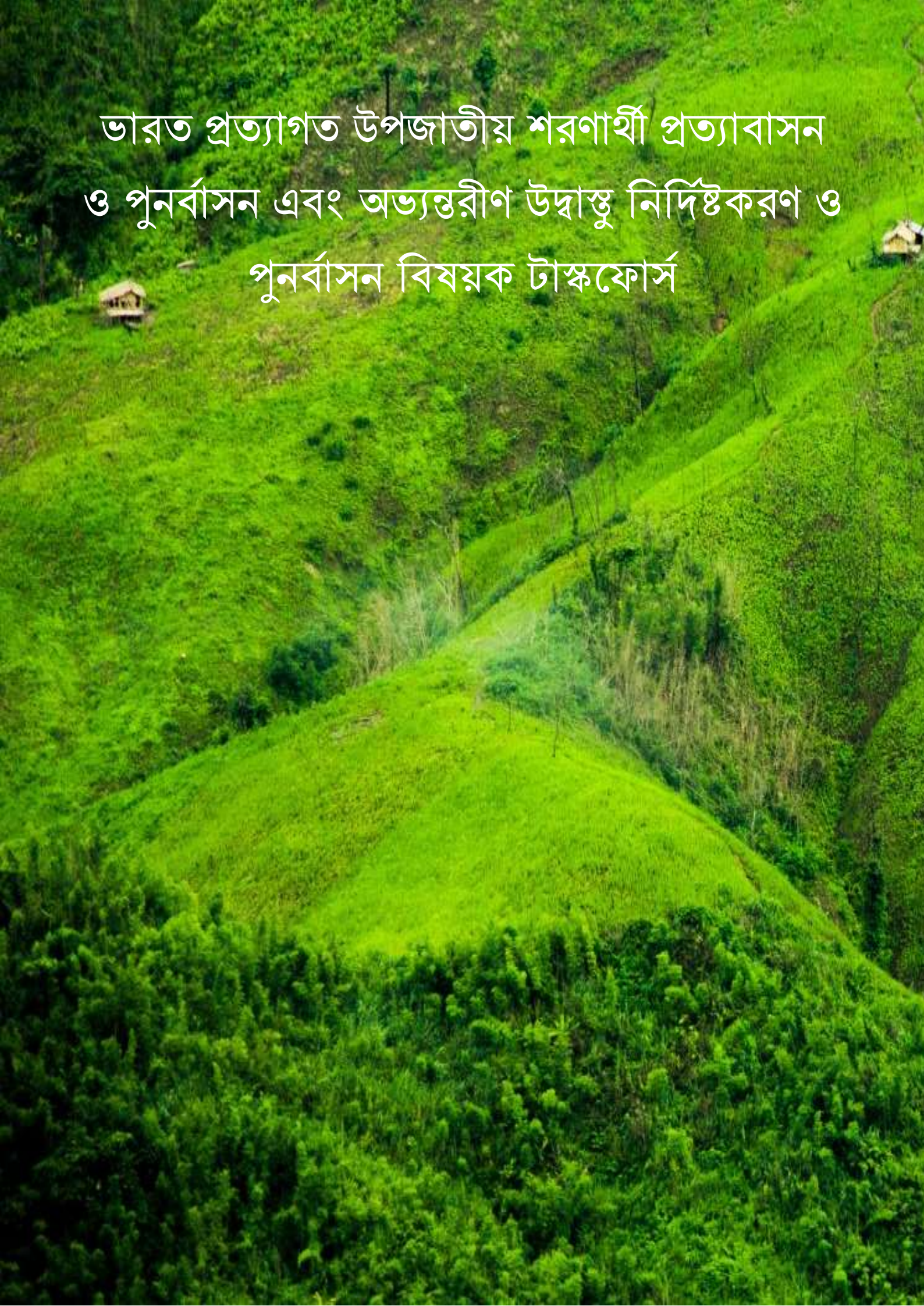
৩.১০ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য স্থিরচিত্র



বান্দরবান পার্বত্য জেলার লামা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের উপকারভোগীদের মাঝে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি।



রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বড়থলি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের উপকারভোগীদের বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল
কুমার চাকমা কর্তৃক সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ।



ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স

৪.ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স

৪.১ ভূমিকা :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-এর স্মারক নং-স্পেঃএ্যাঃবিঃ(প্রঃ-১)-১(ঞ)/৯৫(অংশ-১)/১৮৫, তাং- ৮/৪/১৯৯৭**খ্রি.** মোতাবেক ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শরণার্থী শিবির হতে বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীরা দেশে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও তাদের পুনর্বাসন তথা সরকার ঘোষিত ২০(বিশ) দফা প্যাকেজ সুবিধা বাস্তবায়নে সহায়তা ও পর্যবেক্ষণকল্পে সরকার ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স গঠন করে। পরবর্তীতে বেশ কয়েক বার পুনর্গঠনের পর সর্বশেষ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর প্রজ্ঞাপন নং-২৯.০০.০০০০.২২৩.১৮.০৪.১৭-১৯০, তাং-১০/১২/২০১৭খ্রি.মূলে জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এমপি (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায়)-কে চেয়ারম্যান করে এ টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করা হয়।

৪.২ টাস্কফোর্সের বিভিন্ন কমিটি :

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (শান্তি চুক্তি) স্বাক্ষরের পূর্বে ০৮ এপ্রিল ১৯৯৭খ্রি. তারিখে ২৯৮ নং পার্বত্য খাগড়াছড়ি আসনের তৎকালীন সাংসদ জনাব কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি (প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন) কে চেয়ারম্যান করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট টাস্কফোর্স এর প্রথম কমিটি গঠন করা হয়।

২. ২০ জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রি. তারিখে ২৯৯ নং পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের তৎকালীন সাংসদ দীপংকর তালুকদার এমপি (প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন) কে চেয়ারম্যান করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট টাস্কফোর্সের কমিটি পুর্নগঠন করা হয়। টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি ১৯-০৮-২০০১খ্রি. পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

৩. ২০ শে অক্টোবর ২০০৩ খ্রি. তারিখে জনাব সমীরণ দেওয়ান কে চেয়ারম্যান করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট টাস্কফোর্স এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি ২৬-১১-২০০৮ খ্রি. পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

৪. **২৭ আগস্ট ২০০৯**খ্রি. তারিখে জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা'কে চেয়ারম্যান করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট টাস্কফোর্স এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি ২৭-০৮-২০০৯ খ্রি. হতে ১০/১২/২০১৭খ্রি. পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

৫. ১০ ডিসেম্বর ২০১৭খ্রি. তারিখে জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি'কে ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। তিনিও প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় ১১/১২/২০১৭খ্রি.তারিখ হতে চেয়ারম্যান-এর দায়িত্বে অধিষ্ঠিত আছেন।

৪.৩ বর্তমান টাস্কফোর্স কমিটি নিম্নরুপ :

(ক) জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এমপি	চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায়)
(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি-	সদস্য
(গ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি-	সদস্য
(ঘ) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি-	সদস্য
(ঙ) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি-	সদস্য
(চ) জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	সদস্য
(ছ) জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	সদস্য
(জ) জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা	সদস্য
(ঝ) চাকমা সার্কেল চিফ, রাংগামাটি	সদস্য
(ঞ) মং সার্কেল চিফ, খাগড়াছড়ি	সদস্য
(ট) বোমাং সার্কেল চিফ, বান্দরবান	সদস্য
(ঠ) ২৪ পদাতিক ডিভিশনের একজন প্রতিনিধি-	সদস্য
(ড) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একজন প্রতিনিধি-	সদস্য
(ঢ) ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(ণ) এডভোকেট মহিউদ্দিন কবীর, পিতা- মৃহ শাহজাহান কবীর	সদস্য
(ত) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।	সদস্য-সচিব

৪.৪ কর্মপরিধি :

৪.৪.১ প্রত্যাগত শরণার্থী পুনর্বাসন :

ক) বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীদের প্রদেয় ২০(বিশ) দফা প্যাকেজ সুযোগ সুবিধা যথাযথভাবে দ্রুত বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা ও সহায়তা করার লক্ষ্যে সময়ে সময়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করার পাশাপাশি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের তরফ হতে পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ;

(খ) পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতার সমন্বয় রক্ষার্থে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(গ) প্রত্যাগত শরণার্থীদের যেসব স্থানে (নিজের বসতবাটিসহ) পুনর্বাসিত করা হয়েছে সরেজমিনে সেসব স্থান পরিদর্শন এবং স্থানীয়ভাবে উদ্ভূত সমস্যাদির (যদি থাকে) সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ এবং

(ঘ) শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

৪.৪.২ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন :

(ক) তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ এবং পুনর্বাসনের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ এবং সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(খ) অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতার সমন্বয় সাধন এবং পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(গ) অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত সমস্যাদি স্থানীয়ভাবে সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান।

৪.৫ অন্যান্য শর্তাবলী :

(১) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম টাস্কফোর্সকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

(২) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এদের অধীনস্থ সকল অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ টাস্কফোর্সের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করবে এবং টাস্কফোর্সের পরামর্শ, সিদ্ধান্ত প্রতিপালনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) টাস্কফোর্সের কর্মপরিধি হবে পার্বত্য তিনটি জেলা এবং এর কার্যালয় হবে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদর।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় টাস্কফোর্সকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদানসহ এ সংক্রান্ত ব্যয় বহন করবে।

(৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২৯-১০-২০০৩ তারিখের পাচবিম(সম-১)-০৯/৯৯/১০৬৯ নম্বর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী গঠিত টাস্কফোর্স অত্র প্রজ্ঞাপন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে।

(৬) পুনর্গঠিত টাস্কফোর্স অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৪.৬ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল :

৪.৬.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৯.২২৩.০১৫.০০.০০২৮.২০১১-৩২৫, তাং- ৩০/০৮/২০১৬খ্রিঃ এবং এ টাস্কফোর্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি ও প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় হওয়ায় প্রিভিলেজ এ্যাক্ট ১৯৭৩ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত পদসমূহে চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জনবল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

১.	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	-১জন।
২.	চেয়ারম্যানের সহকারী একান্ত সচিব	-১জন।
৩.	চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সহকারী	-২জন।
৪.	জমাদার	-১জন।
৫.	অর্ডার্লী	-১জন।
৬.	কুক	-১জন।
৭.	এম.এল.এস.এস	-২জন।
		মোট= ০৯ (নয়)টি পদ

বর্তমানে চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব পদটি ছাড়া বাকী পদগুলোতে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।

৪.৬.২ ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব খাতে বছর ভিত্তিক সংরক্ষণ সাপেক্ষে নিম্নোক্ত পদসমূহ (১ হতে ৮নং ক্রমিক পর্যন্ত) সৃজন করা হয় এবং ৯-১১নং ক্রমিকের পদগুলি আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়।

নং	পদের নাম	বেতন স্কেল	পদসংখ্যা	মন্তব্য
১.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (উপ-সচিব)	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	১	
২.	নির্বাহী কর্মকর্তা	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-	১	
৩.	সমন্বয়কারী	১৬,০০০-৩৮,৬৪৮/-	১	শূন্য
৪.	ব্যক্তিগত সহকারী	১১,০০০ - ২৬,৫৯০/-	১	
৫.	অফিসসহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৯,৩০০-২২,৪৯০/-	১	
৬.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-ঐ-	১	
৭.	হিসাব রক্ষক	-ঐ-	১	
৮.	ষ্টোর কিপার	-ঐ-	১	
৯.	নিরাপত্তা প্রহরী		১	আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগদান করা হয়েছে।
১০.	সুইপার		১	

মোট = ১০ (দশ)টি

৪.৬.৩ ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবংঅভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স কার্যালয়, খাগড়াছড়ি এর ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) খরচের বিবরণী :

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	বিস্তারিত খাত সমূহ	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৬৩১	আর্বতক অনুদান				
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা				
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	২৭,২৯	২৭,২৯	০	
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	১৭,৫১	১৭,৪৬	৫	
	উপমোট বেতন বাবদ সহায়তা=	৪৪,৮০	৪৪,৭৫	৫	
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা				
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	২০	১৮	২	
৩১১১৩০৯	পাহাড়ী ভাতা	৩,৭০	৩,৬৬	৪	
৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া	২০,৪০	২০,২৫	১৫	
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	২,২০	২,১৬	৪	
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১২	১২	০	
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	২০	০	২০	
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	২৪	২২	২	
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৬,১৩	৫,৯৮	১৫	
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১০	০	১০	
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	৯০	৯০	০	
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	৩,৬০	০	৩,৬০	

অর্থনৈতিক কোড	বিস্তারিত খাত সমূহ	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৬০	৫৪	৬	
	উপমোট ভাতাদি ভাতা সহায়তা=	৩৮,৩৯	৩৪,০১	৪,৩৮	
৩৬৩১১০৩	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা				
৩২১১১০১	পুরস্কার (শুদ্ধাচার)	৯০	৮৯	১	
৩২১১১০৬	আপ্যায়নখরচ (প্রশাসনিকব্যয়)	১,১৫	১,১৫	০	
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ (প্রশাসনিকব্যয়)	১,১৫	৭৩	৪২	
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	৭০	৩৬	৩৪	
৩২১১১১৯	ডাক (প্রশাসনিকব্যয়)	১৬	১৬	০	
৩২১১১২০	টেলিফোন (প্রশাসনিকব্যয়)	৬০	২৫	৩৫	
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	১,৬০	১,৪২	১৮	
৩২১১১৩১	আউট সোসিং	৪,৪৫	৪,৪৫	০	
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	১,৬২	৮৯	৭৩	
৩২৪৩১০১	প্রেট্রোল,ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	১২,৯৪	১০,৪৪	২,৫০	
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	১০,০০	৯,৫৭	৪৩	
৩২৪৪১০২	বদলী ব্যয়	৩০	০	৩০	
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	১,৮০	১,৮০	০	
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	১,০০	১,০০	০	
৩২৫৭৩০৪	বাগান পরিচর্যা	১,৪২	১,৪২	০	
৩২৫৮১০১	মোটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ)	১২,০০	১১,৯৮	২	
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র (মেরামত ও সংরক্ষণ	১,২০	১,২০	০	
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ)	১,০০	১,০০	০	
৩২৫৮১০৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি(মেরামত ও সংরক্ষণ)	৩,৩১	৩,৩১	০	
৩২৫৮১০৬	আবাসিকভবন (মেরামত ও সংরক্ষণ)	২,১০	২,১০	০	
৩১৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১,৬৫	১,৬৫	০	
	উপমোট পণ্য ও সেবার ব্যবহার =	৬১,০৫	৫৫,৭৭	৫,২৮	
৩৬৩১১০৮	গবেষণা অনুদান				
৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	১,০০	০	১,০০	
৩৬৩২	মূলধন অনুদান				
৩৬৩২১০২	যন্ত্রপাতি অনুদান				
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৮,৫০	৮,১১	৩৯	
৩৬৩২১০৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান				
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	২,৪০	২,৪০	০	
৩৬৩২১০৬	অন্যান্য মুলধন অনুদান				
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৩,০০	৩,০০	০	
	উপমোট মুলধন অনুদান =	১৪,৯০	১৩,৫১	১,৩৯	
	সর্বমোট =	১৫৯,১৪	১৪৮,০৪	১১,১০	

৪.৭ সাম্প্রতিক বছরসমূহের অর্জনসমূহ :

ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রয়ত্ব ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ এবং ঋণ গ্রহীতার তালিকা পাওয়া গেছে। কিছু ঋণ খেলাপীর ঋণ মওকুফ করা হয়েছে। অবশিষ্টদের চূড়ান্ত ঋণ মওকুফের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
উপজাতীয় শরণার্থীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪.৮ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

পার্বত্য এলাকায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের এখনো নিজস্ব জায়গা জমিতে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়নি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

২০ দফা প্যাকেজ চুক্তির আওতায় প্রত্যাবাসিত উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের নিজস্ব ভূমিতে ফেরত আনা ও তাদের জীবনমানের মানের সার্বিক উন্নয়ন করা।

৪.৯ ২০২১-২০২২খ্রি. পর্যন্ত উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আলোক চিত্র :



বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন উপজাতীয় শরণার্থী ও উদ্বাস্তু বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায়) জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এমপি



বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন উপজাতীয় শরণার্থী ও উদ্বাস্তু বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায়) জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা,এমপি।



বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন উপজাতীয় শরণার্থী ও উদ্বাস্তু বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায়) জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এমপি

পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ



৫.পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ

৫.১. ভূমিকা :

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা তথা-রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান-এর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন কল্পে ১৯৮৯ সালের ১৯,২০,২১ নং আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে যথাক্রমে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে ১৯৯৮ সালে ৯,১০ এবং ১১ নং আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের আইনসমূহকে অধিকতর সংশোধনপূর্বক পরিষদত্রয়কে যথাক্রমে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে রূপান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন উপজাতি এবং অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন অবকাঠামোসহ অন্যান্য খাত উন্নয়নের নিমিত্ত পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম।

৫.২ কর্মপরিধি :

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন মোতাবেক তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

- জেলার আইন-শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন;
- ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;
- পুলিশ (স্থানীয়);
- উপজাতীয় রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উপজাতীয় বিষয়ক বিরোধের বিচার;
- জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন;
- মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাবলিক লাইব্রেরী, ছাত্রাবাস, আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান, ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষকপ্রশিক্ষণ, মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার, ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও খাদ্যের ব্যবস্থা, গরীব ও দুস্থ ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ;
- হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডিসপেন্সারী স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ধাত্রী প্রশিক্ষণ এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কিত কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়নও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রসার;
- কৃষি উন্নয়ন, সরকার কর্তৃক রক্ষিত নয়এ প্রকার বনসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ, কৃষিখামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নত কৃষিপদ্ধতি জনপ্রিয়করণ এবং কৃষকগণকে উন্নত যন্ত্রপাতি হ্রাসকৃত মূল্যে প্রদান;
- পশুপাখির হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পশুসম্পদের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মৎস্য ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- সমবায় উন্নয়ন ও সমবায় জনপ্রিয়করণ এবং এতে উৎসাহ প্রদান;
- ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন, হাটবাজার ও গ্রাম বিপণী বিতান স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয়শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;
- সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ, দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ সদন, আশ্রয় সদন, এতিমখানা, বিধবা সদন ও অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, দরিদ্রদের জন্য লিগ্যাল এইড এবং দরিদ্র ও ছিন্নমূল পরিবারের সাহায্য ও পুনর্বাসন;
- সাধারণ উপজাতীয় সংস্কৃতিমূলক কর্মকান্ড সংরক্ষণ ও প্রসার, জাদুঘর ও আর্ট-গ্যালারী স্থাপন, ব্যবস্থাপনা, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, জাতীয় দিবস ও উপজাতীয় উৎসবাদি উদযাপন, স্থানীয় এলাকার ঐতিহাসিক এবং আদি বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ, তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কৃতি উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন;
- স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;
- যুব উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক কার্যাবলিগ্রহণ, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ;
- যুব কল্যাণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- স্থানীয় পর্যটন;
- জুম চাষ;
- জেলার বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন



পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির শর্ত মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা সমূহে 'স্থানীয় পর্যটন' হস্তান্তরচুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ



৫.ক. রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৫.ক.১ ভূমিকা :

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন দ্বারা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক উল্লেখিত আইন আংশিক সংশোধিত হলেও ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে (১৯৯৮সালে ০৯নং আইন দ্বারা) অধিকাংশ ধারা সংশোধন-সংযোজন ও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এ পরিষদকে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সংশোধিত আইন অনুযায়ী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ এর নাম “রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ” এ রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে ১জন চেয়ারম্যানসহ মোট ৩৪ জন নিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদ পুনর্গঠিত হয়েছে যারা প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

৫.ক.২ পরিষদ গঠন :

- চেয়ারম্যান : ০১জন
- সাধারণসদস্য :
  - উপজাতীয় সদস্য : ২০ জন
  - অ-উপজাতীয় সদস্য : ১০ জন
- সংরক্ষিত মহিলা সদস্য :
  - উপজাতীয় সদস্য : ০২ জন
  - অ-উপজাতীয় সদস্য : ০১ জন

৫.ক. ৩ সম্প্রদায় ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা ও চেয়ারম্যান :

১। চেয়ারম্যান (উপজাতীয়)	: ০১জন
২। সদস্য সংখ্যা	
ক) উপজাতীয় মহিলা (সংরক্ষিত)	: ০২জন
খ) অ-উপজাতীয় মহিলা (সংরক্ষিত)	: ০১জন
গ) চাকমা	: ১০জন
ঘ) মারমা	: ০৪জন
ঙ) তঞ্চঙ্গ্যা	: ০২জন
চ) ত্রিপুরা	: ০১জন
ছ) লুসাই	: ০১জন
জ) পাংখোয়া	: ০১জন
ঝ) খিয়াং	: ০১জন
ঞ) অ-উপজাতীয়	: ১০জন
সর্বমোট	: ৩৪জন

৫.ক.৪ অর্ন্তবর্তীকালীন পরিষদ :

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ও ১৯৯৭ সনে সংশোধিত ১৬(ক) (২), (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সনে সংশোধিত ৪(২) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এর অন্তবর্তীকালীন পরিষদ নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করেছেন :

ক্রমিকনং	নাম	পদবী
১.	জনাব অংসুই প্রু চৌধুরী	চেয়ারম্যান
২.	জনাব হাজী মুছা মাতব্বর	সদস্য
৩.	জনাব সুবির কুমার চাকমা	সদস্য
৪.	জনাব প্রিয় নন্দ চাকমা	সদস্য
৫.	জনাব প্রবর্তক চাকমা	সদস্য
৬.	জনাব ইলিপন চাকমা	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	সদস্য
৮.	জনাব বাদল চন্দ্র দে	সদস্য
৯.	জনাব অংসুই ছাইন চৌধুরী	সদস্য
১০.	জনাব নিউচিং মারমা	সদস্য
১১.	মিসেস ঝর্ণা খীসা	সদস্য
১২.	মোছাঃ আছমা বেগম	সদস্য
১৩.	জনাব বিপুল ত্রিপুরা	সদস্য
১৪.	জনাব দীপ্তিময় তালুকদার	সদস্য
১৫.	জনাব রেমলিয়ানা পাংখোয়া	সদস্য

৫.ক.৫ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ হস্তান্তরিতবিষয়সমূহ :

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে হস্তান্তরিতদপ্তর/সংস্থার তালিকা (পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ২২ ও ২৩ ধারা এবং প্রথম তফসিল অনুযায়ী)-

ক্রমিক নং	হস্তান্তরিত দপ্তর/সংস্থার নাম	হস্তান্তরিত হওয়ার সন
১	বাজারফান্ড প্রশাসন	১৯৮৯
২	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৯৯০
৩	সিভিল সার্জনের কার্যালয়	১৯৯০
৪	জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	১৯৯০
৫	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ	১৯৯০
৬	জেলা সমবায় বিভাগ	১৯৯৩
৭	জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর	১৯৯৩
৮	জেলা মৎস্য অফিস	১৯৯৩
৯	জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর	১৯৯৩
১০	জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর	১৯৯৩
১১	জেলা ক্রীড়া বিভাগ	১৯৯৩
১২	জেলা শিল্পকলা একাডেমী	১৯৯৩
১৩	ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	১৯৯৩
১৪	জেলা পাবলিক লাইব্রেরী	১৯৯৩

১৫	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (বিসিক) কর্পোরেশন	১৯৯৩
১৬	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট	২০০৬
১৭	জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	২০০৭
১৮	জেলা হর্টিকালচার সেন্টার ও নার্সারীসমূহ	২০০৭
১৯	প্রধান তুলা উন্নয়ন কমকর্তা কার্যালয়	২০০৭
২০	পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২০০৮
২১	নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	২০০৯
২২	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) রাঙ্গামাটি জেলার দপ্তরসমূহ	২০১২
২৩	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি	২০১২
২৪	মাধ্যমিক শিক্ষা	২০১৪
২৫	জুমচাষ ব্যবস্থাপনা	২০১৩
২৬	পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান	২০১৪
২৭	স্থানীয় শিল্প বাণিজ্য ও লাইসেন্স প্রদান	২০১৪
২৮	জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান	২০১৪
২৯	মহাজনী কারবার	২০১৪
৩০	স্থানীয় পর্যটন	২০১৪

৫.ক.৬ রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা পরিষদের বিধিসমূহ :

১। রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ কাযর্প্রণালী বিধিমালা ১৯৯০

২। রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ পরির্দশন বিধিমালা ১৯৯০

৩। রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (রাঙ্গামাটি হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ) বিধিমালা ১৯৯১

৫.ক.৭ রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা পরিষদের প্রবিধানসমূহ :

পাবর্ত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৯ধারা অনুযায়ী পরিষদকে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে এ পযর্ন্ত সবর্মোট ১০টি প্রবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে কার্যক্রম চলছে। প্রবিধান গুলো নিম্নরূপঃ

১. রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের (সুযোগ-সুবিধা) প্রবিধানমালা ১৯৮৯ (প্রথম সংশোধনী ১৯৯৬, দ্বিতীয় সংশোধনী ১৯৯৯, তৃতীয় সংশোধনী ২০০০, চতুথ সংশোধনী ২০০১, ও পঞ্চম সংশোধনী ২০০২)

২. রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ কর্মচারি চাকুরী প্রধিানমালা ১৯৯৬ (প্রথম সংশোধনী ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংশোধনী ২০০০, তৃতীয় সংশোধনী ২০০১, চতুথ সংশোধনী ২০০২)

৩. রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও এতদসংক্রান্ত চুক্তি প্রবিধানমালা ১৯৯৫ (প্রথম সংশোধনী ২০০০)

৪. রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা পরিষদের রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর উপর টোল ধার্য ও আদায় প্রবিধানমালা ১৯৯৯ (প্রথম সংশোধনী ২০০০)

৫. রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা পরিষদের সভা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা ১৯৯৯ (প্রথম সংশোধনী ২০০০)

৬. রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা পরিষদের বদান্য তহবিল প্রবিধানমালা ২০০০

৭. রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ প্রবিধানমালা ২০০০

৮. রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা পরিষদের কায প্রবিধানমালা ২০০০

৯. রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা পরিষদের মোটরযান, নৌ-যান, উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষনাকরণ এবং নিষ্পত্তিকরণ সম্পর্কিত প্রবিধানমালা ২০০১

১০. রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর ধার্য ওআদায় প্রবিধানমালা ২০০৮।

এছাড়াও ২০১৬ খ্রিঃ হতে এযাবত ২৬ টি প্রবিধান প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫.ক.৮ জেলা উন্নয়ন কমিটিতে রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা পরিষদের ভূমিকা :

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ আগষ্ট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং মপবি/জেপ্র-০৪/৩(৬৫)/৮৩-৮৯/৪৭৭ এর মাধ্যমে জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে পূর্বের জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির পরিবর্তে বতমানে 'জেলা উন্নয়ন কমিটি' রাখা হয় এবং তিন পাবর্ত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগনকে এর আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়। এ পরির্বতন শুধুমাত্র রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান পাবর্ত্য জেলা পরিষদসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে বলে নির্ধারিত হয়। এ কমিটির দায়িত্ব ও কতর্ব্য সম্পর্কে বলা হয়: 'এখন হইতে পাবর্ত্য জেলাসমূহের জন্য গঠিত এই 'জেলা উন্নয়ন কমিটি' পূর্বের জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সার্বিক দায়িত্বসহ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবে:

১. এলাকাধীন সকল উন্নয়নমূলক কার্যাদির সহিত সম্পৃক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহ যথা: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভার সহিত সামগ্রিক সমন্বয় ও মনিটরিং।

২. আন্তঃবিভাগ/সংস্থার উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের সমন্বয় সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ।

৩. উন্নয়ন কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পসমূহ পরিদশন ও তদারকি এবং সমস্যা সমাধানের জন্য উপায় উদ্ভাবন।

৪. উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এদের আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ।

৫.ক.৯ বিষয়ভিত্তিক কমিটি গঠন সংক্রান্ত :

পরিষদ আইনের ২৭ ধারার আলোকে উন্নয়ন কাজে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত এবং পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগের উন্নয়ন কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা পরিষদ নিম্নলিখিত বিষয় ভিত্তিক কমিটি গঠন করেছে।

ক্রমিক নং	আহ্বায়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিষদ সদস্যের নাম	হস্তান্তরিত বিভাগ/কর্ম/কার্যালয়ের নাম
১.	জনাব হাজী মুছা মাতব্বর	১) বাজারফান্ড ২) মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ।
২.	জনাব সুবির কুমার চাকমা	১) স্বাস্থ্য বিভাগ ২) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৩.	জনাব প্রিয় নন্দ চাকমা	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ।
৪.	জনাব প্রবর্তক চাকমা	সমাজসেবা অধিদপ্তর।
৫.	জনাব ইলিপন চাকমা	১) সমবায় বিভাগ ও ২) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
৬.	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	জেলা মৎস্য দপ্তর।
৭.	জনাব বাদল চন্দ্র দে	১) জেলা শিল্পকলা একাডেমি ২) জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার
৮.	জনাব অংসুই ছাইন চৌধুরী	১) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২) বিএডিসি ৩। হর্টিকালচার সেন্টারসমূহ
১০.	জনাব নিউচিং মারমা	১) পর্যটন ২) টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট।
১০.	মিসেস ঝর্ণা খীসা	১) নার্সিং ইনস্টিটিউট ২) বিসিক।
১১.	মোছাঃ আছমা বেগম	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই)।
১২.	জনাব বিপুল ত্রিপুরা	১) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ২) জেলা ক্রীড়া বিভাগ।
১৩.	জনাব দীপ্তিময় তালুকদার	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ।
১৪.	জনাব রেমলিয়ানা পাংখোয়া	১) জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর (হাঁস মুরগী খামার ও পিগ ফার্মসহ) ২) ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।

উর্পযুক্ত বিষয় ভিত্তিক কমিটিগুলো উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তার পাশাপাশি পরিষদসহ হস্তান্তরিত বিভিন্ন বিভাগের জনকল্যাণমূলক ও প্রশাসনিক কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। পরিষদের একজন সদস্য আহ্বায়ক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করে থাকেন।

৫.ক.১০. ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাজেট :

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয় খাতে মন্ত্রণালয় হতে মোট ৭৩৩৫.০০ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায়।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আয় ব্যয়ের হিসাব :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	খাতের নাম	পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (কোড- নং- ২২১০০১০০০)		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড- নং- ২২১০০০৯০০)		আপদকালীন খাতে মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত		নিজস্ব আয়		মোট বাস্তবায়িত প্রকল্প ও ব্যয়	
		প্রকল্প সংখ্যা	টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	টাকা
১	শিক্ষা এবং তথ্য ও প্রযুক্তি	১৭	১৫৭.০০	২২	৯০০.৯৩					৩৯	১০৫৭.৯৩
২	যোগাযোগ অবকাঠামো	৪১	৩৫৭.০০	৩১	১৬৬৭.৫৫					৭২	২০২৪.৫৫
৩	স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও পানীয় জল	৫	২৮.০০	৫১	১০০.৩১					৫৬	১২৮.৩১
৪	ভৌত অবকাঠামো ও পূর্ত	৩৮	৪৮৩.০০	১৯	৫৯৪.৮৭					৫৭	১০৭৭.৮৭
৫	ধর্মীয় কার্যক্রম	৬৮	৬০৪.০০	২৪	৭৫৩.২৫					৯৪	১৩৫৭.২৫
৬	আয়বর্ধন, ভূমি ও হাট বাজার, পর্যটন	২	৯.০০	১৩	২৪৯.০৯					১৫	২৫৮.০৯
৭	সমাজ কল্যান, আর্থ-সামাজিক ও নারী উন্নয়ন	১৪	১০৫.০০	২০	৫৪.০০					৩৪	১৫৯.০০
৮	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ	১৯	১৫৪.০০	৯	৬৫.০০					২৮	২১৯.০০
	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক	৭	৫৩.০০							৭	৫৩.০০
	মোট	**২১১**	**১৯৫০.০০**	**১৫৯**	**৪৩৮৫.৭৫**					৩৭০	৬৩৩৫.০০
	সংস্থাপন	১	১০০০.০০							১	১০০০.০০
	সর্বমোট	**২১২**	**২৯৫০.০০**	**১৫৯**	**৪৩৮৫.৭৫**					৩৭১	৭৩৩৫.০০

৫.ক.১১ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ :

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
	পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (কোড- নং- ২২১০০১০০০)		
	শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি		
১.	সদর উপজেলাধীন ইসলামপুর পাঠাগার নির্মাণ।	১০.০০	
২.	সদর উপজেলাধীন আলম ডকইয়ার্ড সংলগ্নে ত্রিপুরা কল্যান ছাত্রাবাস নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ।	২০.০০	
৩.	কাপ্তাই উপজেলাধীন ব্যাঙছড়ি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণ।	৫.০০	
৪.	কাপ্তাই উপজেলাধীন নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ ভবনের উদ্ধমূখী সম্প্রসারণ।	২০.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
৫.	সদর উপজেলাধীন পুলিশ সুপার কার্যালয়ের নিচে মাদ্রাসা নির্মাণ।	১০.০০	
৬.	লংগদু উপজেলাধীন বগাছড়ি ইউনিয়নে বঙ্গবন্ধু পাঠাগার এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
৭.	লংগদু উপজেলাধীন ইসলামাবাদ দারুস সুন্নাত সালেখিয়া দ্বিনিয়া মাদ্রাসা হেফজখানা ও এতিমখানা বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	৫.০০	
৮.	লংগদু উপজেলাধীন ফিসারী টিলা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও এবাদতখানা নির্মাণ।	৫.০০	
৯.	বরকল উপজেলাধীন ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়নের আমতলা মাদ্রাসার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৫.০০	
১০.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সিজক কলেজের বাউন্ডারী ওয়াল।	৫.০০	
১১.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউঃ ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম বাংলাদেশ এর জন্য লাইব্রেরী নির্মাণ।	৫.০০	
১২.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন আমতলী ইউঃ মাহিল্যা নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা ঘর নির্মাণ।	৫.০০	
১৩.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুল ব্যাগ ও ছাতা সরবরাহ।	৫.০০	
১৪.	রাজস্থলী উপজেলাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ।	১৪.০০	
১৫.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ৪নং বড়থলি ইউনিয়নের পুকুর পাড় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।	৮.০০	
১৬.	কাউখালী উপজেলাধীন ডাবুয়া বৃক্ষভাবুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আরসিসি কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
১৭.	কাউখালী উপজেলাধীন বেতছড়ি বুদ্ধ শিক্ষা ও মেডিটেশন সেন্টার নির্মাণ।	১৫.০০	
	মোট	**১৫৭.০০**	
	যোগাযোগ অবকাঠামো		
১৮.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন দীঘলছড়ি রাস্তা নির্মাণ।	১০.০০	
১৯.	কাউখালী উপজেলাধীন ক্যহলাপাড়া কালভার্ট নির্মাণ।	১০.০০	
২০.	লংগদু উপজেলাধীন মহাজনপাড়া দোকান হতে বাবুল চাকমা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	৮.০০	
২১.	লংগদু উপজেলাধীন ফায়ার ব্রিগেডের সংলগ্ন রোড থেকে পশ্চিম পাশে মেইন রোড থেকে আমেনা বেগমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	৫.০০	
২২.	কাপ্তাই উপজেলাধীন ওয়াগ্যাছড়া ৪১ বিজিবি কাপ্তাই ব্যাটালিয়নের রাস্তা নির্মাণ।	২০.০০	
২৩.	কাপ্তাই উপজেলাধীন পাগলী পাড়া হইতে মাইলছড়ি হয়ে বড়াদম রাস্তা নির্মাণ।	১৪.০০	
২৪.	কাপ্তাই উপজেলাধীন ডংনালা হতে পদুয়া সীমানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	১০.০০	
২৫.	সদর উপজেলাধীন ১নং জীবতলী ইউনিয়নে হাজারমানিক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশে সিঁড়ি নির্মাণ।	৮.০০	
২৬.	সদর উপজেলাধীন ১নং জীবতলী ইউনিয়নে দোকাঘাট হতে রাবার বাগান গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	৫.০০	
২৭.	সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজার নিচের অংশে রাস্তা নির্মাণ।	১০.০০	
২৮.	সদর উপজেলাধীন ঝগড়া বিল মৌজার মুসলিম পাড়ায় আরসিসি ওয়াল নির্মাণ।	১০.০০	
২৯.	সদর উপজেলাধীন হেডম্যান বাড়ী হতে কেসিসি রাস্তা নির্মাণ।	১০.০০	
৩০.	লংগদু উপজেলাধীন রাজানগর হতে গরুছোটাং রাস্তার কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২০.০০	
৩১.	লংগদু উপজেলাধীন ইসলামপুর মাদ্রাসা সংলগ্ন সিঁড়ি নির্মাণ।	১০.০০	
৩২.	লংগদু উপজেলাধীন বিদ্যা নিকেতনের পিছনে সিঁড়ি ও গার্ড ওয়াল নির্মাণ।	৫.০০	
৩৩.	লংগদু উপজেলাধীন মাইনীমুখ বাজার হতে আব্দুস সালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৩.০০	
৩৪.	লংগদু উপজেলাধীন সোনাই কারবারী পাড়া মুখ হতে সমিতির দোকান পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।	৪.০০	
৩৫.	বরকল উপজেলাধীন বাবুপাড়ায় পাকা সিঁড়ি নির্মাণ।	৫.০০	
৩৬.	বরকল উপজেলাধীন ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়নের ছোট হরিণা বাজারে মধ্যম ঘাটে পাকা সিঁড়ি নির্মাণ।	৫.০০	
৩৭.	বরকল উপজেলাধীন কলাবুনিয়া হাসপাতাল ঘাটে পাকা সিঁড়ি নির্মাণ।	৫.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
৩৮.	বরকল উপজেলাধীন সাক্রাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘাটে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ।	৭.০০	
৩৯.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন ঘিলাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিঁড়ি নির্মাণ।	৪.০০	
৪০.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সিজকমুখ লঞ্চ ঘাটের সিঁড়ি নির্মাণ।	৬.০০	
৪১.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন খাগড়াছড়ি গ্রামে মেদিনিপুর বন বিহারের রাস্তা হতে মিন্টু মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত সংযোগ রাস্তা উন্নয়ন।	৩.০০	
৪২.	বাঘাইছড়ি উগলছড়ি উত্তরপাড়া শহীদুল ইসলামের সংযোগ রাস্তায় উন্নয়ন।	৫.০০	
৪৩.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মারিশ্যা ইউ,পি ফুলেশ্বর কারবারী পাড়া রাস্তা এইচবিবি করণ ও সিঁড়ি নির্মাণ।	১৩.০০	
৪৪.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন মৈদং ইউনিয়নের জামেরছড়িতে লাল বিহারী কারবারীর বাড়ীর সন্নিকটে সুবলং খালের পাড়ে পাকা সিঁড়ি নির্মাণ।	৭.০০	
৪৫.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন সামিরা গ্রাম হতে মেম্বার পত্যেরাণীর বাড়ী পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	৪.০০	
৪৬.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন চকপতিঘাট যাত্রী ছাউনি ও লেট্রিন নির্মাণ।	৫.০০	
৪৭.	জুরাছড়ি উপজেধীন বনযোগীছড়া ইউনিয়নস্থ বহেরাছড়ি আয়নচন্দ্র মাষ্টারের বাড়ী হতে বুদ্ধবাপ বাড়ী পর্যন্ত সংযোগ সড়ক সংস্কার।	৮.০০	
৪৮.	জুরাছড়ি সদর হতে মধ্য বালুখালী পর্যন্ত রাস্তা অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
৪৯.	রাজস্থলী উপজেলাধীন ঘিলাছড়ি বাজার এলাকায় জামে মসজিদ পরিবার কল্যাণ অফিস হয়ে বৌদ্ধদের শশ্মান যাওয়ার রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণ।	১০.০০	
৫০.	রাজস্থলী উপজেলাধীন রাবার বাগান লিংক সংযোগ রাস্তা নির্মাণ।	২০.০০	
৫১.	রাজস্থলী উপজেলাধীন মহব্বত পাড়া যাওয়ার রাস্তা শুক্কুর বাড়ির পাশে রাস্তা সংস্কার।	৭.০০	
৫২.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়নের পাংখোয়া পাড়া রেস্ট হাউজ ঘাটে সিঁড়ি নির্মাণ।	৭.০০	
৫৩.	কাউখালী উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম সংযোগ রাস্তা হতে রাজখালী রাস্তা উন্নয়ন।	১০.০০	
৫৪.	কাউখালী উপজেলাধীন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা বাড়ি হইতে আলাউদ্দিন এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	৮.০০	
৫৫.	কাউখালী উপজেলাধীন তারাবুনিয়া কুলাবেচা ভায়া নাইল্যাছড়ি রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২০.০০	
৫৬.	কাউখালী উপজেলাধীন নাইল্যাছড়ি জুনিয়র বিদ্যালয়ের যাতায়াত রাস্তা নির্মাণ।	৮.০০	
৫৭.	কাউখালী উপজেলাধীন মনাইটেক আব্বাস আলী ঘোনা প্রতিরোধ দেওয়াল নির্মাণ।	৬.০০	
৫৮.	লংগদু উপজেলাধীন সোনাই ছড়া ফুটব্রীজের এপ্রোচ রোড নির্মাণ।	১২.০০	
	মোট	**৩৫৭.০০**	
	ধর্মীয় কার্যক্রম		
৫৯.	সদর উপজেলাধীন সিলেটি পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৫.০০	
৬০.	সদর উপজেলাধীন তবলছড়ি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১০.০০	
৬১.	সদর উপজেলাধীন শ্রী শ্রী রামমন্দির সীমান প্রাচীর নির্মাণ।	৭.০০	
৬২.	সদর উপজেলাধীন লেমুছড়ি পাড়া অরণ্য মেডিটেশন সেন্টার এর চতুর্দিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২৫.০০	
৬৩.	সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি প্রশংসা ব্যাপ্টিস্ট চার্চের পাস্টার কোয়ার্টার কাম মেডিটেশন রুম নির্মাণ।	১০.০০	
৬৪.	সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি ইউনিয়নে রাঙ্গামাটি হোমল্যান্ড ব্যাপ্টিস্ট চার্চের ঘরের ছাউনি ও সিলিং সংস্কার।	৫.০০	
৬৫.	সদর উপজেলাধীন বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নে ভারবোচাপ বনবিহারে কক্ষ নির্মাণ।	৬.০০	
৬৬.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন রুপকারী ইউনিয়নে নাইগ্যাছড়ি বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
৬৭.	কাউখালী উপজেলাধীন শিয়ালবুক্ষ্যা বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
৬৮.	সদর উপজেলাধীন খিপ্ল্যা পাড়া জামে মসজিদ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৮.০০	
৬৯.	সদর উপজেলাধীন দেওয়ান পাড়া ধর্মাংকুর বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।	৫.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
৭০.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইছড়ি বায়তুন নূর উপজেলা কোয়াটার জামে মসজিদ সংস্কার।	৫.০০	
	কাপ্তাই উপজেলাধীন চিৎমরম বাজার জামে মসজিদ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	১০.০০	
৭১.	কাপ্তাই উপজেলাধীন বারুদঘোনা মৌজা বেথেল পাংখোয়া পাড়া গীর্জা নির্মাণ।	৮.০০	
৭২.	কাপ্তাই উপজেলাধীন কেপিএম জামে মসজিদের ছাদ মেরামত করণ।	৫.০০	
৭৩.	কাপ্তাই উপজেলাধীন ডংনালা শাক্য নন্দ বৌদ্ধ বিহারে য়ংধং নির্মাণ।	১০.০০	
৭৪.	কাপ্তাই উপজেলাধীন মতিপাড়া বৌদ্ধ বিহারে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	১০.০০	
৭৫.	কাপ্তাই উপজেলাধীন রাইখালী বাজারে জাদী বিহার ভাবনাকেন্দ্র নির্মাণ।	১৪.০০	
৭৬.	কাপ্তাই উপজেলাধীন জনকল্যান বৌদ্ধ বিহারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	১০.০০	
৭৭.	কাপ্তাই উপজেলাধীন বায়তুল সালাম জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
৭৮.	সদর উপজেলাধীন ৬নং বালুখালী ইউনিয়ন ২নং ওয়ার্ড কিল্ল্যা পাহাড় বাঙ্গালী পাড়া জামে মসজিদ।	১০.০০	
৭৯.	সদর উপজেলাধীন ৬নং বালুখালী ইউনিয়ন ৭নং ওয়ার্ড হাজাছড়া জেতবন বৌদ্ধ বিহার।	১০.০০	
৮০.	সদর উপজেলাধীন ৫নং বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নে ৫নং ওয়ার্ড ধর্মোদয় বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৫.০০	
৮১.	সদর উপজেলাধীন ২নং মগবান ইউনিয়নে আমছড়ি মিলনপুর বৌদ্ধ বিহারে ভবন নির্মাণ।	১৫.০০	
৮২.	সদর উপজেলাধীন বুদ্ধাংকুর বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০.০০	
৮৩.	সদর উপজেলাধীন পৌর ৫নং ওয়ার্ড মুসলিম পাড়া মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
৮৪.	সদর উপজেলাধীন শান্তিনগর জামে মসজিদ নির্মাণ।	১০.০০	
৮৫.	সদর উপজেলাধীন মনসা মন্দির নির্মাণ।	১০.০০	
৮৬.	সদর উপজেলাধীন বালুখালী আদারপাহাড় জামে মসজিদ নির্মাণ।	১০.০০	
৮৭.	লংগদু উপজেলাধীন হরি মন্দির অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
৮৮.	লংগদু উপজেলাধীন খাগড়াছড়ি বাজার জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
৮৯.	লংগদু উপজেলাধীন পশ্চিম জালালাবাদ গ্রামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২০.০০	
৯০.	লংগদু উপজেলাধীন কাট্টলী বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৭.০০	
৯১.	লংগদু উপজেলাধীন মাইনীমুখ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৪.০০	
৯২.	লংগদু উপজেলাধীন কামাল চেয়ারম্যানের টিলায় জামে মসজিদ ঘর নির্মাণ।	৪.০০	
৯৩.	বরকল উপজেলাধীন কুসুমছড়ি মনোরম বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৭.০০	
৯৪.	বরকল উপজেলাধীন শ্রী শ্রী হরি মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৬.০০	
৯৫.	বরকল উপজেলাধীন ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়নের ছোট হরিণা বাজার মসজিদের সংস্কার।	৬.০০	
৯৬.	বরকল উপজেলাধীন ২নং বরকল ইউনিয়নের বেগেনাছড়ি স্বধর্ম রত্ন বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ।	১০.০০	
৯৭.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন চৌধুরীছড়া আয্য বিমুক্তি বন ভাবনা কেন্দ্রে ভিক্ষু শ্রামণের ভোজনশালা নির্মাণ।	৭.০০	
৯৮.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন চৌদ্দ মাইল করুনা বনবিহারের ভিক্ষু শ্রামনের আবাসিক ভবন নির্মাণ।	৮.০০	
৯৯.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন কালী মন্দিরের লেট্রিন ও ভবন সংস্কার।	৫.০০	
১০০.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন ৮নং টিলা জামে মসজিদে বৈদ্যুতিক করণ এবং তের মাইল বিমুক্তি ভাবনা কেন্দ্রে মেরামত।	৫.০০	
১০১.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন সাবেক্ষং ইউনিয়নের ডুলুছড়ি শ্রাবস্তী বনভাবনা কুটিরে ভিক্ষু শ্রামণের আবাসিক ভবন নির্মাণ।	৮.০০	
১০২.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বুড়িঘাট ১২ নং টিলা জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
১০৩.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গালতলী বি ব্লক বৌদ্ধ বিহার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১৫.০০	
১০৪.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মারিশ্যা ইউঃ তুলাবান বৌদ্ধ বিহারের ভোজনশালা নির্মাণ।	৫.০০	
১০৫.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন রুপকারী ইউঃ পাকুজ্যাছড়ি বৌদ্ধ বিহারের মুল ভবন নির্মাণ।	৭.০০	
১০৬.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গালতলী ইউঃ আজলচুগ বনবিহারের দেশনাঘর নির্মাণ।	৭.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
১০৭.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউঃ বাঘাইহাট বাজারের শ্রী শ্রী কালী মন্দির নির্মাণ।	৫.০০	
১০৮.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন আমতলী ইউঃ পাক্কোয়াখালী মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৫.০০	
১০৯.	বাঘাইছড়ি পৌরসভায় এফ ব্লক পূর্ব পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ।	৫.০০	
১১০.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন ধামাইছড়া বৌদ্ধ বিহারের বাউন্ডারী ওয়াল সম্প্রসারণ।	৭.০০	
১১১.	রাজস্থলী উপজেলাধীন উত্তর ধলিয়া নতুনপাড়া মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার এর ধর্মদেশনা ও ভোজনশালা নির্মাণ।	১৫.০০	
১১২.	রাজস্থলী উপজেলাধীন ৪নং বলিপাড়া ক্যাথলিক গীর্জা অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
১১৩.	রাজস্থলী উপজেলাধীন গাইন্দ্যা হেডম্যানপাড়ায় জাদি নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
১১৪.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়নের দোসরি পাড়া বৌদ্ধ বিহার দেশনাঘর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৮.০০	
১১৫.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়নের ছাক্রাছড়ি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	৯.০০	
১১৬.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারুয়া ইউনিয়নের তক্তানালা মারমা পাড়া বৌদ্ধ বিহারের ফ্লোর পাকাকরণ।	৫.০০	
১১৭.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন দীঘলছড়ি কেন্দ্রিয় বৌদ্ধ বিহার ভবন উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ।	১০.০০	
১১৮.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন কেংড়াছড়ি ইউনিয়নে হিজাছড়ি ঢেবাছড়ি বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষুশালা নির্মাণ।	৯.০০	
১১৯.	কাউখালী উপজেলাধীন কাউখালী থানার মসজিদ নির্মাণ।	১০.০০	
১২০.	কাউখালী উপজেলাধীন কাঁশখালী জামে মসজিদ এর বাউন্ডারী ওয়াল ও অজুখানা নির্মাণ।	১০.০০	
১২১.	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া শ্রী শ্রী গীতা মন্দিরের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	১০.০০	
১২২.	কাউখালী উপজেলাধীন পঃনাইল্যাছড়ি জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন।	৬.০০	
১২৩.	কাউখালী উপজেলাধীন তারাবুনিয়া জাদি নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
১২৪.	কাউখালী উপজেলাধীন ডায়লংপাড়া ও পঃমনাইপাড়া বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।	৮.০০	
১২৫.	কাউখালী উপজেলাধীন ডাবুয়া পাইমুক্যা বৌদ্ধ বিহারের সীমাঘর নির্মাণ।	৮.০০	
	মোট	**৬০৪.০০**	
	সমাজ কল্যান, আত্ম সামাজিক ও নারী উন্নয়ন		
১২৬.	সদর উপজেলাধীন উত্তর বিহারপুর কমিনিউটি সেন্টার নির্মাণ।	১৫.০০	
১২৭.	সদর উপজেলাধীন পৌর এলাকায় দুঃস্থ মহিলাদের সেলাই মেশিন বিতরণ।	১০.০০	
১২৮.	সদর উপজেলাধীন ৬নং বালুখালী ইউনিয়ন ২নং কিল্ল্যা পাহাড় এলাকায় ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মহাশশ্মান খোলার গৃহ নির্মাণ।	১০.০০	
১২৯.	সদর উপজেলাধীন দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	২.০০	
১৩০.	সদর উপজেলাধীন লেমুছড়ি শশ্মানের বাউন্ডারী ওয়াল ও লাশ ঘর নির্মাণ।	১০.০০	
১৩১.	লংগদু উপজেলাধীন দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	৮.০০	
১৩২.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন পুরাতন বাজার কবর স্থানে রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ।	১০.০০	
১৩৩.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন সাপমারায় শশ্মান সেড নির্মাণ।	৫.০০	
১৩৪.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন দুঃস্থ মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ।	৫.০০	
১৩৫.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন খেদারমারা ইউনিয়নে খেদারমারা গ্রামে শশ্মানের উন্নয়ন।	৫.০০	
১৩৬.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন বিত্তহীন, সহায়সম্বলহীন মহিলাদের জন্য এবং ঐতিহ্যবাহী কোমর তাঁতকে উৎসাহিত করার লক্ষে ১০০০ সেট রেয়ন সুতা সরবরাহ।	১০.০০	
১৩৭.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন গরীব জনসাধরণের মাঝে ঢেউটিন সরবরাহ।	৫.০০	
১৩৮.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন বিভিন্ন গ্রামে দারিদ্র মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ।	৫.০০	
১৩৯.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়নের দারিদ্র বিমোচনের পাংখোয়া পাড়া মহিলা সমিতি তাঁত শিল্পের জন্য সুতা ক্রয় ও তাত মেশিন মেইনটেইন্যান্স।	৫.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
	মোট	**১০৫.০০**	
	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ		
১৪০.	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া কেন্দ্রীয় শশ্মান সংলগ্ন সেচ ড্রেন নির্মাণ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৩৫.০০	
১৪১.	সদর উপজেলাধীন বিহারপুর সংযোগ বাঁধে মাটি ভরাট ও পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ।	১০.০০	
১৪২.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মারিশ্যা ইউনিয়নে তুলাবান গ্রামে পিত্তিছড়া বাঁধ হতে পিত্তিপাড়া সেচ নালা নির্মাণ।	৮.০০	
১৪৩.	লংগদু উপজেলাধীন বড়াদম গ্রামে লহর চাকমা বাড়ীর পাশে মৎস্য বাঁধ নির্মাণ।	৫.০০	
১৪৪.	কাপ্তাই উপজেলাধীন কাপ্তাই ইউনিয়নে নতুন বাজার লক গেইট এলাকায় ড্রেন নির্মাণ।	১০.০০	
১৪৫.	কাপ্তাই উপজেলাধীন কাপ্তাই কৃষি অফিস সংস্কার।	১০.০০	
১৪৬.	লংগদু উপজেলাধীন যুবলক্ষীপাড়া ইসমাইলের বাগান সংলগ্ন মৎস্য বাঁধ নির্মাণ।	৫.০০	
১৪৭.	লংগদু উপজেলাধীন তিনটিলাপাড়া সোহারাবের বাঁধের পাশে গার্ড ওয়াল নির্মাণ।	৪.০০	
১৪৮.	লংগদু উপজেলাধীন হাজাছড়া সোহাগের মৎস্য বাঁধের পাশে গার্ড ওয়াল নির্মাণ।	৩.০০	
১৪৯.	লংগদু উপজেলাধীন বাজার সংলগ্ন মৎস্য বাঁধ নির্মাণ।	৫.০০	
১৫০.	বরকল উপজেলাধীন ১নং সুবলং ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের পানছড়ি গ্রামের হেভেন চাকমার আত্ম কর্মসংস্থানের লক্ষে পুকুর খনন।	৮.০০	
১৫১.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন নাঙ্গেল পাড়ায় কৃষি সেচ নালা খনন।	৩.০০	
১৫২.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন পূর্ব সিজক গ্রামে ক্যামেলিয়া চাকমার জমিতে সেচ নালা খনন ও চিন্তারামছড়া গ্রামে খগেন্দ্র লাল চাকমার জমিতে মৎস্য বাঁধ নির্মাণ।	৪.০০	
১৫৩.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মারিশ্যা ইউঃ মুসলিম ব্লক গুচ্ছগ্রাম হতে পুরাতন মারিশ্যা কাচালং নদী পর্যন্ত সেচ ড্রেন।	৫.০০	
১৫৪.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গালতলী ইউঃ ঝগড়াবিল গ্রামের কাচালং পাড়া সুরসেন চাকমার বাড়ী হতে ভয়ংকর চাকমার জমি পর্যন্ত সেচ নালা নির্মাণ।	৫.০০	
১৫৫.	রাজস্থলী উপজেলাধীন মংপুথোয়াই জমির উপর বাঁধ ও নালা নির্মাণ।	৮.০০	
১৫৬.	রাজস্থলী উপজেলাধীন গাইন্দ্যা ইউনিয়নের চুশাকপাড়া থুইগ্যা মারমা জমির উপর বাঁধ নির্মাণ।	৬.০০	
১৫৭.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ছাক্রাছড়িমুখ শিকবুছড়াতে কৃষি ও মৎস্য বাঁধ নির্মাণ।	৫.০০	
১৫৮.	কাউখালী উপজেলাধীন ছোটডলু রাস্তা ও কৃষি ড্রেন নির্মাণ।	১৫.০০	
	মোট	**১৫৪.০০**	
	স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও পানীয় জল		
১৫৯.	বরকল উপজেলাধীন রংগছড়ি পাড়া কেন্দ্রে ওয়াশ ব্লক ও সেনিটারী টয়লেট নির্মাণ।	৪.০০	
১৬০.	বরকল উপজেলাধীন ৫নং হরিণা ইউনিয়নের মাঝিপাড়া, নোয়াপাড়া, শুকনাছড়ি, ডেবাছড়ি, তৈবাং এলাকায় আরএফএল পাইপের মাধ্যমে গাজী ট্যাংক স্থাপন পূর্বক ঝরনা হতে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা।	৪.০০	
১৬১.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন ফকিরাছড়ি ও মৈদং এর বাজার থল গ্রামে জি,এফ,এস পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ।	৫.০০	
১৬২.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন মৈদং ইউনিয়নের বারাবান্যে ও জুরাছড়ি ইউনিয়নের শিলছড়িস্থ জি,এফ,এস পাইপ লাইন সংস্কার ও মেরামত।	৫.০০	
১৬৩.	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার শৌচাগার নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
	মোট	**২৮.০০**	
	পূর্ত ও অবকাঠামো উন্নয়ন		
১৬৪.	সদর উপজেলাধীন রিজিয়ন অফিস সংলগ্ন বিশেষ অতিথি শালা নির্মাণ।	৩০.০০	
১৬৫.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন জোন সদরে জোনাল অফিস নির্মাণ।	২৫.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
১৬৬.	সদর উপজেলাধীন চাকমা রাজার অফিস ভবন ও পুরাতন অফিস সংস্কার।	১০.০০	
১৬৭.	সদর উপজেলাধীন এ.এস,ইউ আবাসিক ভবন নির্মাণ।	৩০.০০	
১৬৮.	সদর উপজেলাধীন পুলিশ লাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভাঙ্গন রোধে ওয়াল নির্মাণ।	১০.০০	
১৬৯.	সদর উপজেলাধীন রাঙ্গাপানি শশ্মান ভাঙ্গন প্রতিরোধ ধারক দেওয়াল নির্মাণ।	২০.০০	
১৭০.	রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ তোরন নির্মাণ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন ও মুল ভবনের সামনে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।	৪০.০০	
১৭১.	জেলা পরিষদ মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার কক্ষ সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহ।	১০.০০	
১৭২.	সদর উপজেলাধীন পূর্ব ট্রাইবেল আদামের উষাংমা চৌধুরী বাড়ি হতে তড়িৎ চাকমার বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	১০.০০	
১৭৩.	সদর উপজেলাধীন কর্ণফুলী সমিতি ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন।	৫.০০	
১৭৪.	সদর উপজেলাধীন এন,এস,আই ভবন মেরামত।	২০.০০	
১৭৫.	সদর উপজেলাধীন উপজেলা পরিষদের সামনে বীর মুক্তিযুদ্ধ শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ উন্নয়ন।	২০.০০	
১৭৬.	কাউখালী উপজেলাধীন ফরেনার রিসিপশন কেন্দ্র অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২০.০০	
১৭৭.	কাউখালী উপজেলাধীন বঙ্গবন্ধু মুর‍্যালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৮.০০	
১৭৮.	সদর উপজেলাধীন চেয়ারম্যান বাসভবন অফিসে আসবাবপত্র সরবরাহ ও উন্নয়ন।	১০.০০	
১৭৯.	লংগদু উপজেলাধীন কাঠ ব্যবসায়ী সমিতি অফিস ভবন নির্মাণ।	১০.০০	
১৮০.	সদর উপজেলাধীন পুরাতন বাস স্টেশন শেখ রাসেল স্মৃতি সংসদ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২০.০০	
১৮১.	কাপ্তাই উপজেলা পরিষদে কাবরী কক্ষে সাউন্ড সিস্টেম উন্নয়ন ও এসি সরবরাহ।	১০.০০	
১৮২.	কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ প্রশাসনিক ভবন উন্নয়ন ও আসবাবপত্র সরবরাহ।	১০.০০	
১৮৩.	সদর উপজেলাধীন আবাহনী ক্লাব ভবন নির্মাণ।	১০.০০	
১৮৪.	সদর উপজেলাধীন ব্রাদার্স ক্লাব ভবন নির্মাণ।	১০.০০	
১৮৫.	সদর উপজেলাধীন আমানত বাগ শেখ রাসেল স্মৃতি সংসদ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
১৮৬.	সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি মানিকছড়ি বঙ্গবন্ধু পরিষদ ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
১৮৭.	সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি ইউনিয়নের যদাবল গ্রামে সমবায় সমিতি ভবন কাম মার্কেট নির্মাণ।	২০.০০	
১৮৮.	সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি জাগরণ ক্লাব ভবন নির্মাণ।	১০.০০	
১৮৯.	লংগদু উপজেলাধীন তিনব্রিজ বটতলা শহীদ মিনারের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	৪.০০	
১৯০.	লংগদু উপজেলাধীন বৈচিত্র বিলাস পার্কের উন্নয়ন।	৫.০০	
১৯১.	বরকল উপজেলা পরিষদ চত্বরে শহীদ মিনার নির্মাণ।	৫.০০	
১৯২.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্মৃতি ভবনের বৈদ্যুতিক করণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ।	৫.০০	
১৯৩.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বিহারাস্থ বামফিল্যান্ড বৌদ্ধ শশ্মানের রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ।	১০.০০	
১৯৪.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও ইসলামপুর শেখ রাসেল স্মৃতি সংসদ মেরামত।	৫.০০	
১৯৫.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন রুপকারী ইউঃ কাচালং শিশু সদনের পূর্ব দক্ষিণে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	৫.০০	
১৯৬.	জুরাছড়ি সদরে বঙ্গবন্ধু মুর‍্যালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৫.০০	
১৯৭.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়নের ১৩১ নং বল্লাছড়া মৌজার হেডম্যান কার্যালয় অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৭.০০	
১৯৮.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন শেখ রাসেল স্মৃতি সংসদ ক্লাব ঘর সংস্কার ও লেট্রিন নির্মাণ।	৪.০০	
১৯৯.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন কেংড়াছড়ি গাছকাটাছড়া যুব ক্লাব নির্মাণ।	৫.০০	
২০০.	কাউখালী উপজেলাধীন কাউখালী সদরে অফিসার্স ক্লাব কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২৫.০০	
২০১.	সদর উপজেলাধীন প্রবীন পার্ক রিক্রেয়েশন সেন্টারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
	মোট	**৪৮৩.০০**	
	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক		

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
২০২.	সদর উপজেলাধীন মারী স্টেডিয়াম মাঠ সংস্কার।	১০.০০	
২০৩.	সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি কালচার ইনস্টিটিউট এ সংগীত কক্ষ উন্নয়ন।	৭.০০	
২০৪.	সদর উপজেলাধীন বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম সরবরাহ।	৮.০০	
২০৫.	সদর উপজেলাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ।	৫.০০	
২০৬.	বরকল উপজেলাধীন স্কুল, কলেজ ও ক্লাবে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সামগ্রী সরবরাহ।	১০.০০	
২০৭.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন বিভিন্ন বিদ্যালয় ও সামাজিক সংগঠনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সামগ্রী বিতরণ।	৮.০০	
২০৮.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন দীঘলছড়ি যুব সংঘ, ধুপ্যাচর তরুন সংঘ এবং দোসরি পাড়া মডেল ক্লাব এর জন্য বাদ্যযন্ত্র এবং আসবাবপত্র সরবরাহ।	৫.০০	
	মোট	**৫৩.০০**	
	আয়বর্ধন, ভূমি ও হাট বাজার		
২০৯.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন দুরছড়ি বাজারের কমিউনিটি সেন্টারের ছাদের প্যাটেন্ট স্টোন ঢালাই ও ছাদের রেলিং।	৫.০০	
২১০.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন জুরাছড়ি ইউনিয়নের লুলাংছড়ি বিরোস চাকমার দোকানের পাশে বাজার সেড নির্মাণ।	৪.০০	
	মোট	**৯.০০**	
	সর্বমোট উন্নয়ন	**১৯৫০.০০**	
২১১.	সংস্থাপন	**১০০০.০০**	
	সর্বমোট (উন্নয়ন + সংস্থাপন)	**২৯৫০.০০**	
	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড- নং- ২২১০০০৯০০)		
	শিক্ষা এবং তথ্য ও প্রযুক্তি		
২১২.	বরকল উপজেলাধীন সুবলং উচ্চ বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ। (২৪০ ব.মি.)	৮.৮৩	
২১৩.	লংগদু উপজেলাধীন লংগদু নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ। (১২৫ ব.মি.)	২৫.০০	
২১৪.	কাপ্তাই উপজেলাধীন রাইখালী ইউনিয়নে নারানগিরি মূখ পাড়া মহোউপঞ্চায়্যা পারমী ছাত্রী নিবাস নির্মাণ। (১৫০ বঃমিঃ)	২৬.৯৯	
২১৫.	কাউখালী উপজেলাধীন বড়ডলু পাড়া আনন্দ বৌদ্ধ বিহার ও পালি শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ। (১৮২.২৫ ব.মি.)	৫.০০	
২১৬.	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ কাম ফোরকানিয়া মাদ্রাসা নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। (২৫০ ব.মি.)	৪.৬৭	
২১৭.	রাজস্থলী উপজেলাধীন নাড়ামুখ মহাসুখ বিদ্যাচরন বিদর্শন ভাবনা ও বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ। (১৯০ ব.মি.)	৩১.২৫	
২১৮.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলা সদরে দ্বিতলা ভবন ছাত্রাবাস এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। (৪০০ ব.মি.)	১৫.০০	
২১৯.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ। (১০৬.৯৪ বঃমিঃ)	৪.৬৫	
২২০.	সদর উপজেলাধীন বায়তুশ শরফ মাদ্রাসার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২৬.৮০	
২২১.	সদর উপজেলাধীন তবলছড়িস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। (১০৫ বঃমিঃ)	২২.৭৪	
	মোট	**১৭০.৯৩**	
	যোগাযোগ		
২২২.	সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি ইউনিয়নে মানিকছড়ি পশ্চিম বাঙ্গালী পাড়ায় রাস্তা নির্মাণ।	৭.৫০	
২২৩.	লংগদু উপজেলাধীন ঝর্ণাটিলা রাস্তায় আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ।	৭.৫০	
২২৪.	সদর উপজেলাধীন লেকার্স স্কুল এন্ড কলেজ ও বনরূপা আলিফ মার্কেট এর মাঝে আরসিসি গার্ডার	৫.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
	ব্রিজ নির্মাণ।		
২২৫.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন আরণ্যক হলিডে কটেজ সংযোগ রাস্তায় আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ।	১৮.৭৫	
২২৬.	সদর উপজেলাধীন কালিন্দীপুর হ্যাচারী রাস্তায় গার্ডার ব্রীজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২৫০.০০	
২২৭.	সদর উপজেলাধীন কাইন্দা ক্ষারিক্ষ্যং মুখ রাস্তা নির্মাণ।	৩০.৫১	
২২৮.	সদর উপজেলাধীন অনিল চাকমার ঘাট হইতে জহরলাল চাকমার ঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	৩০.১০	
২২৯.	কাপ্তাই উপজেলাধীন মুরালী পাড়া বিজিবি ক্যাম্প মেইন রাস্তা হইতে কুকিমারা মারমা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	৪৩.২২	
২৩০.	কাউখালী উপজেলাধীন পূর্ব লুঞ্জিপাড়া হইতে পশ্চিম লুঞ্জিপাড়া রাস্তা এইবিবি করণ।	৭.৪৯	
২৩১.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন সদরে ছাত্রাবাস ব্রীজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০৯.২৩	
২৩২.	রাজস্থলী উপজেলাধীন রাবার বাগান পাইদং পাড়া হতে স্বশ্মান যাত্রী ছাউনি ভায়া তরগুপাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (মাটি কাটা- ৪.৫ কি:মি.)	৪৫.০০	
২৩৩.	রাজস্থলী উপজেলাধীন বালুমোরা রাস্তা হতে কেছি পাড়া হইয়া কমলছড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (মাটি কাটা- ৫ কি:মি.	৪৫.০০	
২৩৪.	সদর উপজেলাধীন সুখী নীলগঞ্জ পুলিশ লাইন্স হইতে হ্যাচারী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (বিসি রোড- ৪৫০ মিঃ, আরসিসি ওয়াল- ৪৫ মিঃ)	৪৩.৬৮	
২৩৫.	সদর উপজেলাধীন চেয়ারম্যান বাস ভবনের পুলিশের রান্নাঘর, এপ্রোচ রাস্তা, ড্রেইন, সীমানা প্রাচীর পুকুরের সিঁড়ি, গাড়ি পার্কিং টাইলস লাগানো ও আসবাবপত্র সরবরাহসহ আনুসাংগিক কাজ করণ। (রান্না ঘর- ১৫ বঃমিঃ, রাস্তা- ৯৬ মিঃ, ড্রেইন- ৩০ মিঃ, সিঁড়ি- ৬ মিঃ, পার্কিং টাইলস- ২৮২.৬ মিঃ)	১৪.০৪	
২৩৬.	কাউখালী উপজেলাধীন মাঝে পাড়া হতে কোলা পাড়া রাস্তায় ব্রিজ নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। (৩০ মি.)	২৭.৫০	
২৩৭.	কাউখালী উপজেলাধীন ডাবুয়া কে,পি চৌধুরী পাড়া হতে রক্তছড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। (৩ কি:মি.)	২৪.২৮	
২৩৮.	রাজস্থলী উপজেলাধীন ঘিলাছড়ি ইউনিয়নে নোয়াপাড়া এলজিইডি রাস্তা হতে হাজী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা উন্নয়ন। (৭৫০ মি.)	৩৬.২৭	
২৩৯.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন উপজেলা সদর হইতে মধ্য বালুখালী গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। (আরসিসি- ৫০০ মিঃ)	৩.৯৫	
২৪০.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মারিশ্যা ইউনিয়নে ফুলেশ্বর কার্বারী পাড়া হতে কজোইছড়ি বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (৭৯০ মিঃ)	৯.৬২	
২৪১.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন তুলাবান গ্রামে উন্নয়ন বোর্ড রাস্তা হতে রঞ্জন পাড়া ভায়া বারিবিন্দু ঘাট পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (৮৭০ মিঃ)	২৫.০০	
২৪২.	কাপ্তাই উপজেলাধীন চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নে মিতিঙ্গাছড়ি রাস্তা হইতে মার্মা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (৫০০ বঃমিঃ)	২৭.৫০	
২৪৩.	সদর উপজেলাধীন সার্কিট হাউস ও সিও অফিস এর মধ্যবর্তী স্থানে পানি নিস্কাশন ড্রেইন ফুটপাত নির্মাণ। (৪৫০ মিঃ)	২৩.৭১	
২৪৪.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ২ নং মগবান ইউনিয়নের অন্তর্গত দোখাইয়ফ পাড়াথ লঞ্চঘাট হতে তারেঙ্গাপাড়া হইয়া কর্ণফুলি পাড় পর্যন্ত ১০ কি.মি.রাস্তা মাটি কাটার মাধ্যমে উন্নয়ন।	৬০.০০	
২৪৫.	সদর উপজেলাধীন জীবতলী রাবার বাগান সড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২২.৭০	
২৪৬.	সদর উপজেলাধীন আরণ্যক হলিডে কটেজ সংযোগ রাস্তায় আরসিসি গার্ডার ব্রিজ এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১৫০.০০	
২৪৭.	কাপ্তাই উপজেলাধীন মহাজনপাড়া সড়ক হইতে দক্ষিণ দেবতাছড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	৪৫.০০	
২৪৮.	সদর উপজেলাধীন লেকার্স স্কুল এন্ড কলেজ ও বনরূপা আলিফ মার্কেট এর মাঝে আরসিসি গার্ডার ব্রিজ এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০০.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
	মোট	**১২১২.৫৫**	
	ভৌত অবকাঠামো		
২৪৯.	সদর উপজেলাধীন পুরাতন বিশ্রামাগার সংলগ্ন জেলা পরিষদের মার্কেট ও রেস্ট হাউস নির্মাণ।	১৫.৫০	
২৫০.	সদর উপজেলাধীন হ্যাচারী এলাকায় জেলা পরিষদ স্টাফদের কোয়াটার সম্প্রসারণ।	২৬.৩১	
২৫১.	সদর উপজেলাধীন চেয়ারম্যান বাসভবনের জন্য সীমানা প্রাচীর ও সিড়ি নির্মাণ।	১১.২৪	
২৫২.	সদর উপজেলাধীন চেয়ারম্যান বাস ভবনের পূর্ব পার্শ্বে কুমিরের পুরাতন স্থাপনা অপসারণ ও ধারক দেওয়াল নির্মাণ।	১৪.৮৭	
২৫৩.	সদর উপজেলাধীন ফ্রেন্ড ক্লাবের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৫.০০	
২৫৪.	সদর উপজেলাধীন জেলা পরিষদের পুরাতন বিশ্রামাগার মেরামত করণ।	২.৩৬	
২৫৫.	বরকল উপজেলাধীন সুবলং সেনা ক্যাম্পের পার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।	৯.৭৮	
২৫৬.	কাউখালী উপজেলাধীন অফিসার্স ক্লাব ভবন নির্মাণ।	১.৮০	
২৫৭.	সদর উপজেলাধীন পৌর এলাকায় বঙ্গবন্ধু গবেষনা কেন্দ্র ও গণ গ্রন্থাগার নির্মাণ।	৩৫.১০	
২৫৮.	লংগদু উপজেলাধীন লংগদু আর্মি জোন সংলগ্ন ব্যারাক নির্মাণ।	২১.৮৪	
২৫৯.	সদর উপজেলাধীন হ্যাচারী এলাকায় জেলা পরিষদ কোয়ার্টার সম্প্রসারণ।	৩১.৩৬	
২৬০.	সদর উপজেলাধীন সোনালী ব্যাংক, নিউ কোর্ট বিল্ডিং শাখার নিজস্ব জায়গায় সামাজিক ভাতাভোগীদের জন্য নির্মাণাধীন অপেক্ষাগার এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২.৩৭	
২৬১.	রাঙ্গামাটি জেলায় আত্ম-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প।	৩০.০০	
২৬২.	লংগদু উপজেলাধীন লংগদু আর্মি ক্যাম্পে আসবাবপত্র সরবরাহ। (১২৫ টি)	৬.৩১	
২৬৩.	বরকল উপজেলাধীন সুভলং আর্মি ক্যাম্পের ঘাটে আরসিসি সিঁড়ি, রাস্তায় রিটেইনিং ওয়াল ও সেনা ক্যাম্পে গেস্ট হাউস সিকিউরিটি ঘর নির্মাণ। (রিটেইনিং ওয়াল- ৭৮ ব.মি., সিঁড়ি- ২০ মি., রাস্তা- ১০০ মি., গেস্ট হাউস- ১০০ ব.মি.)	৪৮.৭৭	
২৬৪.	সদর উপজেলাধীন ডিসি বাংলো সামনে কাপ্তাই লেকের পানি দ্বারা ভাঙ্গন রক্ষার্থে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ। (মাটি ভরাট- ২৪০ মিঃ, ওয়াল- ১২০ মিঃ)	৪.৭২	
২৬৫.	সদর উপজেলাধীন এএসপি বাসার সামনে এবং পলওয়েল পার্কে রিটেইনিং ওয়াল ও মাটি ভরাট করণ। (মাটি ভরাট- ১৭২.৫ মিঃ, আরসিসি ওয়াল- ৬০ মিঃ)	৫.২১	
২৬৬.	সদর উপজেলাধীন চেয়ারম্যান বাস ভবনের বিদ্যুতের কাজ, স্যানিটারী কাজ, মাঠে মাটি ভরাট, পর্দা সরবরাহ, গ্রীল লাগানো, ছাদে গ্রাস লাগানো, এ,সি সরবরাহ, ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন এবং রং ও আনুসাঙ্গিক কাজ। (মাটি ভরাট- ৬০ মিঃ, আরসিসি ওয়াল- ১০০ মিঃ, ড্রেইন- ৬০ মিঃ, টিউব ওয়েল- ১টি, এসি- ৬ টি, গ্লাস- ১৮.৯ বঃমিঃ)	১০.৮৯	
২৬৭.	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন অডিটোরিয়াম ও ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। (১০৮০ ব.মি.)	৮০.৭৪	
২৬৮.	কাউখালী উপজেলাধীন অগ্রজ নাগরিক পরিষদ ভবন নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। (১৮২.২৫ ব.মি.)	৪.৬৬	
২৬৯.	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া কেন্দ্রীয় শ্বশ্মান উন্নয়ন। (আরসিসি ওয়াল- ১০০ মি., বাউন্ডারী ওয়াল- ১৭০ মি.)	৬.০০	
২৭০.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন চাকুরীজীবি কল্যান সমিতির জমিনে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। (৩৬৬ বঃমিঃ)	৩২.০৪	
	মোট	**৪০৬.৮৭**	
	ধর্মীয়		
২৭১.	বরকল উপজেলাধীন শ্রাবস্তী বন বিহারে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৯.৭৩	
২৭২.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক রুইলুই এলাকায় মসজিদ নির্মাণ।	৭.৫০	
২৭৩.	বরকল উপজেলাধীন সুবলং ইউনিয়নে ইসলামপুর মসজিদ নির্মাণ। (১৫৬ ব.মি.)	৬.০০	
২৭৪.	লংগদু উপজেলাধীন ডানে আটারকছড়া আর্যগিরি বন বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। (১৭৫	৪৭.৫০	

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
	ব.মি.)		
২৭৫.	কাপ্তাই উপজেলাধীন রাইখালী ইউনিয়নে রায় সাহেবের নারানগিরি বৌদ্ধ বিহারের রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ। (১০০ মিঃ)	৫.৮৩	
২৭৬.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন সুবলং শাখা বন বিহারের অথিতিশালা নির্মাণ। (৩১৫.৮৪ বঃমিঃ)	৫.০০	
২৭৭.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন ঘিলাছড়ি চৌধুরী ছড়া আর্য্য বিমুক্তি ভাবনা বন বিহার উন্নয়ন। (১০৭.০৫ বঃমিঃ)	৫.০০	
২৭৮.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং বাজারে শ্রী শ্রী কালি মন্দির এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। (২৩২.৩৭ বঃমিঃ)	৫.৬৩	
২৭৯.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মধ্যম পাড়া জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। (৩৫৯.৬০ বঃমিঃ)	৫.৭২	
২৮০.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নে রুইলুই পাড়া জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। (৪০২.৯৪ বঃমিঃ)	১৭.০৮	
২৮১.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গালতলী ইউনিয়নে বালুখালী বৌদ্ধ বিহারের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। (২৩০। (বঃমঃ)	২০.২৫	
২৮২.	সদর উপজেলাধীন ফোরমোন আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্রে বিহার নির্মাণ। (৯৫.৩০ বঃমিঃ)	২৭.০০	
২৮৩.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন রত্নাংকুর বনবিহার আটাশ বুদ্ধ ঘর এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। (১২৩ মিঃ)	১৩২.৬৮	
২৮৪.	সদর উপজেলাধীন মোনঘর এলাকায় পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের আবাসিক বিহার নির্মাণ। (১৫০ বঃমিঃ)	৭০.৩৩	
	মোট	**৩৬৫.২৫**	
	জনস্বাস্থ্য ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা		
২৮৫.	সদর উপজেলাধীন আধুনিক হাসপাতালের র‍্যাম নির্মাণ। (২৫ মিঃ)	৭.৮১	
২৮৬.	সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন।	১২.৫০	
২৮৭.	রাঙ্গামাটি পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।	৪০.০০	
	মোট	**৬০.৩১**	
	আয়বর্ধক, ভূমি ও হাটবাজার		
২৮৮.	সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজারস্থ জেলা পরিষদ কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। (৫৬৫ বঃমিঃ)	১০০.০০	
২৮৯.	সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি পিগ ফার্মের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	৫.০০	
২৯০.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং বাজার উন্নয়ন। (২২৫ মিঃ)	১৪.০৯	
	মোট	**১১৯.০৯**	
	সর্বমোট	**২৩৩৫.৭৫**	
	নতুন স্কিম		
	শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি		
২৯১.	কাপ্তাই উপজেলাধীন চিম্রং বৌদ্ধ বিহারে বুদ্ধ ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং শিক্ষা ও গবেষণা কমপ্লেক্স নির্মাণ।	১০০.০০	
২৯২.	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া ডিগ্রী কলেজ এর একাডেমী ভবন, ছাত্রাবাস কমপ্লেক্স নির্মাণ।	১০০.০০	
২৯৩.	সদর উপজেলাধীন চম্পকনগর কমিনিউটি সেন্টার লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ।	১০০.০০	
২৯৪.	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ছাত্রাবাস পরিচালনা ও বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা।	৭৫.০০	
২৯৫.	সদর উপজেলাধীন মোনঘর কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২০.০০	
২৯৬.	সদর উপজেলাধীন ওমদামিয়া হিল পৌর জুনিয়র হাই স্কুল এর ভবন সম্প্রসারণ।	১০.০০	
২৯৭.	সদর উপজেলাধীন তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্রাবাস, কুলা শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার কাম ছাত্রাবাস ও শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রম সংলগ্নে ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণ।	৩০.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
২৯৮.	সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি পাবলিক কলেজ ভবন অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৫০.০০	
২৯৯.	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নের ঘিলাছড়ি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও বেতবুনিয়া সুগারমিল ফোরকানিয়া জামে মসজিদ ও মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ।	২০.০০	
৩০০.	লংগদু উপজেলাধীন আটারকছড়া আগাপে শিশু উন্নয়ন ভবন নির্মাণ।	১০.০০	
৩০১.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন কাট্টলী ও বগাছড়ি আল-আমিন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।	২০.০০	
৩০২.	বরকল উপজেলাধীন ১নং সুবলং ইউনিয়নের হাজাছড়া উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রাবাসের দ্বিতলায় টিন সেড ঘর নির্মাণ।	১৫.০০	
৩০৩.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন দুমদুম্যা ইউনিয়নের বগাখালী বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।	১০.০০	
৩০৪.	রাজস্থলী উপজেলাধীন সায়দাইম্মা বৌদ্ধ বিহার আমছড়া পাড়ার মারমা ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র ও নাড়ামুখ ধাইম্মারক্ষিতা বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা ও মেডিটেশন সেন্টার নির্মাণ।	৪০.০০	
৩০৫.	লংগদু উপজেলাধীন দীপংকর তালুকদার গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের ও শান্তিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সেমি পাকা ও টিনসেড গৃহ নির্মাণ।	৫০.০০	
৩০৬.	কাপ্তাই উপজেলাধীন লোকনাথ মন্দিরের পাশে ছাত্রাবাস নির্মাণ।	১০.০০	
৩০৭.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নে চয়নালছড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।	১০.০০	
৩০৮.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং শিশু সদনে গ্রীল ও মগবান বৌদ্ধ বিহারে গ্লাস লাগানো।	১০.০০	
৩০৯.	সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজার সুন্নিয়া মাদ্রাসা নির্মাণ।	৪০.০০	
৩১০.	কাউখালী উপজেলাধীন চন্দ্র বংশ শিশু সদন সংলগ্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা ও মেডিটেশন সেন্টার নির্মাণ।	১০.০০	
	মোট	**৭৩০.০০**	
	যোগাযোগ		
৩১১.	সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি হ্যাচারী সড়কে বাঁধ সংস্কার।	১৫.০০	
৩১২.	সদর উপজেলাধীন বালুখালী ইউনিয়নের হারিখং মুখ হতে অনিল চাকমা ঘাট হয়ে জহর লাল ঘাট দুজরি ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০.০০	
৩১৩.	রাজস্থলী উপজেলাধীন ৫নং বাজার আরএনএইচ রাস্তা হতে মিজানের বাড়ী পর্যন্ত এবং ২নং শফিপুর সালামের দোকান হতে বড়ই বাগান আরএনএইচ রাস্তা ভায়া কুতুংছড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	৪০.০০	
৩১৪.	সদর উপজলাধীন ভেদভেদী লোকনাথ মন্দির সংলগ্ন রাস্তা ও ধারক ওয়াল নির্মাণ।	১৫.০০	
৩১৫.	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নের সাথে কলমপতি সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	২৫.০০	
৩১৬.	লংগদু উপজেলাধীন করল্যাছড়ি গ্রামের অজয় চাকমা (মিত্র) বাড়ি হইতে পেক্কছড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০.০০	
৩১৭.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মারিশ্যা ইউনিয়নে তুলাবান গ্রাম পিত্তিছড়া হইতে মহাজনপাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	১০.০০	
৩১৮.	সদর উপজেলাধীন খেপ্পাপাড়া হইতে লেমুছড়ি পাড়া রাস্তায় ব্রিজ এবং রাস্তা নির্মাণ।	১০.০০	
৩১৯.	সদর উপজেলাধীন জীবতলী ইউনিয়নে হাজাছড়ি তংচংগ্যা পাড়া হইতে কিশোরী মোহন পাড়া রাস্তা নির্মাণ।	১০.০০	
৩২০.	বরকল উপজেলাধীন ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়নের সরকার পাড়া এলাকায় মূল সংযোগ ব্রীজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১৫.০০	
৩২১.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন সদর ইউনিয়নের পাংখোয়া পাড়া গ্রামে তাঁত শিল্প কেন্দ্র হতে এসেম্বেলী হল পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।	২০.০০	
৩২২.	রাজস্থলী প্রধান সড়ক হইতে তরগু পাড়া ও পাইন্দ পাড়া হয়ে ম্রঙ্গাওয়া পাড়া পর্যন্ত ব্রীক সলিং করণ ও রাজস্থলী কলেজ হইতে ম্রোং ওয়াপাড়া ভায়া পোয়াইতু পাড়া রাস্তা নির্মাণ	২০.০০	
৩২৩.	কাউখালী উপজেলাধীন শামুকছড়ি ব্রিজ নির্মাণ ও আমছড়ি রাস্তা নির্মাণ।	৩৫.০০	
৩২৪.	কাউখালী উপজেলাধীন মাঝেরপাড়া ব্রিজ নির্মাণ।	৩০.০০	
৩২৫.	কাউখালী উপজেলাধীন বিনয়াংকুর বন বিহার সিঁড়ি নির্মাণ।	১০.০০	
৩২৬.	লংগদু উপজেলাধীন গাঁথাছড়া বড়কলোনী হতে গুলশাখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্থ ও মাটি ভরাট	২৫.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
	করণ।		
৩২৭.	কাপ্তাই উপজেলাধীন চিংম্রং হেডম্যানপাড়া থেকে ফরেস্ট অফিস হয়ে স্বশ্মান পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং প্রার্থনা ঘর ও শ্বশ্মানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০.০০	
৩২৮.	কাপ্তাই উপজেলাধীন চিংম্রং বাজারঘাট সিঁড়ি সংস্কার, যাত্রী ছাউনী ছাদ সংস্কার ও টয়লেট নির্মাণ এবং খ্রীস্টিয়ান মিশন হাসপাতাল প্রাধান সড়ক কার্পেটিং করণ।	৩০.০০	
৩২৯.	কাপ্তাই উপজেলাধীন কেপিএম এপ্রোচ রোড হইতে বারঘোনিয়া তালুকদার পাড়া রাস্তা ভাঙ্গন রোধ কল্পে ধারক দেওয়াল নির্মাণ।	২০.০০	
৩৩০.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন দুরছড়ি অমৃত লাল চাকমা বাড়ি হতে মহিষপয্যা গ্রাম পর্যন্ত সংযোগ রাস্তা ও মারিশ্যা ইউনিয়নে সুগত চাকমার বাড়ী হতে উন্নয়ন বোর্ড রাস্তা পর্যন্ত ব্রীক সলিং।	২০.০০	
৩৩১.	সদর উপজেলাধীন পৌর ২নং ওয়ার্ডে মহসীন কলোনী রাস্তা ও মগবান ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে গবঘোনা রাস্তা সংস্কার।	৪৫.০০	
	মোট	**৪৫৫.০০**	
	সমাজ কল্যান, আর্থ-সামাজিক ও নারী উন্নয়ন		
৩৩২.	কোভিড-১৯ ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থিক প্রণোদনা।	৪০.০০	
৩৩৩.	কাউখালী উপজেলাধীন পূর্ব মনাইপাড়া শ্বশ্মান উন্নয়ন।	১৪.০০	
	মোট	**৫৪.০০**	
	জনস্বাস্থ্য		
৩৩৪.	রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে কোভিড-১৯ ইউনিট আধুনিকায়ন।	৪০.০০	
	মোট	**৪০.০০**	
	ভৌত অবকাঠামো		
৩৩৫.	সদর উপজেলাধীন জেলা পরিষদ বিশ্রামাগার উন্নয়ন।	৬০.০০	
৩৩৬.	সদর উপজেলাধীন পৌর এলাকায় জননিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন।	২০.০০	
৩৩৭.	সদর উপজেলাধীন পৌর ভবনে আসবাবপত্র সরবরাহ।	২০.০০	
৩৩৮.	সদর উপজেলাধীন পলওয়েল পার্ক সংলগ্ন সিএনজি স্টেশন অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	
৩৩৯.	নানিয়ারচচর উপজেলা পরিষদ এলাকায় সৌন্দর্য বর্ধন, বঙ্গবন্ধু গ্যালারী এবং বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য নির্মাণ।	৮.০০	
৩৪০.	বিলাইছড়ি উপজেলা সদরে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের পাশে ডরমেটরি নির্মাণ।	২০.০০	
৩৪১.	জুরাছড়ি উপজেলা সদর সন্নিকটে বালুখালী মূখ গ্রামে একটি কমিনিউটি সেন্টার ও দুমদুম্যা ইউনিয়নের বড়কলকের লেট্রোছড়া বাঁধ নির্মাণ ও পাইপের মাধ্যমে জমিতে পানি সেচ ড্রেইন নির্মাণ।	২০.০০	
৩৪২.	লংগদু উপজেলা সদরে পাঠাগার ও মুজিব কর্ণার নির্মাণ।	২০.০০	
৩৪৩.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন উপজেলা সদরে শ্রমিক কল্যাণ কার্যালয় নির্মাণ।	১০.০০	
	মোট	**১৮৮.০০**	
	ধর্মীয়		
৩৪৪.	সদর উপজেলাধীন কাটাছড়ি রাজবন বোদ্ধ বিহারের ভিক্ষুদের বিশ্রামাগার ও রাজবন বৌদ্ধ বিহারের দ্বিতল ভবন সম্প্রসারণ।	২০.০০	
৩৪৫.	সদর উপজেলাধীন ভেদভেদী ইভানজ্যাটিকেল চার্চ অব বাংলাদেশ এর গির্জা ও আসামবস্তী নারিকেল বাগান সংলগ্ন জামে মসজিদ নির্মাণ।	২৫.০০	
৩৪৬.	কাউখালী উপজেলাধীন ত্রিরত্নাংকুর বনবিহার ও পচুপাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২৩.০০	
৩৪৭.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন রাজগিরি বনবিহার ও মংখোলা পূর্বারাম বনবিহার ভবন নির্মাণ।	২০.০০	
৩৪৮.	বরকল উপজেলাধীন ১নং সুবলং ইউনিয়নের শ্রাবস্তী বনবিহারে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ ও বরকল কেন্দ্রিয় বৌদ্ধ বিহারের দেশনালয় নির্মাণ।	২০.০০	
৩৪৯.	বরকল উপজেলাধীন ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়নের এরাবুনিয়া বাহার মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১৫.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
৩৫০.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নের যমুনাছড়ি বম পাড়ার (ইসিবি) চার্চ এর গীর্জা ও এগুজ্যাছড়ি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	৩০.০০	
৩৫১.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন সুবলং শাখা বনবিহারের বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ ও আমতলী ধর্মোদয় বৌদ্ধ বিহারে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২০.০০	
৩৫২.	রাজস্থলী উপজেলাধীন ইনিম্রং পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০.০০	
৩৫৩.	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া জামে মসজিদ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১৫.০০	
৩৫৪.	কাউখালী উপজেলাধীন ১নং হাতিমারা বৌদ্ধ ও কজোইছড়ি রত্নাংকুর বৌদ্ধ বিহার বিহার নির্মাণ।	৩৫.০০	
৩৫৫.	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া সদ্ধর্ম বৌদ্ধ বিহার ও ডাবুয়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২৫.০০	
৩৫৬.	লংগদু উপজেলাধীন লংগদু শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ সেবাশ্রম মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ ও তিনটিলা বনবিহার এর ভবন নির্মাণ।	২০.০০	
৩৫৭.	কাপ্তাই উপজেলাধীন আঞ্জুনীয়া ছড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	১০.০০	
৩৫৮.	কাপ্তাই উপজেলাধীন মুরালী পাড়ায় জাদী এবং কুকিমারা ধর্মসুখ বৌদ্ধ বিহারে ভাঙ্গন রক্ষার্থে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।	২০.০০	
৩৫৯.	কাপ্তাই উপজেলাধীন নারানগিরি ১নং পাড়া জামে মসজিদ সম্প্রসারণ।	১০.০০	
৩৬০.	কাপ্তাই উপজেলাধীন চিংম্রং উজানছড়ি উরুওয়েলা বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।	১০.০০	
৩৬১.	কাপ্তাই উপজেলাধীন ব্রীক ফিল্ড শ্রী শ্রী মাতৃমন্দির নির্মাণ।	১০.০০	
৩৬২.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন আমতলী ইউনিয়নে আলী নগর জামে মসজিদ এবং বটতলী তালুকদার জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২৫.০০	
৩৬৩.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন খেদারমারা ইউনিয়নে ঢেবাছড়ি গ্রামে বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১৫.০০	
	মোট	**৩৮৮.০০**	
	আয়বর্ধন ও ভূমি হাটবাজার		
৩৬৪.	সদর উপজেলাধীন পুরাতন বিশ্রামাগার সংলগ্ন জেলা পরিষদ মার্কেট ও রেস্ট হাউস নির্মাণ।	৩০.০০	
৩৬৫.	বাঘাইছড়ি উপজেলায় সাজেক পর্যটন কেন্দ্র জেলা পরিষদ রেস্ট হাউস সম্প্রসারণ।	৬০.০০	
৩৬৬.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন জেলা পরিষদের বিশ্রামাগারের আসবাবপত্রসহ মেরামত কাজ।	১০.০০	
৩৬৭.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নে পাড়ায় গাড়ী পার্কিং সেড নির্মাণ।	১০.০০	
৩৬৮.	সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি হলিডে কমপ্লেক্সে ধারক দেওয়াল নির্মাণ।	২০.০০	
	মোট	**১৩০.০০**	
	কৃষি ও মৎস্য সম্পদ		
৩৬৯.	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি বিতরণ।	৫৫.০০	
৩৭০.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন খেদারমারা ইউনিয়নে রাঙ্গা দুরছড়ি সমোজ্জল চাকমার জমির উপর মৎস্য বাঁধ নির্মাণ।	১০.০০	
	মোট	**৬৫.০০**	
	সর্বমোট	২০৫০.০০	

৫.ক.১২ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে প্রাপ্ত থোক বরাদ্দের বিবরণ :

ক্রঃ নং	অর্থনৈতিক কোড নম্বর	বরাদ্দের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১.	কোড নং- ২২১০০১০০০	২৭০০.০০
২.	কোড নং- ২২১০০০৯০০	৪২৫০.০০

৫.ক.১৩ রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র :



রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সহযোগীতায় দুস্থঃ ও গরীব মহিলাদের মাঝে বিনা মূল্যে শুকর ছানা বিতরণ।



রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সহযোগীতায় করোনা কালীন সময়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর স্থানীয় শিল্পীদের মাঝে আর্থিক প্রনোদনা।



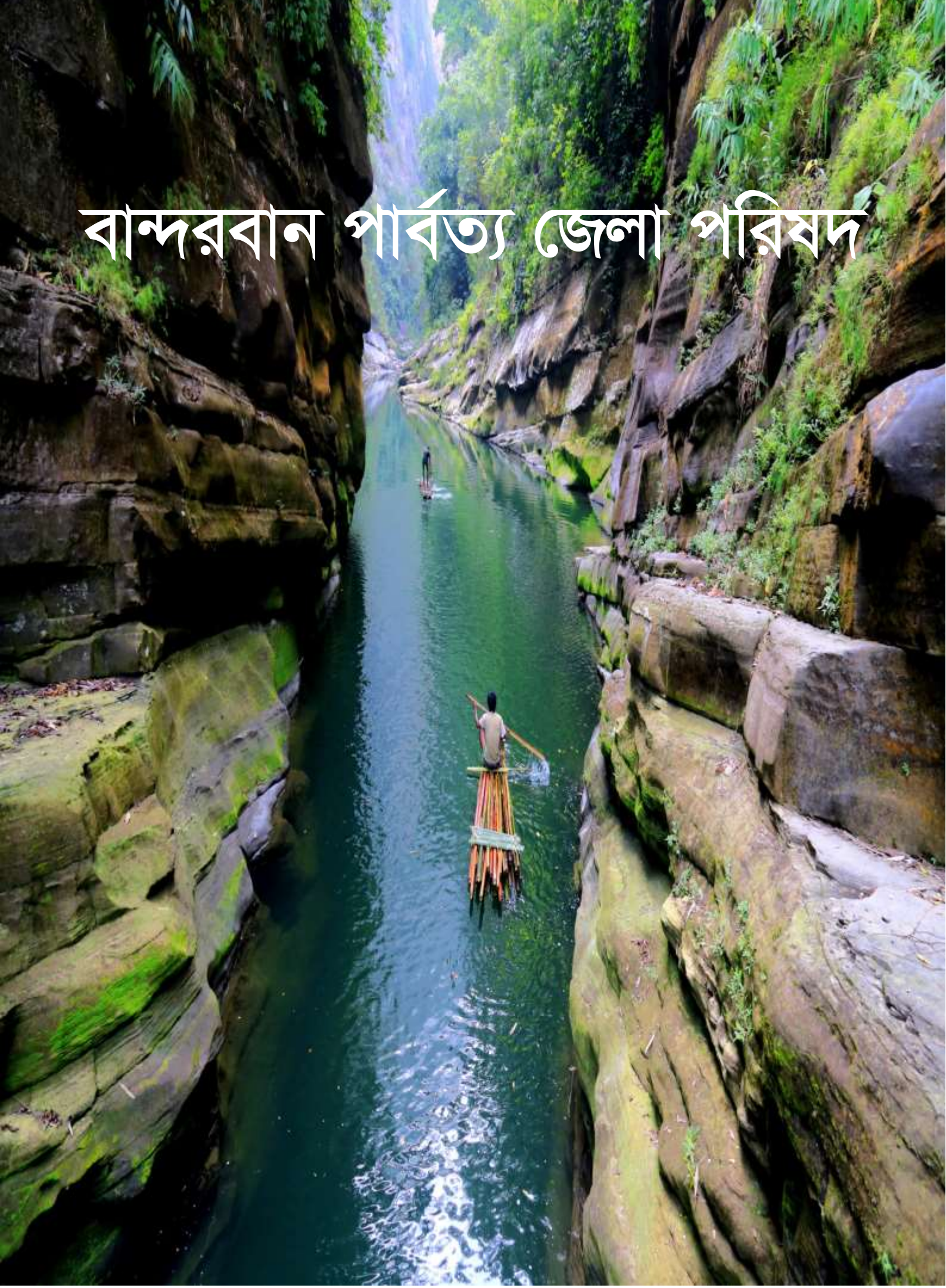
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের বাস্তবায়নে হ্যাচারী ঘাটে স্ট্যাফ কোয়ার্টার নির্মাণ।



রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সহযোগীতায় দুস্থঃ ও গরীব মহিলাদের মাঝে বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ।



রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের বাস্তবায়নে কাউখালী উপজেলায় বেতবুনিয়ায় মসজিদ নির্মাণ



বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

৫.খ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

৫.খ.১ ভূমিকা :

১৯৮৯ সনে পার্বত্য জেলাসমুহে বিভিন্ন অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত বান্দরবান পার্বত্য জেলার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নকল্পে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন) অনুযায়ী বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক উল্লেখিত আইন আংশিক সংশোধিত হলেও ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে (১৯৯৮ সনের ১১ নং আইন দ্বারা) অধিকাংশ ধারা সংশোধন-সংযোজন ও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এ পরিষদকে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। সংশোধিত আইন অনুযায়ী বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ এর নাম 'বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ' এ রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে ১ জন চেয়ারম্যানসহ মোট ৩৪ জন সদস্য নিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদ পুনর্গঠিত হয়েছে যারা সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করবেন। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাসরত সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ কাজ করে যাচ্ছে।

৫.খ.২ সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বশীল সদস্য সংখ্যা ও চেয়ারম্যান :

চেয়ারম্যান (উপজাতীয়)	-	০১জন
উপজাতীয় সদস্য	-	১৯ জন
অ-উপজাতীয় সদস্য	-	১১ জন
উপজাতীয় সদস্য(মহিলা)	-	০২ জন
অ-উপজাতীয় সদস্য(মহিলা)	-	০১ জন
	সর্বমোট	-৩৪ জন

*** উপজাতীয় সদস্যদের বিভাজন ঃ**

১। মারমা ও খেয়াং	-	১০ জন
২। ম্রো	-	০৩ জন
৩। তঞ্চঙ্গ্যা	-	০১ জন
৪। বম, লুসাই ও পাংখো	-	০১ জন
৫। চাকমা	-	০১ জন
৬। খুমী	-	০১ জন
৭। চাক	-	০১ জন
৮। ত্রিপুরা ও উসাই	-	০১ জন
সর্বমোট	-	**১৯ জন**

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৪ মোতাবেক ০৫ সদস্যের পরিবর্তে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট ০১ (এক) জন চেয়ারম্যান যিনি উপজাতীয় হইবেন এবং ১৪ চৌদ্দ) জন সদস্য} অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠিত হয়।

৫.খ. ৩ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ :

পদবি	সংখ্যা	নাম
চেয়ারম্যান (যিনি উপজাতীয় হইবেন)	০১	০১) জনাব ক্য শৈ হ্লা
সদস্য	১৪	----------
মারমা উপজাতি হইতে মনোনীত	০৩	০২) জনাব ক্যসাপ্রু মার্মা
		০৩) জনাব দুংড়িমং মার্মা
		০৪) জনাব শৈহ্লাচিং বাশৈচিং মার্মা
তঞ্চঙ্গ্যাঁ ও চাকমা উপজাতি হইতে মনোনীত	০১	০৫) জনাব কাঞ্চন জয় তঞ্চঁঙ্গ্যা
ম্রো(মুরং) উপজাতি হইতে মনোনীত	০১	০৬) জনাব সিংইয়ং ম্রো
ত্রিপুরা উপজাতি হইতে মনোনীত	০১	০৭) জনাব সত্যহা পানজি ত্রিপুরা
চাক উপজাতি হইতে মনোনীত	০১	০৮) জনাব ক্যনে ওয়ান চাক
বম, লুসাই ও পাংখোয়া উপজাতি হইতে মনোনীত	০১	০৯) জনাব জুয়েল বম
অ-উপজাতীয় হইতে মনোনীত	০৩	১০) জনাব মোজাম্মেল হক বাহাদুর
		১১) জনাব লক্ষীপদ দাস
		১২) জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান
খিয়াং ও খুমী উপজাতি হইতে মনোনীত	০১	১৩) জনাব সিঅং খুমী
উপজাতীয় মহিলা হইতে মনোনীত	০১	১৪) মিসেস তিং তিং ম্যা
অ-উপজাতীয় মহিলা হইতে	০১	১৫) মিসেস ফাতেমা পারুল

৫.খ.৪ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে হস্তান্তরিত দপ্তর/ সংস্থার তালিকা :

ক্রমিক নং	হস্তান্তরিত দপ্তর/সংস্থার নাম	হস্তান্তরিত হওয়ার সন
১।	বাজার ফান্ড সংস্থা	১৯৮৯
২।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৯৯০
৩।	সিভিল সার্জনের কার্যালয়	১৯৯০
৪।	জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	১৯৯০
৫।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা	১৯৯০
৬।	জেলা সমবায়বিভাগ	১৯৯৩
৭।	জেলা সমাজ সেবাপরিদপ্তর	১৯৯৩
৮।	জেলা মৎস্য অফিস	১৯৯৩
৯।	জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর	১৯৯৩
১০।	জেলা পশুসম্পদ অধিদপ্তর	১৯৯৩
১১।	জেলা ক্রীড়া সংস্থা	১৯৯৩
১২।	জেলা শিল্পকলাএকাডেমী	১৯৯৩
১৩।	উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট	১৯৯৩
১৪।	জেলা পাবলিক লাইব্রেরী	১৯৯৩
১৫।	ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প (বিসিক) কর্পোরেশন	১৯৯৩
১৬।	জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়	২০০৬
১৭।	জেলা হর্টিকালচার সেন্টার ও নার্সারীসমুহ	২০০৭
১৮।	প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	২০০৭
১৯।	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	২০১২
২০।	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২০১২
২১।	সরকারী শিশুসদন	২০১২
২২।	জুম চাষ	২০১৩
২৩।	জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ	২০১৪
২৪।	পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান	২০১৪
২৫।	স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স	২০১৪
২৬।	জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান	২০১৪
২৭।	মহাজনী কারবার	২০১৪
২৮।	স্থানীয় পর্যটন	২০১৪

৫.খ.৫ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট

ক্র: নং	আয়ের উৎস/খাত	বাজেট
১	পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা(কোড নং-২২১০০১০০০)	৪০,১৭,০০,০০০.০০
২	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা(কোড নং- ২২১০০০৯০০)	৫৫,০০,০০,০০০.০০
৩	পরিষদের নিজস্ব আয়	২,৬০,০০,০০০.০০
	মোট = (অংকে)	৯৭,৭৭,০০,০০০.০০
	কথায়	সাতানব্বই কোটি সাতাত্তর লক্ষ টাকা

৫.খ.৬ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরেরখাতওয়ারী পরিষদের নিজস্ব আয়-ব্যয় :

প্রাপ্তি			পরিশোধ		
ক্রঃ নং	খাতের নাম	টাকা	ক্রঃ নং	খাতের নাম	টাকা
১	টোলপয়েন্ট ইজারা	২০,০৫০,৩০৮.০০	১	ফিলিং স্টেশনের নিরাপত্তা জামানত	৩০০,০০০.০০
২	দোকান/রেস্ট হাউজ/ফিলিং স্টেশন ইজারা	১,৮৪০,৮০০.০০	২	অনুষ্ঠান/উৎসব ব্যয়	১৪২,২১১.০০
৩	বিভিন্ন স্থাপনা ভাড়া	৫,৩২৭,০১৬.০০	৩	মাষ্টাররোল কর্মচারী বেতন	১০,০৩৪,৬৬৮.৫৫
৪	অগ্রীম আদায়	১০৭,৪৯২.০০	৪	পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদকে	৭,০৭৭,৪৮৭.০০
৫	গাড়ি ভাড়া	২০,৩২৮.০০	৫	গ্র্যাচ্যুইটি	৩,৮৬৫,৮৭৯.০০
৬	সিডিউল/ফরম বিক্রয়	৪৮৬,৫০০.০০	৬	পা.চট্ট.আ.পরিষদ-কে	২,৫৭৭,২৫২.০০
৭	প্রাঃবিঃআবাঃহোস্টেল ফি’	৮৪,১৫০.০০	৭	নিলাম মূল্য ফেরত	২৪০,০০০.০০
৮	নিলাম ও বিভিন্ন বিক্রয়	১,৮৬৫,৬০০.০০	৮	টেলিফোন বিল	১৮,৭৪৩.০০
৯	ঠিকাদারী লাইসেন্স ফি’	৪৭৬,০০০.০০	৯	নিয়োগ ব্যয়	১৫,৭১,৮২৭.০০
১০	পানি সরবরাহ বিল	২৯,২০০.০০	--	--	--
১১	জামানত বাজেয়াপ্ত	৩২৫,০০০.০০	--	--	--
১২	অগ্রিম/ধার ফেরত	১,০৪১,২৩৫.০০	--	--	--
					--
	সর্বমোট =	৩১,৬৫৩,৬২৯.০০		সর্বমোট =	২৫,৮২৮,০৬৭.৫৫

৫.খ.৭ প্রকল্প তালিকা ও অগ্রগতি প্রতিবেদন :

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের গৃহীত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবরণী :

ক্রঃ নং	খাত	প্রকল্প সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থ/বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
০১।	পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা কোড নং- ৭০২০ (এডিপি)	৪৩ টি	১০৪৮.০০
০২।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং- ৫০১০ (বিশেষ)	৭৮ টি	২১১৮.৬০

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ২২১০০১০০০ এর গৃহীত নতুন স্কীমের অগ্রগতির প্রতিবেদন :

ক্রমিক নং	স্কিমের নাম	অবস্থান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২১ অর্থ বছরের ব্যয়	২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থ বছরের ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি (%)	বরাদ্দ অনুসারে আর্থিক অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ভৌত অবকাঠামো								
১	বান্দরবান সেনানিবাসের অভ্যন্তরে খেলার মাঠে গ্যালারী ও ড্রেন নির্মাণ।	বান্দরবান সদর	৫০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬০%	১০০%	১.০০
২	জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বাংলোর পুলিশ সেডের আনুভূমিক সম্প্রসারণ,	বান্দরবান সদর	৮০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৪০%	১০০%	১.০০

	ড্রাইভার সেডের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ, জেনারেটর রুম নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ।								
৩	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ অফিসে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের ২য় তলার অফিস বারান্দা আধুনিকীকরণ ও জেলা পরিষদের সাইনবোর্ড স্থাপন।	বান্দরবান সদর	৩০.০০		১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	৪০%	১০০%	১.০০
৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ অফিস ভবনের বিভিন্ন কক্ষ, টয়লেট মেরামত ও আনুষাঙ্গিক সংস্কার কাজ।	বান্দরবান সদর	৩০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৫	র‍্যাব অফিসে ব্যারাক নির্মাণ।	বান্দরবান সদর	৪০.০০		৪,০০০,০০০.০০	৪,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৬	বান্দরবান শহরে তিনটি পুলিশ বক্স নির্মাণ।	বান্দরবান সদর	১৫.০০		১,৪২৫,০০০.০০	১,৪২৫,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৭	বান্দরবান প্রাণী সম্পদ অফিসের স্টাফ কোয়াটারের ৪টি কক্ষ মেরামত ও অন্যান্য কাজ	বান্দরবান সদর	১৫.০০		১,৪২৫,০০০.০০	১,৪২৫,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৮	বান্দরবান শৈলশোভা কলোনীতে নির্মিত হোস্টেল ভবনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহ	বান্দরবান সদর	১০.০০		৯৫০,০০০.০০	৯৫০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৯	৪নং গালেঙ্গা ইউনিয়নের ডলুঝিড়ি পাড়া মুখ বৌদ্ধ বিহারের উপাসক/উপাসিকাদের ঘর নির্মাণ।	রুমা	৩০.০০		১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	৩৫%	১০০%	১.০০
	যোগাযোগ							১০০%	
১০	ক্যমলং পাড়া পার্শ্বে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্রয়কৃত ৫.০০ একর জায়গার সংযোগস্থানে ছড়ার উপর ১টি ফুটব্রীজ নির্মাণ।	বান্দরবান সদর	৩০.০০		১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	৩৫%	১০০%	১.০০
১১	টংকাবতী ইউনিয়নে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তা ও পুকুরের ঘাটলা নির্মাণ।	বান্দরবান সদর	৩০.০০		২,৯৯৮,০০০.০০	২,৯৯৮,০০০.০০	১০০%	১০০%	
১২	পাইক্ষ্যং পাড়াবাসীর আবাসস্থলে উঠার জন্য সিঁড়ি ও টয়লেট নির্মাণ।	রোয়াংছড়ি	২৫.০০		২,৩৭৫,০০০.০০	২,৩৭৫,০০০.০০	১০০%	১০০%	

১৩	বান্দরবান-রোয়াংছড়ি সড়ক (রামজাদীর পাশে) হতে তমফ্রু পাড়া যাওয়ার রাস্তা ব্রীক সলিং দ্বারা নির্মান।	বান্দরবান সদর	৫০.০০		৪,০০০,০০০.০০	৪,০০০,০০০.০০	৮০%	১০০%	১.০০
১৪	মহিউদ্দিনের দোকান হইতে তেলুনিয়া পূর্ণবাসন মার্মা পাড়া পর্যন্ত ব্রিক সলিং রাস্তা, ড্রেইন ও কালভার্ট নির্মাণ।	লামা	৩০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
১৫	গজালিয়া ইউনিয়নের চিম্বুক এলাকার রাস্তার পাড়ার মাথা হইতে দলা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং ও ১টি যাত্রী ছাউনী নির্মাণ।	লামা	৫০.০০		৪,০০০,০০০.০০	৪,০০০,০০০.০০	৮০%	১০০%	১.০০
১৬	৩নং নয়াপাড়া ইউনিয়ন ৫ নং ওয়ার্ড বাগান পাড়া মোজাম্মেলের বাড়ী হইতে শামসুল হক এর বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ।	আলীকদম	১৫.০০		১,৪২২,৬৩৮.০০	১,৪২২,৬৩৮.০০	১০০%	১০০%	
	শিক্ষা							১০০%	
১৭	বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মাটি ভাঙ্গন রক্ষার্থে বিভিন্ন পয়েন্টে রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ।	বান্দরবান সদর	৩০.০০		২,৬৯৮,৮০০.০০	২,৬৯৮,৮০০.০০	১০০%	১০০%	
১৮	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ স্কুল এন্ড কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, আরসিসি ড্রেন নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	বান্দরবান সদর	৩০০.০০		১৮,২৭৬,০৩৭.০০	১৮,২৭৬,০৩৭.০০	৬৫%	১০০%	১.০০
১৯	বড় মদক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস নির্মাণ।	থানছি	৫০.০০		২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	৪৫%	১০০%	১.০০
	ধর্ম							১০০%	
২০	উজানী পাড়া মহা বৌদ্ধ বিহার এর পুরাতন ভবনের সিলিং ও আনুসাংগিক কাজ।	বান্দরবান সদর	৫০.০০		২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	৪৫%	১০০%	১.০০
২১	রেইছা লম্বা ঘোনা বৌদ্ধ বিহারের স্থানীয় ডিজাইনে ধর্ম দেশনা ঘর নির্মাণ।	বান্দরবান সদর	৫০.০০		৪,০০০,০০০.০০	৪,০০০,০০০.০০	৮০%	১০০%	১.০০
২২	বান্দরবান সদর উপজেলা সুয়ালকষ্ঠ প্রান্তিকলেক শাক্যমিত্র অরণ্য বৌদ্ধ বিহার অনাথ আশ্রম ও	বান্দরবান সদর	৫০.০০		৪,০০০,০০০.০০	৪,০০০,০০০.০০	৮০%	১০০%	১.০০

	বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র নির্মাণ								
২৩	বালাঘাটা লেমুঝিড়ি পাড়া সাধনা বন কুটিরের পাকা সিড়ি ও ভাবনা কেন্দ্র নির্মাণ।	বান্দরবান সদর	৩৫.০০		২,৫০০,০০০.০০	২,৫০০,০০০.০০	৭৫%	১০০%	১.০০
২৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ এলাকার মসজিদের ২য় তলায় টিনসেড ছাউনী ও বৈদুতিক সরঞ্জামসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	বান্দরবান সদর	৩০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
২৫	বান্দরবান সদর ইউনিয়নের রোয়াজা পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	বান্দরবান সদর	৩০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
২৬	বান্দরবান সদর ইউনিয়নের রেইছা সিনিয়র পাড়া বৌদ্ধ শ্বশ্মানে চেরাংঘর নির্মাণ।	বান্দরবান সদর	২০.০০		১,৯০০,০০০.০০	১,৯০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
২৭	ফাইতং ৪নং ওয়ার্ডের রাম্যখোলা জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	লামা	২৫.০০		২,৩৭৫,০০০.০০	২,৩৭৫,০০০.০০	১০০%	১০০%	
২৮	ফাইতং ২নং ওয়ার্ডের খেদারবান জামে মসজিদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	লামা	২০.০০		১,৯০০,০০০.০০	১,৯০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
২৯	রূপসী পাড়া ইউনিয়নের মুসলিম পাড়া জামে মসজিদ পূণঃ নির্মাণ।	লামা	৪০.০০		২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	৫০%	১০০%	১.০০
৩০	ফাইতং ২নং ওয়ার্ডের ভাজ পাড়া বৌদ্ধ বিহার পাকা ভবন নির্মাণ	লামা	৪৫.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৭০%	১০০%	১.০০
৩১	চাম্বি হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	লামা	২০.০০		২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৩২	লামা উপজেলার ৫নং সরই ইউনিয়নের কিল্লাছড়া জামে মসজিদ নির্মাণ।	লামা	৩০.০০		২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	৮০%	১০০%	১.০০
	আর্থ-সামাজিক							১০০%	
৩৩	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং বান্দরবান জেলার বেকারত্ব দূরীকরনে বেকার যুবক/যুবতীদের	জেলাব্যাপী	২০.০০		-	-	০%	১০০%	১.০০

	মাঝে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান।								
৩৪	তারাছা ইউনিয়নে তালুকদার পাড়া হতে কিয়াং পর্যন্ত রাস্তায় আলোর জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে সোলার প্যানেল স্থাপন।	রোয়াংছড়ি	১০.০০		১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
	পানি ও পয়:প্রণালী								
৩৫	বান্দরবান সদর উপজেলাধীন টংকাবতী ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পাড়া সংলগ্ন দক্ষিণে পানীয় জলের সুবিধার্থে বাঁধ নির্মাণ।	**বান্দরবান সদর**	৬০.০০		৪,০৩৮,৭০৫.০০	৪,০৩৮,৭০৫.০০	৭৫%	১০০%	১.০০
৩৬	তারাছা ইউনিয়নের তেতুলিয়া পাড়া বৌদ্ধ বিহারের জন্য পাকা টয়লেট নির্মাণ।	রোয়াংছড়ি	১০.০০		৯৫০,০০০.০০	৯৫০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
	কৃষি,সেচ ও বাঁধ								
৩৭	রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের নাইক্ষ্যং ঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ	রোয়াংছড়ি	২০.০০		১,২৯২,৯৭০.০০	১,২৯২,৯৭০.০০	৭০%	১০০%	১.০০
	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি								
৩৮	বান্দরবান পার্বত্য জেলার ক্রীড়ার উন্নয়নে ১৩টি ইভেন্টে খেলোয়ারদের গেইম আয়োজন, দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান।	**জেলাব্যাপী**	১৫০.০০		-	-	০%		১.০০
৩৯	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ।	জেলাব্যাপী	১০.০০		৯৫০,০০০.০০	৯৫০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৪০	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম বিতরণ।	জেলাব্যাপী	১০.০০		১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
	নতুন প্রকল্পের উপ-মোট (ক) =		**১,৪৫৫.০০**		**১০৩,৪৭৭,১৫০.০০**	**১০৩,৪৭৭,১৫০.০০**			**২০.০০**
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ২২১০০১০০০ এর আওতায় গৃহিত কোটেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য স্কীম সমূহের তালিকা									
৪১	স্মৃতিস্তম্ভের পানির ফোয়ারা মেরামত করণ।	সদর উপজেলা	৬.০০		৬০০,০০০.০০	৬০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৪২	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য সংস্কার	সদর উপজেলা	২.৪৫		২৪৫,০০০.০০	২৪৫,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৪৩	মেঘলাস্থ পানির ফোয়ারা	সদর	৪.৭৮		৪৭৮,০০০.	৪৭৮,০০০.	১০০%	১০০%	

	মেরামত করণ।	উপজেলা			০০	০০			
	নতুন প্রকল্পের উপ-মোট (খ) =		**১৩.২৩**		**১,৩২৩,০০০.০০**	**১,৩২৩,০০০.০০**		**১০০%**	
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ২২১০০১০০০ এর আওতায় গৃহিত স্কীমের চলমান/বকেয়া প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন									
	অবকাঠামো							**১০০%**	
৪৪	বান্দরবান থেরবাদ বুড্ডিস্ট একাডেমী ভবন নির্মাণ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	সদর উপজেলা	৫০.০০	৪,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৪৫	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ অফিস ভবন উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ করণ।	সদর উপজেলা	৫০.০০	৩,৭৯৩,০০০.০০	১,২০৭,০০০.০০	১,২০৭,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৪৬	রোয়াংছড়ি উপজেলা তারাছা ইউনিয়নের "বৈদ্য পাড়া প্রজন্ম উন্নয়ন সংঘ" এর ক্লাবঘর নির্মাণ করণ।	রোয়াংছড়ি উপজেলা	৩৫.০০	৬৫৪,৯২৮.০০	২,৬৭১,৮৬৫.০০	২,৬৭১,৮৬৫.০০	১০০%	১০০%	
৪৭	রোয়াংছড়ি বাজারের অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ বাজার সেড ভবন মেরামত করণ।	রোয়াংছড়ি উপজেলা	৪০.০০	৬৬৫,২৯০.৭২	৩,৩৩৪,৭০৯.০০	৩,৩৩৪,৭০৯.০০	১০০%	১০০%	
	যোগাযোগ								
৪৮	২নং রুমা সদর ইউনিয়ন লুংঝিড়ি পাড়া রাস্তা নির্মাণ।	**রুমা উপজেলা**	৪০.০০	৭০০,০০০.০০	৩,৩০০,০০০.০০	৩,৩০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৪৯	রুমা জাদিপাই ঝর্ণা যাওয়ার আরসিসি সিঁড়ি অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ	রুমা উপজেলা	২০.০০	৭৫০,০০০.০০	১,১৫০,০০০.০০	১,১৫০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৫০	নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়নের ফুলতলী বিজিবি ক্যাম্পের পাশের রাস্তা এইচ.বি.বি করণ।	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	২০.০০	৭৫০,০০০.০০	১,২৫০,০০০.০০	১,২৫০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৫১	নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়নের ফুলতলী ছৈয়দ আলমের বাড়ির সামনে ব্রীজ নির্মাণ	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	৬০.০০	-	৬,০০০,০০০.০০	৬,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৫২	নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়নের কম্বনিয়া সিরাজ মিয়ার দোকানের পূর্ব পাশ হতে আব্দু ছালামের বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি করণ।	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	২০.০০	৭৫০,০০০.০০	১,২৫০,০০০.০০	১,২৫০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৫৩	ফুইট্টা ঝিড়ি খালের উপরে ব্রীজ নির্মাণ	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	৬০.০০	২,০০০,০০০.০০	৩,৯৯৮,০০০.০০	৩,৯৯৮,০০০.০০	১০০%	১০০%	
	ধর্ম							১০০%	
৫৪	হ্লাপাই মুখ পাড়া ধর্ম দেশনা ঘর নির্মাণ	সদর উপজেলা	২০.০০	১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৫৫	ক্রাক্ষ্যং পাড়া চেরাং ঘর নিমার্ণ	সদর উপজেলা	১৫.০০	৭৫০,০০০.০০	৭৫০,০০০.০০	৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০%	

৫৬	লংবাইতং পাড়া বৌদ্ধ বিহারের মেরামত, বারান্দা সম্প্রসারণ করণ, ড্রেনসহ রাস্তা ও আসবাবপত্র সরবরাহ করণ	রুমা উপজেলা	৩০.০০	২,৩২৭,০০০.০০	৬৭৩,০০০.০০	৬৭৩,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৫৭	রুমা নাইতং পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	রুমা উপজেলা	৪০.০০	-	২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	৫৫%	১০০%	১.০০
৫৮	গজালিয়া ছোটবমু হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	লামা উপজেলা	৩৫.০০	১,৫০৯,৭২৪.০০	১,৯৯০,২৭৬.০০	১,৯৯০,২৭৬.০০	১০০%	১০০%	
৫৯	ফাসিয়াখালী হারগাজা জামে মসজিদ নির্মাণ	লামা উপজেলা	৬০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০	১০০%	১০০%	
৬০	নাইক্ষ্যংছড়ি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	৩০.০০	৭৫০,০০০.০০	২,২৫০,০০০.০০	২,২৫০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৬১	নাইক্ষ্যংছড়ি ঘুমধুম ইউনিয়নের জামিরতলি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	৩০.০০	১,১২৫,০০০.০০	১,৮৭৫,০০০.০০	১,৮৭৫,০০০.০০	১০০%	১০০%	
	আয়বর্ধক								
৬২	রুমা উপজেলার সামাখাল পাড়ায় ১টি কমিউনিটি ক্লাব নির্মাণ	রুমা উপজেলা	২০.০০	৭৫০,০০০.০০	১,১৫০,০০০.০০	১,১৫০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
	পানি ও পয়:প্রণালী								
৬৩	বান্দরবান খ্যংওয়াক্যং (রাজগুরু বিহার) এ ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণ, গনশৌচাগার নির্মার্ণ ও রান্নাঘর নির্মাণ ও পুরাতন পরিত্যক্ত পুকুর খনন করণ।	সদর উপজেলা	৫০.০০	৩,৮০০,০০০.০০	১,২০০,০০০.০০	১,২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৬৪	সোনাইছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা শৌচাগার নির্মাণ।	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	২৭.০০	১,৮০০,০০০.০০	৯০০,০০০.০০	৯০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
	কৃষি,সেচ ও বাঁধ								
৬৫	৩নং বান্দরবান সদর ইউনিয়নস্থ বাগান পাড়া এলাকা ডলুঝিড়ি আগায় মৎস্য চাষ, কৃষি সেচের বাঁধ নির্মাণ।	সদর উপজেলা	২০.০০	৭৫০,০০০.০০	১,২৫০,০০০.০০	১,২৫০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
৬৬	কুহালং ইউনিয়নে চেমী ডলু পাড়ায় ডলুঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ।	সদর উপজেলা	২০.০০	-	২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	
	চলমান/বকেয়া প্রকল্পের উপ-মোট (গ)		**৭৯২.০০**	**৩১,৬২৪,৯৪২.৭২**	**৫,১৯৯,৮৫০.০০**	**৪৫,১৯৯,৮৫০.০০**			
	সর্বমোট (ক+খ+গ)=		**২২৬০.২৩**	**৩১,৬২৪,৯৪২.৭২**	**১৫০,০০০,০০০.০০**	**১৫০,০০০,০০০.০০**			

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ২২১০০০৯০০ এর গৃহীত চলমান স্কীমের অগ্রগতির প্রতিবেদন :

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়ের বিভাজন ক্রঃ নং	স্কীমের নাম	অবস্থান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থ বছরের ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি(%)	বরাদ্দ অনুসারে আর্থিক অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
		ভৌত অবকাঠামো								
১	৩২৭	জেলা পরিষদের অফিসার্স ডরমিটরী ভবন নির্মান, একটি ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপনসহ নিরাপত্তা সীমানা প্রাচীর সম্প্রসারন ও উপরে কাটাতারের বেড়া নির্মান।	বান্দরবান সদর উপজেলা	৪৮০.০০	৪৫৭.৫০	২,২৫০,০০০.০০	২,২৪৯,৩৭৩.০০	১০০%	৯৯.৯৭	
২	৩২৮	জেলা পরিষদের বৈদ্যুতিক মালামাল রাখার জন্য স্টোর রুম নির্মান, গোলঘরের বৈদুতিক কাজ, বাজারফান্ড অফিসের সংস্কারসহ অন্যান্য কাজ করণ।	বান্দরবান সদর উপজেলা	৩৮.৪৩	৩২.১৯	৬২৪,০০০.০০	৬২১,০৯০.০০	১০০%	৯৯.৫৩	
৩	৩২৯	১নং রাজবিলা ইউনিয়ন মনজয় পাড়ায় নতুন ক্লাব ও লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ।	বান্দরবান সদর উপজেলা	৩৫.০০	৩১.২৫	৩৭৫,০০০.০০	৩৭১,৯১৮.০০	১০০%	৯৯.১৮	
৪	৩৩০	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বান্দরবান ইউনিট এর ভবন উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ, গুদাম ঘর, নাইটগার্ড রুম নির্মাণ, সাউন্ড	বান্দরবান সদর উপজেলা	২৭০.৫০	২২৮.৭৫	৪,১৭৫,০০০.০০	৪,১২৪,৭৫০.০০	১০০%	৯৮.৮০	

		সিস্টেম, আসবাবপত্র সরবরাহ করণ, রাস্তা ও এসি সংস্কার করণ।								
৫	৩৩১	রুমা মারমা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন। ২০১৯-২০২২	রুমা উপজেলা	৪১.০০	৩৮.২৫	২৭৫,০০০.০০	২৭৫,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৬	৩৩২	জামছড়ি ভিতর পাড়াস্থ একটি কমিউনিটি ভবন পাকা নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৫০.০০	২২.৫০	২,৭০০,০০০.০০	২,৭০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৭	৩৩৩	বান্দরবান সদরস্থ চাক হোষ্টেলের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত কাজ করণ অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৭৫০,০০০.০০	৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৮	৩৩৪	বাংলাদেশ মারমা এ্যাসোসিয়েশনের ভবন নির্মাণ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৬০.০০	৩০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৯	৩৩৫	বাঘমারা বাজারে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পাঠাগার ভবন বর্ষাকালীন ওয়াটার লেভেল নির্ধারণ করে উচ্চতার পরিমাপ মোতাবেক ভবন নির্মাণ অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৫০.০০	২২.৫০	২,৭৫০,০০০.০০	২,৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১০	৩৩৬	ট্যুরিস্ট পুলিশ বান্দরবান জোন এর পরিদর্শন কক্ষ নির্মাণ অর্থ	বান্দরবান সদর উপজেলা	২০.০০	১৫.০০	৪০২,০০০.০০	৪০০,০০০.০০	১০০%	৯৯.৫০	

		বছরঃ ২০২০-২২								
১১	৩৩৭	গোরস্থান মসজিদের ঈমাম ও মোয়াজ্জিন ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	২০.০০	১৫.০০	৫০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১২	৩৩৮	বান্দরবান জজকোর্ট এলাকায় সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য সংস্কার কাজ অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৬০০,০০০.০০	৬০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১৩	৩৩৯	বান্দরবান কারাতে ক্লাব নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৫০.০০	৩৭.৫০	১,২৫০,০০০.০০	১,২৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১৪	৩৪০	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য্য সংস্কার। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	১৮.০০	১৩.৫০	৪৫০,০০০.০০	৪৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১৫	৩৪১	বান্দরবান বালাঘাটা পুলিশ লাইনে রান্নাঘনসহ ডাইনিং নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	২৬.০০	১৯.৫০	৬৫০,০০০.০০	৬৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১৬	৩৪২	সুয়ালক ম্রো লামার পাড়ার নদীর ভাঙ্গনরোধে আর সি সি রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	২০.০০	১৫.০০	৪০৫,০০০.০০	৪০০,০০০.০০	১০০%	৯৮.৭৭	
১৭	৩৪৩	বান্দরবানের বিভিন্ন উপজেলায় স্থানে ৫টি যাত্রী	জেলাব্যাপী	১৫.০০	১১.২৫	৩০৫,০০০.০০	৩০০,০০০.০০	১০০%	৯৮.৩৬	

		ছাউনী নির্মাণ করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২								
১৮	৩৪৪	ফ্যাক্ষ্যং নদী ভাঙ্গন রক্ষার্থে আরসিসি রিটেনিং ওয়াল ড্রেন নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	রোয়াংছড়ি উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৪৫৩,০০০.০০	৪৫৩,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১৯	৩৪৫	লুলাইং পাড়া পার্শ্বে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	রোয়াংছড়ি উপজেলা	১০.০০	৭.৫০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
২০	৩৪৬	১নং পাইন্দু ইউনিয়নের হ্যাপিহিল পাড়া, আরথাহ পাড়া, মুননুয়াম পাড়ায় ৩টি যাত্রী ছাউনী নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	রুমা উপজেলা	১০.০০	৭.৫০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
২১	৩৪৭	রুমা উপজেলা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মাণ অর্থ বছরঃ ২০২০-২১	রুমা উপজেলা	১৭.০০	১২.৭৫	৩৪১,০০০.০০	৩৪০,০০০.০০	১০০%	৯৯.৭১	
২২	৩৪৮	থানচি উপজেলা সদরস্থ থানচি বাজার পার্শ্বে আলাদা বাজার সেড নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	**থানছি উপজেলা**	৩৫.০০	২৬.২৫	৮৭৫,০০০.০০	৮৭৫,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
২৩	৩৪৯	থানচি বাজারে ওয়াকওয়ে নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	থানছি উপজেলা	৮০.০০	৩০.০০	৫,০০০,০০০.০০	৫,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
২৪	৩৫০	লামা উপজেলা রূপসী পাড়ায় বৌদ্ধ জনকল্যাণ সমিতির অফিস ঘরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ এবং	**লামা উপজেলা**	৪০.০০	৩০.০০	১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	

		চলাচলের রাস্তা ব্রীক সলিং করণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২								
২৫	৩৫১	আজিজনগর তেলুনিয়া পূর্ণবাসিত মার্মা পাড়ার চারিদিকে আর সি সি গাউড ওয়াল নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	লামা উপজেলা	২০.০০	১৫.০০	৪০০,০০০.০০	৪০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
২৬	৩৫২	লামা আজিজনগর মেস কলোনীর পাশে খালেকের বাড়ি হতে জামে মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ অর্থ বছর ঃ ২০২০-২৩	লামা উপজেলা	৫০.০০	২২.৫০	২,৭৫০,০০০.০০	২,৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
		যোগাযোগ								
২৭	৩৫৩	রামরি (সাকয়) পাড়ার ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ । ২০১৯-২০২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৪১.২০	৩৮.৩৭	২৭৯,০০০.০০	২৭৯,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
২৮	৩৫৪	ক্রাক্ষ্যং ম্রক্ষ্যং পাড়া রাস্তাসহ ব্রীজ নির্মাণ। ২০১৯-২০২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	২০০.০০	১৬৭.৫০	৩,২৫০,০০০.০০	৩,২৪৫,৭৭৬.০০	১০০%	৯৯.৮৭	
২৯	৩৫৫	বড় মদক বাজার হতে তং পাড়া যাওয়ার ঝুলন্ত ব্রীজ নির্মাণ।	থানছি উপজেলা	২০০.০০	১৬৫.০০	৩,৫০০,০০০.০০	৩,৪৯৪,৩৭২.০০	১০০%	৯৯.৮৪	
৩০	৩৫৬	থানচি সড়ক হতে সাখই মুরুং কমান্ডার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করণ।	থানছি উপজেলা	২০.০০	১৭.২১	৭৩,০০০.০০	৭৩,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৩১	৩৫৭	চৈক্ষ্যং ইউনিয়নে	আলীকদম উপজেলা	৭০.০০	৬২.৬৫	৭৩২,০০০.	৭৩১,৫৪৯.	১০০%	৯৯.৯৪	

		আলীকদম-ফাঁসিয়াখালী সড়ক হতে মংচিং হেডম্যান পাড়া সড়কে কালভার্ট, ড্রেনসহ রাস্তা কার্পেটিং করণ। ২০১৯-২০২২				০০	০০			
৩২	৩৫৮	সোনাইছড়ি রাস্তায় ৪০ মিটার মাটির বাঁধ টু-ভ্যান বক্স কালভার্ট নির্মার্ণ। ২০১৯-২০২২	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	১২০.০০	১১৪.৪৫	৩১৫,০০০.০০	৩১৪,৯৯১.০০	১০০%	১০০.০০	
৩৩	৩৫৯	রোয়াংছড়ি মেইন রোড হতে রির্সাচ সেন্টারে যাওয়ার রাস্তাটি পাকা করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	**বান্দরবান সদর উপজেলা**	৪০.০০	৩০.০০	৬০০,০০০.০০	৬০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৩৪	৩৬০	সুয়ালক আমতলী পাড়া ঘাটে সিঁড়ি নির্মাণ করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	২০.০০	১৫.০০	৪০১,০০০.০০	৩৯৯,৯৪৫.০০	১০০%	৯৯.৭৪	
৩৫	৩৬১	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বাংলোর অভ্যন্তরীণ রাস্তা কার্পেটিং ও রাস্তা সীলকোট করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৪০.০০	৩০.০০	১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৩৬	৩৬২	টংকাবর্তী কিরিংগির ছড়া হইতে মৎস্য প্রজেক্ট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	২০.০০	১৫.০০	৫০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	

৩৭	৩৬৩	সোনাই সেক্রু পাড়া রাস্তা কার্পেটিং করণ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থবছরঃ ২০২০-২২	**রোয়াংছড়ি উপজেলা**	৫০.০০	৩৭.৫০	১,২৫০,০০০.০০	১,২৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৩৮	৩৬৪	রোয়াংছড়ি উপজেলায় মনিরাম ত্রিপুরা পাড়া উঠার জন্য আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	রোয়াংছড়ি উপজেলা	৪০.০০	৩০.০০	৮০৬,০০০.০০	৮০০,০০০.০০	১০০%	৯৯.২৬	
৩৯	৩৬৫	রোয়াংছড়ি সড়ক হতে কান্তারমুখ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	রোয়াংছড়ি উপজেলা	৫০.০০	৩৭.৫০	১,২৫০,০০০.০০	১,২৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৪০	৩৬৬	লামা চাম্বি মফিজ বাজারে যাতায়াতের রাস্তা কার্পেটিং ও ড্রেন নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	**লামা উপজেলা**	৫০.০০	৩৭.৫০	১,২৫০,০০০.০০	১,২৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৪১	৩৬৭	ফাইতং ইউনিয়ন ৫নং ওয়ার্ড সুতাবাদী পূর্বের টিলার রাস্তা যাতায়াতের জন্য ব্রীক সলিং ও ২টি কালভার্ট নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	লামা উপজেলা	৪০.০০	৩০.০০	৬০৫,০০০.০০	৬০৪,৫৯৩.০০	১০০%	৯৯.৯৩	
৪২	৩৬৮	ফাইতং ইউ.পি রাস্তার মাথা হতে মগনামা ও ফুলবাড়ি আরকান সড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	লামা উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৪৫৪,০০০.০০	৪৫৪,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	

৪৩	৩৬৯	আজিজনগর চাম্বি হেডম্যান পাড়ার অভ্যন্তরে ব্রিক সলিং, ড্রেইন ও ছড়ার উপর সিঁড়ি নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	লামা উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৪৫৫,০০০.০০	৪৫৪,৯৪৭.০০	১০০%	৯৯.৯৯	
৪৪	৩৭০	লামা আজিজনগর সন্দীপ পাড়া হতে গজালিয়া পাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	লামা উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৪৫৫,০০০.০০	৪৫৪,৯৩৮.০০	১০০%	৯৯.৯৯	
৪৫	৩৭১	কানাপাড়া রাস্তার মুখ সংলগ্ন গোল্ডেন টেম্পল বৌদ্ধ বিহারের সম্প্রসারণ ও অন্যান্য কাজ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৫০.০০	২২.৫০	২,৭৫০,০০০.০০	২,৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৪৬	৩৭২	নাইক্ষ্যংছড়ি রেজু আমতলীর মোড় হতে মার্মা পাড়া যাওয়ার রাস্তা ব্রিক সলিং করণ (১ কিঃমিঃ)। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৭৫০,০০০.০০	৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৪৭	৩৭৩	বড়মদক ঝুলন্ত ব্রীজ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	থানছি উপজেলা	৮০.০০	২২.৫০	৪,০০০,০০০.০০	৪,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
		শিক্ষা								
৪৮	৩৭৪	বালাঘাটা বিমুক্তিসুখ বৌদ্ধ বিহারে ছাত্রাবাসের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ	বান্দরবান সদর উপজেলা	২১.৭০	১৯.৯১	১৬৪,০০০.০০	১৬৩,৭৫০.০০	১০০%	৯৯.৮৫	

		২০১৯-২০২২								
৪৯	৩৭৫	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ স্কুল এন্ড কলেজের মাটি ভরাটসহ উন্নয়ন করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৯-২০২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৭০.০০	৬১.৩০	৩৭৭,০০০.০০	৩৬২,৫৫২.০০	১০০%	৯৬.১৭	
৫০	৩৭৬	আজিজিয়া ফয়েজুল উলুম মাদ্রাসা/এতিমখানা ছাত্রাবাসের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন ও মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। অর্থবছর ঃ ২০১৯-২২	আলীকদম উপজেলা	৪৫.০০	৪৩.৭৫	১২৫,০০০.০০	১২৫,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৫১	৩৭৭	নাইক্ষ্যংছড়ি হাজী এম. এ. কালাম ডিগ্রী কলেজ এর অডিটরিয়াম নির্মাণ। অর্থ বছর-২০১৭-২৪	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	৬৩৬.০০	৪৫০.৬৪	১৮,৫০০,০০০.০০	১৮,৫০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৫২	৩৭৮	৩নং ঘুমধুম ইউনিয়নে ফাত্রাঝিড়ি ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহারে অবস্থানরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস ও ল্যাট্রিন নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৯-২০২২	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	৪৮.০০	৪০.৮৯	৬৯৬,০০০.০০	৬৯৬,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৫৩	৩৭৯	আশার আলো শিশু সদন ছাত্রাবাসের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ । অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৭৫০,০০০.০০	৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৫৪	৩৮০	বান্দরবান সাংগু উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কারকরণ।	বান্দরবান সদর উপজেলা	১৫.০০	১১.২৫	৩০৫,০০০.০০	৩০০,০০০.০০	১০০%	৯৮.৩৬	

		অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২								
৫৫	৩৮১	বীর বাহাদুর স্কুল এন্ড কলেজের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	২০.০০	১৫.০০	৪০৫,০০০.০০	৩৯৪,২৪৬.০০	১০০%	৯৭.৩৪	
৫৬	৩৮২	হ্লাপাই মুখ পাড়া জুনিয়ার হাই স্কুল মাঠ সংস্কার ও সিঁড়ি নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৭৪৩,০০০.০০	৭৪৩,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৫৭	৩৮৩	সোনাই সেক্রু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	রোয়াংছড়ি উপজেলা	১০.০০	৭.৫০	২০২,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	৯৯.০১	
৫৮	৩৮৪	আন্তাহা সরকারী প্রাথমিব বিদ্যালয় বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	রোয়াংছড়ি উপজেলা	১০.০০	৭.৫০	২০৩,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	৯৮.৫২	
৫৯	৩৮৫	রুমা সাংঙ্গু সরকারী কলেজের হোষ্টেল এর ডাইনিং ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ও আসবাবপত্র সরবরাহকরণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	রুমা উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৭৫০,০০০.০০	৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৬০	৩৮৬	রুমা রেমাক্রী প্রাংসা ইউনিয়নে সুংসং পাড়ায় বেসরকারী জুনিয়র হাইস্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-	রুমা উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৭৫০,০০০.০০	৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	

		২২								
৬১	৩৮৭	লামা রূপসী পাড়া ইউনিয়নে ডিম পাহাড়ে রুংলেন থারবা ম্রো ছাত্রাবাস নির্মাণ। অর্থ বছর : ২০২০-২২	লামা উপজেলা	৩৫.০০	২৬.২৫	৭০২,০০০.০০	৭০০,০০০.০০	১০০%	৯৯.৭২	
৬২	৩৮৮	লামা উপজেলা মর্ডাণ হাই স্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণ। অর্থ বছর : ২০২০-২২	লামা উপজেলা	৫০.০০	২২.৫০	২,৭৫০,০০০.০০	২,৭৫০,০০০.০০	৮০%	১০০.০০	
৬৩	৩৮৯	লামা উপজেলা দারুল কাউছার মাদ্রাসা ও এতিমখানায় একটি একাডেমীক ভবন নির্মাণ। অর্থ বছর : ২০২০-২২	লামা উপজেলা	২০.০০	১৫.০০	৪০৪,০০০.০০	৪০০,০০০.০০	১০০%	৯৯.০১	
৬৪	৩৯০	লামা উপজেলা ইয়াংছা ফয়েজুল উলুম হামিউচ্ছুন্না মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ।	লামা উপজেলা	২০.০০	১৫.০০	৪০৪,০০০.০০	৪০০,০০০.০০	১০০%	৯৯.০১	
৬৫	৩৯১	সোনাইছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য পাঠাগার নির্মাণ। অর্থ বছর : ২০২০-২২	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	২০.০০	১৫.০০	৪০৬,০০০.০০	৪০০,০০০.০০	১০০%	৯৮.৫২	
		ধর্ম								
৬৬	৩৯২	রেনী পাড়া বৌদ্ধ বিহারে অবস্থানরত ছাত্রদের হোস্টেল পুনঃনির্মাণ করণ। ২০১৯-২০২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৩০.০০	২৮.৭৫	১২১,০০০.০০	১২০,৮৯৮.০০	১০০%	৯৯.৯২	

৬৭	৩৯৩	গুংক্ষ্যাং পাড়া বৌদ্ধ বিহার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন । ২০১৯-২০২২	রোয়াংছড়ি উপজেলা	৩০.০০	২৭.৫০	২৫০,০০০.০০	২৪৯,২৭৮.০০	১০০%	৯৯.৭১	
৬৮	৩৯৪	চিম্বুক কোরাং পাড়া গীর্জার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। ২০১৯-২০২২	রুমা উপজেলা	১৫.০০	১২.৬৫	২৩৫,০০০.০০	২৩৫,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৬৯	৩৯৫	বিদ্যামনি পাড়ায় রাস্তাসহ গীর্জা নির্মাণ করণ। ২০১৯-২০২২	রুমা উপজেলা	৮০.০০	৭০.০০	১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৭০	৩৯৬	সাবেক বিলছড়ি বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। ২০১৯-২০২২	লামা উপজেলা	৩৭.৫৩	৩৫.৬৫	১৮৮,০০০.০০	১৮৮,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৭১	৩৯৭	লামা কেন্দ্রীয় মার্কাজ মসজিদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করণ। অর্থ বছর : ২০১৯-২০২২	লামা উপজেলা	১৭৮.০০	১৭৩.১৯	৪৪০,০০০.০০	৪৪০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৭২	৩৯৮	হারগাজা হেডম্যান পাড়া মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার সংস্কার ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। ২০১৯-২০২২	লামা উপজেলা	৪৫.৪৫	৩৭.৫০	৪১৭,০০০.০০	৪১৬,৭৫০.০০	১০০%	৯৯.৯৪	
৭৩	৩৯৯	সুয়ালক ইউনিয়নের আমতলী মারমা পাড়ায় ধর্মশালা নির্মাণ অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৬৫.০০	২২.৫০	৪,২৪৮,০০০.০০	৪,২৪৭,৫৫০.০০	১০০%	৯৯.৯৯	
৭৪	৪০০	কালাঘাটা আম্রকানন বৌদ্ধ পল্লী মহাশ্মানে ড্রেনসহ রাস্তা ও শশ্মান ধর্মশালা এবং গৌতম বিহারে সংলগ্ন সীমাঘর নির্মাণ। অর্থ বছর : ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৫৯৯,০০০.০০	৫৯৯,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	

৭৫	৪০১	গুংগুরু মধ্যম খেয়াং পাড়া বৌদ্ধ বিহার এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করণ। অর্থ বছর : ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৬০.০০	৩০.০০	৩,০০০,০০০.০০	২,৯৯৯,৮৫১.০০	১০০%	১০০.০০	
৭৬	৪০২	বনরূপা পাড়া কৃষ্ণ মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর : ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৭৫০,০০০.০০	৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৭৭	৪০৩	লুলাইং পাড়া চেরাং ঘর নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৬০৩,০০০.০০	৬০০,০০০.০০	১০০%	৯৯.৫০	
৭৮	৪০৪	লেমুঝিড়ি শ্যাশ্বানের চেরাং ঘরসহ কাটাতারের বেড়া নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	২০.০০	১৫.০০	৪০৪,০০০.০০	৪০০,০০০.০০	১০০%	৯৯.০১	
৭৯	৪০৫	তালুকদার পাড়া বৌদ্ধ বিহার উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ, চেরাং ঘর ও ৪ কক্ষ বিশিষ্ট টয়লেটসহ গণশৌচাগার নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৭৩৬,০০০.০০	৭৩৫,৫৪৬.০০	১০০%	৯৯.৯৪	
৮০	৪০৬	তারাছা ইউনিয়নে বড়ইতলী বৌদ্ধ বিহারের বারান্দা সহ ফ্লোর টাইলস করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	**রোয়াংছড়ি উপজেলা**	৩০.০০	২২.৫০	৭৫০,০০০.০০	৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৮১	৪০৭	২নং তারাছা ইউনিয়নে তেতুলিয়া পাড়ার বৌদ্ধ বিহারের পার্শ্বে	রোয়াংছড়ি উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৭৫০,০০০.০০	৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	

		চেরাং ঘর সংস্কার করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২								
৮২	৪০৮	রাজপুত্র নুমংপ্রু পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	রোয়াংছড়ি উপজেলা	৫০.০০	২২.৫০	২,৭৫০,০০০.০০	২,৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৮৩	৪০৯	রুমা পলিকা পাড়া বৌদ্ধ বিহার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	রুমা উপজেলা	২৫.০০	১১.২৫	১,৩৭৫,০০০.০০	১,৩৭৫,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৮৪	৪১০	রুমা উপজেলায় বগালেক পর্যটন এলাকায় ১টি মসজিদ ও ৪টি টয়লেট নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	রুমা উপজেলা	৫০.০০	১৫.০০	৩,২৫৭,০০০.০০	৩,২৫৭,০০০.০০	৮০%	১০০.০০	
৮৫	৪১১	৩নং ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নে ফকিরা খোলা জামে মসজিদ ও কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল ও পুকুর ঘাট নির্মান অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	লামা উপজেলা	২৫.০০	১৮.৭৫	৬২৫,০০০.০০	৬২৫,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৮৬	৪১২	লামা ফাঁসিয়াখালী ত্রিশডেবা পাড়ায় বৌদ্ধ বিহার নির্মান। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	লামা উপজেলা	৫৫.০০	১৫.০০	৪,০০০,০০০.০০	৪,০০০,০০০.০০	৮০%	১০০.০০	
৮৭	৪১৩	ফাইতং ইউনিয়নের সুতাবাদী মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	লামা উপজেলা	১৫.০০	১১.২৫	৩০৪,০০০.০০	৩০০,০০০.০০	১০০%	৯৮.৬৮	

৮৮	৪১৪	লামা মার্কাজ মসজিদ কমপ্লেক্স অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	লামা উপজেলা	২৫০.০০	১১২.৫০	১০,০০০,০০০.০০	১০,০০০,০০০.০০	৮৫%	১০০.০০	
৮৯	৪১৫	ফাসিয়াখালী ইউনিয়নের বাম হাতির ছড়া আগার জামে মসজিদ নির্মাণ করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	লামা উপজেলা	৪০.০০	১৫.০০	২,৫০০,০০০.০০	২,৫০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৯০	৪১৬	আলীকদম চৈক্ষ্যং ইউনিয়নে বায়তুল মাওয়া জামে মসজিদের দ্বিতল ভবন নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২১	আলীকদম উপজেলা	২০.০০	১৫.০০	৪০০,০০০.০০	৩৯৮,৪৩২.০০	১০০%	৯৯.৬১	
৯১	৪১৭	সোনাইছড়ি হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহারে চেরাং ঘর নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	৪৫.০০	১৫.০০	৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৯২	৪১৮	বাইশারী ইউনিয়নের আথুইমং পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	৪০.০০	১৫.০০	২,৫০০,০০০.০০	২,৫০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
		কৃষি, সেচ ও বাঁধ								
৯৩	৪১৯	বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন কৃষিজ ও	জেলাব্যাপী	৩০০.০০	১১৮.৭৫	৩,১২৫,০০০.০০	৩,১২৫,০০০.০০	৫০%	১০০.০০	

		ফলজ বাগান সৃজন; হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন এবং শুকর পালন ইত্যাদি প্রকল্প।								
৯৪	৪২০	বিভিন্ন উপজেলায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানে ফলজ চারা / কলম বিতরনসহ ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ে ৫ একর বিশিষ্ট ৩য় শ্রেণীর জমির উপর ফলজ বাগান সৃজন প্রকল্প।	জেলাব্যাপী	১০০.০০	৯৩.৭৫	৬২৫,০০০.০০	৬২৫,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৯৫	৪২১	বান্দরবান সদরস্থ থোয়াইগ্য পাড়াস্থ ১ম শ্রেনীর জমি পার্শ্বে সেচ ড্রেন করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৪০.০০	১৫.০০	২,৫০০,০০০.০০	২,৪৯৯,৮৬৫.০০	১০০%	৯৯.৯৯	
৯৬	৪২২	বান্দরবান সদর উপজেলা লেমু ঝিড়ি পাড়া বৈক্ষ্যং ঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৪৫.০০	২২.৫০	২,২৫০,০০০.০০	২,২৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
৯৭	৪২৩	বান্দরবান পার্বত্য জেলা ৭টি উপজেলায় বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ প্রকল্প। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	জেলাব্যাপী	৫০.০০	২২.৫০	১,৪৩৮,০০০.০০	১,৪৩৮,০০০.০০	৭০%	১০০.০০	
৯৮	৪২৪	রোয়াংছড়ি উপজেলা কাইন্তারমুখ	রোয়াংছড়ি উপজেলা	৫০.০০	২২.৫০	২,৭৫০,০০০.০০	২,৭৪৮,৬১০.০০	১০০%	৯৯.৯৫	

		ঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২								
৯৯	৪২৫	রোয়াংছড়ি উপজেলা আলেগঁই পাড়া ওয়াংফো ঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	রোয়াংছড়ি উপজেলা	৫০.০০	২২.৫০	২,৭৫০,০০০.০০	২,৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১০০	৪২৬	রুমা উপজেলা রুমাচর উপর পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি-এর মৎস্য চাষ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য একটি পুকুর খনন	রুমা উপজেলা	১০.০০	৭.৫০	২০৪,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	৯৮.০৪	
১০১	৪২৭	থানছি রেমাক্রী বাজার পাড়ায় বাঁধ পুনঃ সংস্কার করণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	থানছি উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৪৫১,০০০.০০	৪৫১,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১০২	৪২৮	৬নং রূপসী পাড়া ইউনিয়নে ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সংস্কার করণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	লামা উপজেলা	১০.০০	৭.৫০	২০৪,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	৯৮.০৪	
১০৩	৪২৯	আলীকদম কুরুক পাতা ইউনিয়নের মৎস্য চাষের জন্য পাদি পাড়া ডলুঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	আলীকদম উপজেলা	২৫.০০	১৮.৭৫	৬২১,০০০.০০	৬২১,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১০৪	৪৩০	আলীকদম উপজেলা করুকপাতা ইউনিয়নে সেচ কাজে বাঁধ নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-	আলীকদম উপজেলা	১৫.০০	১১.২৫	৩০০,০০০.০০	২৯৮,৪৮৯.০০	১০০%	৯৯.৫০	

		২২								
১০৫	৪৩১	আলীকদম করুক পাতা আর্মি ক্যাম্পের পার্শ্বে বাঁধ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	আলীকদম উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৭৫০,০০০.০০	৭৪৯,৫৫৮.০০	১০০%	৯৯.৯৪	
১০৬	৪৩২	আলীকদম আবাসিক স্কুলের পার্শ্ব হইতে শিল্পনিয়া এলাকার কৃষি কাজ, মৎস্য চাষ, পানি জলের সুবিধার্থে পাকা ড্রেন নির্মাণ এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	আলীকদম উপজেলা	৩০.০০	২২.৫০	৪৫৩,০০০.০০	৪৫৩,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১০৭	৪৩৩	আলীকদম ৩নং নয়াপাড়া ইউনিয়নের মংপ্রু মারমার ঘোনায় বোরো চাষের জন্য বাঁধ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	আলীকদম উপজেলা	৫৫.০০	৪১.২৫	১,৩৭৫,০০০.০০	১,৩৭৫,০০০.০০	৮০%	১০০.০০	
১০৮	৪৩৪	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদর ইউনিয়নে চেরাং খালে উপর বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বোরো মৌসুমে কৃষি জমিতে আবাদি করণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	১৫০.০০	৩৭.৫০	৫,০০০,০০০.০০	৫,০০০,০০০.০০	৬৫%	১০০.০০	
১০৯	৪৩৫	নাইক্ষ্যংছড়ি জারুলিয়াছড়ি নুনাঝিরি উপর বাঁধ ও পানি সরবরাহ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	৫০.০০	২২.৫০	২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	

		আয়বর্ধন মূলক								
১১০	৪৩৬	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ এলাকায় পূর্ব পার্শ্বে লেকের পারে কমিউনিটি সেন্টার নির্মান। (২০০০ বর্গফুট) (২০১৫-২০২২)	বান্দরবান সদর উপজেলা	৯৭৫.০০	৯৪৫.১৩	২,৯৮৮,০০০.০০	২,৯৫৫,২৬৬.০০	১০০%	৯৮.৯০	
১১১	৪৩৭	১নং পাইন্দু ইউনিয়নে নিয়ংক্ষ্যং পাড়া কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ। ২০১৯-২০২২	রুমা উপজেলা	৬০.০০	৫১.২৫	৮৭৫,০০০.০০	৮৭৫,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১১২	৪৩৮	রোয়াংছড়ি উপজেলা ক্যাপলং পাড়া কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ। ২০২০-২২	**বান্দরবান সদর উপজেলা**	৩০.০০	২২.৫০	৭৫০,০০০.০০	৭৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১১৩	৪৩৯	থানছি উপজেলা রেষ্ট হাউস নির্মাণ করণ। ২০২০-২২	থানছি উপজেলা	১০০.০০	৪৫.০০	৪,০০০,০০০.০০	৪,০০০,০০০.০০	৯০%	১০০.০০	
১১৪	৪৪০	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা রেষ্ট হাউস নির্মাণ করণ। ২০২০-২২	**নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা**	২০০.০০	৫২.৫০	১০,০০০,০০০.০০	১০,০০০,০০০.০০	৮০%	১০০.০০	
		পানি ও পয়ঃপ্রণালী								
১১৫	৪৪১	ব্যায়ামাগারের পার্শ্বে সংস্কার সহ ড্রেন নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	**বান্দরবান সদর উপজেলা**	১৫.০০	১১.২৫	৩০৭,০০০.০০	৩০০,০০০.০০	১০০%	৯৭.৭২	
১১৬	৪৪২	রুমা উপজেলার থাইক্ষ্যাং বম পাড়া ও ল্লাচিং মার্মা পাড়া চৌবাচ্চাসহ পানির পাইপ	**রুমা উপজেলা**	২০.০০	১৫.০০	৫০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	

		লাইন স্থাপন। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২								
১১৭	৪৪৩	রেমাক্রী প্রাংসা ইউনিয়নে হাঁকুরা ত্রিপুরা পাড়ায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ করণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	রুমা উপজেলা	১৫.০০	১১.২৫	৩৭৫,০০০.০০	৩৭৫,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১১৮	৪৪৪	রুমা ইয়াংরে পাড়ায় জিএফএস পাইপ লাইন এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ করণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	রুমা উপজেলা	১৫.০০	১১.২৫	৩২৪,০০০.০০	৩২৪,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১১৯	৪৪৫	রুমা মারমা ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনের আসবাবপত্র সরবরাহ ও টয়লেট নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২০-২২	রুমা উপজেলা	১৫.০০	১১.২৫	৩০৪,০০০.০০	৩০০,০০০.০০	১০০%	৯৮.৬৮	
১২০	৪৪৬	নিয়াক্ষ্যাং পাড়া বৌদ্ধ বিহারের পার্শ্বে গণশৌচাগার নির্মাণ অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	রুমা উপজেলা	২৫.০০	১৮.৭৫	৬২৫,০০০.০০	৬২৫,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১২১	৪৪৭	থানছি বিজিবি ক্যাম্পের পাশে টয়লেট নির্মাণ করণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	থানছি উপজেলা	১৫.০০	১১.২৫	৩৭৩,০০০.০০	৩৭৩,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১২২	৪৪৮	২নং লামা সদর ইউনিয়নের কাঁঠাল ছড়া ঝিড়ি হইতে চংবট কারবারী পাড়া পানি সাপ্লাই করণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	লামা উপজেলা	১৫.০০	১১.২৫	৩৭৫,০০০.০০	৩৭৪,৮১৭.০০	১০০%	৯৯.৯৫	

১২৩	৪৪৯	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার জুম খোলার ছড়া হইতে জারুলিয়াছড়ি পাড়ায় পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	**নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা**	২৫.০০	১৮.৭৫	৬২৫,০০০.০০	৬২৫,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
		পর্যটন শিল্প উন্নয়ন								
১২৪	৪৫০	থানছি উপজেলার তিন্দু ইউনিয়নের বড় পাথর এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ। ২০১৯-২২	থানছি উপজেলা	১০০.০০	৯৫.০০	৫০০,০০০.০০	৪৯৯,৫৯৯.০০	১০০%	৯৯.৯২	
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি								
১২৫	৪৫১	৪তলা বিশিষ্ট BHDC Sports Centre নির্মাণ। (কেএসআই এর পার্শ্বে) অর্থ বছর : ২০১৮-২০২২।	**বান্দরবান সদর উপজেলা**	৮০৫.০০	৩০৯.৮৮	১৫,০০০,০০০.০০	১৫,০০০,০০০.০০	৬০%	১০০.০০	
		বিবিধ								
১২৬	৪৫২	বান্দরবান পার্বত্য জেলা বান্দরবান পৌর এলাকার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন করণ প্রকল্প। অর্থ বছর ঃ ২০১৬-২০২২	জেলাব্যাপী	৮৯৪.৪৩	৮২৪.৫০	৬,৯৯২,০০০.০০	৬,৯৯২,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১২৭	৪৫৩	জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিপিপি প্রস্তুত করণ ব্যয়। অর্থ বছর-২০১৭-২২	জেলাব্যাপী	২৪০.০০	১০০.০০	-	-			স্থগিত

১২৮	৪৫৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌর এলাকার বালাঘাটা, কালাঘাটা ও বনরূপাসহ অন্যান্য এলাকায় নিরাপদ পানির সরবারহ করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৯ - ২০২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৯২০.০০	২৬৭.০০	৩৫,৩০০,০০০.০০	৩৫,৩০০,০০০.০০	৭০%	১০০.০০	
১২৯	৪৫৫	বান্দরবান পৌরসভার জন্য সিটি কর্পোরেশন রোড সুইপার মেশিন সরবরাহ করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৯ - ২০২২	বান্দরবান সদর উপজেলা	৫৬.০০	৩৭.৫০	১,৮৫০,০০০.০০	১,৮৫০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১৩০	৪৫৬	ঢেউটিন সরবরাহ করণ। অর্থ বছর ঃ ২০২০-২২	জেলাব্যাপী	৫০.০০	৩৭.৫০	১,২৪৮,০০০.০০	১,২৪৮,০০০.০০	১০০%	০০.০০	
		উপ-মোট =		**১০,৯২৪.২৪**	**৭,৩০৫.৮৫**	**২৪১,৩০০,০০০.০০**	**২৪১,০৯০,২৯৯.০০**			
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ২২১০০০৯০০ এর গৃহীত নতুন স্কীমের অগ্রগতির প্রতিবেদন :										
		ভৌত অবকাঠামো								
১৩১	৪৫৭	বান্দরবান রেডক্রিসেন্ট ভবনে সভাপতি, সেক্রেটারির কক্ষের ও কনফারেন্স রুমের ইন্টোরিয়র ডিজাইন, ফ্লোর টাইলস, আসবাবপত্র সরবরাহ ও আনুষাঙ্গিক কাজ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৭০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৫০%	১০০.০০	

১৩২	৪৫৮	কাইচতলী যুব উন্নয়ন সমিতির অফিস ভবন নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	২৫.০০		২,৫০০,০০০.০০	২,৩৭৪,৮২৯.০০	১০০%	৯৪.৯৯	
১৩৩	৪৫৯	বান্দরবান জেলা পরিষদের কমিউনিটি হলের তৃতীয় তলায় কারাতে খেলার কাঠের স্টেজ, গ্যালারী, ফ্লোর ম্যাট, কার্পেট ও আনুষাঙ্গিক কাজ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৫৫.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬০%	১০০.০০	
১৩৪	৪৬০	বান্দরবান ডিজিএফআই অফিস চত্বরে আরসিসি রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	৩০.০০		৩,০০০,০০০.০০	২,৮৫০,০০০.০০	১০০%	৯৫.০০	
১৩৫	৪৬১	বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ বান্দরবান জেলা আঞ্চলিক শাখার কার্যালয় ভবন সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	১৫.০০		১,৫০০,০০০.০০	১,৪২৫,০০০.০০	১০০%	৯৫.০০	
১৩৬	৪৬২	সুয়ালক সার্বজনীন শ্রী শ্রী হরি মন্দিরে বারান্দাসহ চারিপাশে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	৩০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	

১৩৭	৪৬৩	কানা পাড়ার সি এম সি গির্জার জন্য ১টি সিঁড়ি ও গ্রামবাসীর পানি সংগ্রহের জন্য ১টি সিঁড়ি নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	১৬.৫০		১,৬৫০,০০০.০০	১,৫৬৭,০০০.০০	১০০%	৯৪.৯৭	
১৩৮	৪৬৪	সুয়ালক ইউনিয়নে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদের ভবন নির্মাণ অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	২৫.০০		২,৫০০,০০০.০০	২,৩৭৫,০০০.০০	১০০%	৯৫.০০	
১৩৯	৪৬৫	বান্দরবান কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের গেইট ও বাউন্ডারী ওয়াল, বালাঘাটা হর্টিকালচার সেন্টারের কোল্ড স্টোরেজের জন্য ১টি ও বালাঘাটা যুব উন্নয়ন অফিসের জন্য ১টি ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৩৫.০০		১,৫০০,০০০.০০	১,৫০০,০০০.০০	৪৫%	১০০.০০	
১৪০	৪৬৬	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ অফিসের মূল গেইট সংস্কার ও সদর রেস্ট হাউজের গেইট নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	২০.০০		১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	৫০%	১০০.০০	
১৪১	৪৬৭	রেইছা লম্বা ঘোনা পাড়া লাইব্রেরী নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-	বান্দরবান সদর	৩০.০০		৩,০০০,০০০.০০	২,৮৫০,০০০.০০	১০০%	৯৫.০০	

		২২								
১৪২	৪৬৮	জেলা পরিষদের নিজস্ব জায়গায় মেঘলা ট্যুরিস্ট পুলিশ জোন অফিসে পর্যটক সহায়তার জন্য কেন্দ্র ও অফিসের সম্মুখে গোল চত্ত্বরে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তি নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৫০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬০%	১০০.০০	
১৪৩	৪৬৯	বান্দরবান জজকোর্ট এলাকায় গেইট, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য সংস্কার কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৩০.০০		২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	৭০%	১০০.০০	
১৪৪	৪৭০	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ রেস্ট হাউজ জামে মসজিদের জায়গায় মার্কেট নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৫০.০০		২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	৪৫%	১০০.০০	
১৪৫	৪৭১	বান্দরবান ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির ভবন নির্মাণ । অর্থ বছর ঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৪০.০০		২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	৫০%	১০০.০০	
১৪৬	৪৭২	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ স্কুল এন্ড কলেজ হোষ্টেলের জায়গায় মাটি ভরাট করণ। অর্থ বছর ঃ ২০২১-২৩	রোয়াংছড়ি	৭০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৪৫%	১০০.০০	

১৪৭	৪৭৩	বান্দরবান সদর উপজেলা খুমী হোষ্টেলের রিটেনিং ওয়াল সম্প্রসারণ ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	২৫.০০		২,৫০০,০০০.০০	২,৫০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১৪৮	৪৭৪	মংঞো পাড়ার ঘাটে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	রোয়াংছড়ি	১০.০০		১,০০০,০০০.০০	৯৫০,০০০.০০	১০০%	৯৫.০০	
১৪৯	৪৭৫	বান্দরবান-রোয়াংছড়ি সড়ক রামজাদীর মোড় হতে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ স্কুল এন্ড কলেজ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০২১-২৩	রোয়াংছড়ি	৫৫.০০		৩,৫০০,০০০.০০	৩,৫০০,০০০.০০	৬৫%	১০০.০০	
১৫০	৪৭৬	লামা উপজেলায় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্লাব ঘর পুনঃ নির্মাণ । **অর্থ বছর ঃ ২০২১-২৩**	লামা	২৫.০০		২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	৮৫%	১০০.০০	
১৫১	৪৭৭	লামা উপজেলা সরই ইউনিয়নের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পাঠাগার সংস্কার অর্থ বছর ঃ ২০২১-২২	লামা	২০.০০		২,০০০,০০০.০০	১,৯০০,০০০.০০	১০০%	৯৫.০০	
		যোগাযোগ								
১৫২	৪৭৮	বান্দরবান জেলা পরিষদ এলাকায় সংযোগ সড়ক হতে ষ্টাফ কোয়াটার ও র‍্যাব অফিস পর্যন্ত বিসি দ্বারা	**বান্দরবান সদর**	৯৭.৩০		৫,০০০,০০০.০০	৫,০০০,০০০.০০	৫৫%	১০০.০০	

		রাস্তা নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩								
১৫৩	৪৭৯	ম্রক্ষ্যং পাড়া (ডলুঝিড়ি) সংযোগ ব্রীজের সামনে মাটি কাটা, কালভার্ট ও এইচবিবি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০২১-২৩	রোয়াংছড়ি	৫০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬৫%	১০০.০০	
১৫৪	৪৮০	থানছি বাজারে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০২১-২৩	থানছি	৫০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬৫%	১০০.০০	
১৫৫	৪৮১	মালুমঘাট-গুলিস্থান বাজার সড়ক হতে তালিমুল কুরআন জামে মসজিদ ভায়া দক্ষিণ হায়দারনাসী সড়কে বক্স কালভার্ট নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	লামা	২৫.০০		২,৫০০,০০০.০০	২,৩৭৫,০০০.০০	১০০%	৯৫.০০	
১৫৬	৪৮২	লামা উপজেলার গজালিয়া আর্মি ক্যাম্পের সংযোগ রাস্তা নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	লামা	৫০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬০%	১০০.০০	
১৫৭	৪৮৩	লামা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নের গাইন্দা পাড়া হতে পশ্চিম বাইশারী পাড়া পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	লামা	৭০.০০		৩,৫০০,০০০.০০	৩,৫০০,০০০.০০	৫০%	১০০.০০	

১৫৮	৪৮৪	ইয়াংছা রাম মন্দিরে যাতায়াতের আরসিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ ও কক্ষ সম্প্রসারণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	লামা	৩০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১৫৯	৪৮৫	নাইক্ষ্যংছড়ি হাজী এম এ কালাম সরকারি কলেজের অডিটরিয়াম সংযোগ সড়কসহ আভ্যান্তরীণ সড়ক উন্নয়ন, ওয়াল ও গেইট নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	নাইক্ষ্যংছড়ি	৬০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৫০%	১০০.০০	
১৬০	৪৮৬	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা বিজিবি ক্যাম্পের সামনে ফুলতলা বাহাতিরছড়া রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	নাইক্ষ্যংছড়ি	৩০.০০		৩,০০০,০০০.০০	২,৮৫০,০০০.০০	১০০%	৯৫.০০	
১৬১	৪৮৭	নতুন পাড়া মরিচ্যা সড়ক হতে রেজু খালের ব্রীজ পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা সড়ক নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	নাইক্ষ্যংছড়ি	৫০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬৫%	১০০.০০	
		শিক্ষা								
১৬২	৪৮৮	বান্দরবান আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উর্দ্ধমুখী ভবন সম্প্রসারণসহ	বান্দরবান সদর	১০০.০০		৪,০০০,০০০.০০	৪,০০০,০০০.০০	৪০%	১০০.০০	

		আনুষাঙ্গিক কাজ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩							
১৬৩	৪৮৯	কেংড়াছড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাকা ভবন নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ করণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৫০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬০%	১০০.০০	
১৬৪	৪৯০	বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস নির্মাণ **অর্থ বছরঃ ২০২১-২৪**	বান্দরবান সদর	২৫০.০০		৫,০০০,০০০.০০	৫,০০০,০০০.০০	২০%	১০০.০০	
১৬৫	৪৯১	মেঘলা উচ্চ বিদ্যালয় ভবনসহ রাস্তা নির্মাণ। **অর্থ বছরঃ ২০২১-২৪**	বান্দরবান সদর	১২০.০০		৫,০০০,০০০.০০	৫,০০০,০০০.০০	৪২%	১০০.০০	
১৬৬	৪৯২	শাহ্ জব্বারিয়া তাহইফজুর কোরআন মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ । অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৫০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬০%	১০০.০০	
১৬৭	৪৯৩	চিম্বুক হেডম্যান পাড়া জুনিয়র হাই স্কুল নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৫৫.০০		২,৫০০,০০০.০০	২,৫০০,০০০.০০	৪৫%	১০০.০০	
১৬৮	৪৯৪	বান্দরবান শহর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত মেরামত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	১০.০০		১,০০০,০০০.০০	৯৯৯,৫৫৩.০০	১০০%	৯৯.৯৬	
১৬৯	৪৯৫	কচছপতলী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সোনাবিল পাড়া,	রোয়াংছড়ি	২৫.০০		২,৫০০,০০০.০০	২,৫০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	

		দৈয়োকুমার পাড়া, চিনি পাড়া কমিউনিটি বিদ্যালয় ও খেংখং শিল্পী গোষ্ঠীর জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩								
১৭০	৪৯৬	রুমা অগ্রবংশ অনাথালয়ের শিক্ষার্থীদের মিলনায়তন হল নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	রুমা	৫০.০০		২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	৪০%	১০০.০০	
১৭১	৪৯৭	লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের বনপুর সাংগু মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	লামা	৬০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৫০%	১০০.০০	
১৭২	৪৯৮	ফাইতং ইউনিয়নের সেবাতলী শিশু কল্যাণ অনাথালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল পুণঃ নির্মাণ । অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	লামা	৫০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬০%	১০০.০০	
১৭৩	৪৯৯	মারোগ্য পাড়া চাইন্দা রক্ষিত শিশু সদনে হোস্টেল ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	নাইক্ষ্যংছড়ি	৫০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬০%	১০০.০০	
		ধর্ম								
১৭৪	৫০০	বান্দরবান সদর উপজেলায় কানা পাড়া সংলগ্ন	বান্দরবান সদর	৩০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	

		পোল্ডেন টেম্পল বৌদ্ধ বিহারের মাটি ভাঙ্গন রোধে রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২								
১৭৫	৫০১	বান্দরবান কেন্দ্রীয় হিন্দু শশ্মাণ এর রিটেনিং ওয়ালসহ বাউন্ডারী ওয়ালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৫০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬০%	১০০.০০	
১৭৬	৫০২	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ অফিস চত্বরে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৫২.৫০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬০%	১০০.০০	
১৭৭	৫০৩	রত্নপুর বৌদ্ধ বিহারের আনুভূমিক সম্প্রসারণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	৩২.০০		৩,২০০,০০০.০০	৩,২০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১৭৮	৫০৪	সুয়ালক আমতলী তংচংগ্যা পাড়া বৌদ্ধ বিহারের আনুভূমিক সম্প্রসারণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৭০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৪৫%	১০০.০০	
১৭৯	৫০৫	ধুংখি পাড়া বৌদ্ধ বিহারের ধর্ম দেশনা ঘর ও রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৫০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬০%	১০০.০০	
১৮০	৫০৬	লেমুঝিড়ি পাড়া বৌদ্ধ বিহারের	বান্দরবান সদর	৩০.০০		৩,০০০,০	৩,০০০,০	১০০%	১০০.০০	

		চেরাংঘর নির্মাণ অর্থ বছরঃ ২০২১-২২				০০.০০	০০.০০			
১৮১	৫০৭	রাজবিলা ইউনিয়নের লক্ষীমোহন কারবারী পাড়া বৌদ্ধ বিহারের সংযোগ সড়কসহ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	৩৫.০০		৩,৫০০,০০০.০০	৩,৫০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১৮২	৫০৮	বান্দরবান সদর ইউনিয়নের সাতকমল পাড়া বৌদ্ধ বিহারের কমিউনিটি সেন্টারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	৩৫.০০		৩,৫০০,০০০.০০	৩,৫০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১৮৩	৫০৯	বান্দরবান পৌরসভার টাইগার পাড়া রত্নপ্রিয় বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	৩২.০০		৩,২০০,০০০.০০	৩,২০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১৮৪	৫১০	গোয়ালিয়া খোলা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	বান্দরবান সদর	৬০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৫০%	১০০.০০	
১৮৫	৫১১	বান্দরবান সদর ইউনিয়নের রেইচা পাড়া শ্বশ্মানের সীমানা প্রাচীর, গেইট, চেরাং ঘর, রাস্তা ও মাটি ভাঙ্গনরোধে বল্লি প্যালাসাইডিং করণ। অর্থ	বান্দরবান সদর	৪৫.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬৫%	১০০.০০	

		বছরঃ ২০২১-২৩								
১৮৬	৫১২	রোয়াছড়ি হিন্দু মন্দির পূণঃ নির্মাণ। **অর্থ বছরঃ ২০২১-২৪**	রোয়াংছড়ি	৪০.০০		১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	২৫%	১০০.০০	
১৮৭	৫১৩	নাছালং পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	রোয়াংছড়ি	৫০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬০%	১০০.০০	
১৮৮	৫১৪	আন্তাহা পাড়া ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ(বিবিসিএফ) পাকা ভবন নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	রোয়াংছড়ি	৩০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১৮৯	৫১৫	কানাইজো পাড়া বৌদ্ধ বিহার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	রোয়াংছড়ি	৩০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
১৯০	৫১৬	তারাছা খালের পার্শ্বে নয়াপাড়া বৌদ্ধ বিহার মেরামত। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	রোয়াংছড়ি	২০.০০		২,০০০,০০০.০০	১,৯০০,০০০.০০	১০০%	৯৫.০০	
১৯১	৫১৭	তিন্দু ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে আপ্রু মং পাড়ায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	থানছি	৫২.০০		২,২০০,০০০.০০	২,২০০,০০০.০০	৪২%	১০০.০০	
১৯২	৫১৮	যিহোবা যিরি ছাত্রাবাসে যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	থানছি	৫০.০০		২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	৪০%	১০০.০০	
১৯৩	৫১৯	ফাইতং ২নং ওয়ার্ডের	লামা	৩০.০০		৩,০০০,০		১০০%	৯৫.০০	

		হেডম্যান পাড়া নতুন বৌদ্ধ বিহারের ঘর রক্ষা গাইড ওয়াল নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২				০০.০০	২,৮৫০,০০০.০০			
১৯৪	৫২০	সরই ইউনিয়নে লুলাইং মুখ ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহার পুনঃ নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	লামা	৪০.০০		২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	৫০০%	১০০.০০	
১৯৫	৫২১	লামা পৌরসভায় ম্রো সম্প্রদায়ের সেবা আশ্রমের ভবন নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	লামা	৩৫.০০		৩,৫০০,০০০.০০	-	০%	-	একই স্থানে উন্নয়ন বোর্ডের স্কীম থাকায় পরিষদের স্কীমটি স্থগিত করা হয়েছে।
১৯৬	৫২২	২নং চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের রেপার পাড়া বাজারস্থ আলীকদম ইসলামীয়া এতিম খানা ভবন সম্প্রসারণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	আলীকদম	৩০.০০		৩,০০০,০০০.০০	২,৮৪৮,৬৫৪.০০	১০০%	৯৪.৯৬	
১৯৭	৫২৩	উত্তর ঘুমধুম আজুখাইয়া পুরাতন জামে মসজিদ পুন: নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	নাইক্ষ্যংছড়ি	৫৫.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৫৫%	১০০.০০	
১৯৮	৫২৪	ঘুমধুম ইউনিয়নে ফাত্রাঝিড়ি	নাইক্ষ্যংছড়ি	২০.০০		২,০০০,০০০.০০	১,৮৯৮,৭	১০০%	৯৪.৯৪	

		ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহারের ছাত্রাবাসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২					২৫.০০			
		আয়বর্ধন মূলক								
১৯৯	৫২৫	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের পেট্রোল পাম্প এর জায়গায় একটি মার্কেট নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	২৫.০০		২,৫০০,০০০.০০	২,৫০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
		পানি ও পয়ঃপ্রণালী								
২০০	৫২৬	ট্যুরিস্ট ও স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য ডলুপাড়া আর্মি ক্যাম্পের পাশে ওয়াশরুম নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	১২.০০		১,২০০,০০০.০০	১,১৪০,০০০.০০	১০০%	৯৫.০০	
২০১	৫২৭	সোনাইছড়ি ইউনিয়নে রেজু হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহারের ল্যাট্রিন নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	নাইক্ষ্যংছড়ি	৮.৫০		৮৫০,০০০.০০	৮০৭,০০০.০০	১০০%	৯৪.৯৪	
		কৃষি,সেচ ও বাঁধ								
২০২	৫২৮	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ এলাকায় পানি সংরক্ষণের জন্য বাঁধ নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	**বান্দরবান সদর**	৩০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	
২০৩	৫২৯	বান্দরবান সদর ইউনিয়নের লম্বাঘোনা ভিতর পাড়া ঝিড়িতে	বান্দরবান সদর	৫০.০০		৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	১০০%	১০০.০০	

		বাঁধ নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২								
২০৪	৫৩০	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পাওয়ার টিলার ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	জেলাব্যাপী	৭০.০০		৫,৪০০,০০০.০০	৫,৪০০,০০০.০০	৮০%	১০০.০০	
২০৫	৫৩১	রোয়াংছড়ি উপজেলা নোয়াপতং ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডের আন্তা পাড়া তাওচিংখ ছড়াতে বাঁধ নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	রোয়াংছড়ি	৩০.০০		২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	৭০%	১০০.০০	
২০৬	৫৩২	রেজু খালের পাগলী বিল এলাকা ছড়ার উপর তিনটি পয়েন্টে পানি সংরক্ষণের জন্য বাঁধ নির্মাণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	নাইক্ষ্যংছড়ি	৪০.০০		২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	৫০%	১০০.০০	
		বিবিধ								
২০৭	৫৩৩	ঢেউটিন সরবরাহ করণ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২৩	জেলাব্যাপী	১০০.০০		৭,৫০০,০০০	৭,৫০০,০০০	৭৫%	১০০.০০	
২০৮	৫৩৪	বান্দরবান ডায়বেটিক সমিতির ভবনে চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র সরবরাহ। অর্থ বছরঃ ২০২১-২২	বান্দরবান সদর	২০.০০		২,০০০,০০০	১,৯০০,০০০	১০০%	৯৫.০০	
		উপ-মোট নতুন প্রকল্প =		**৩,৪৯৭.৮০**	**-**	**২১৭,২০০,০০০.০০**	**২১১,৮৬০,৭৬১.০০**			
		সর্বমোট		**১৪,৪২২.০৪**	**৭,৩০৫.৮৫**	**৪৫৮,৫০০,০০০.০০**	**৪৫২,৯৫১,০৬০.০০**		**৯৮.৭৯%**	

৫.খ.৮ পরিষদ পরিচালনায় চিহ্নিত সমস্যাসমূহ :

(ক) সরকার চুক্তির মাধ্যমে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে ইতোমধ্যে ২৮টি সরকারি বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/কার্যক্রম ন্যস্ত করেছে। চুক্তিতে ন্যস্ত বিভাগসমূহের যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা জেলা পরিষদকে প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি দ্বৈত প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং কোন কোন মন্ত্রণালয় কর্তৃক হস্তান্তর চুক্তি কার্যকরের জন্য নির্বাহী আদেশ জারী করেনি। ফলে ন্যস্ত বিভাগসমূহ সরাসরি অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখছে অথবা জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয় সরাসরি ন্যস্ত বিভাগসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশেষ করে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে জেলা পরিষদে হস্তান্তর করার বিধান থাকলেও আজঅবধি হস্তান্তর হয়নি। এছাড়া পরিষদকে অবহিত না করে ন্যস্ত বিভাগ/দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলি/প্রত্যাহার করা হয়। যা ন্যস্ত বিভাগসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি পরিপন্থী। ফলে এ জেলায় প্রায় সব বিভাগ/দপ্তরসমূহে কর্মকর্তা সংকট বিরাজমান। এ ধরনের দ্বিমুখী/ত্রিমুখী ব্যবস্থাপনা দাপ্তরিক কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি করছে। প্রশাসনিক জটিলতা দ্রুত নিরসনের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের মাধ্যমে ন্যস্ত বিভাগের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি আদেশ/নির্দেশ জারি করার প্রয়োজন।

(খ) ২৮টি ন্যস্ত বিভাগসমূহের জেলা অফিসকে পরিষদে ন্যস্ত করা হলেও উপজেলা অফিসসমূহকে ন্যস্ত করা হয়নি। অথচ সকল বিভাগের অধিকাংশ বিভাগীয় কার্যক্রম উপজেলাভিত্তিক। উপজেলা অফিসসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় বিভাগীয় কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে জেলা পরিষদ, ন্যস্ত বিভাগসমূহের জেলা অফিস ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসমূহের মধ্যে প্রশাসনিক ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ন্যস্ত বিভাগসমূহের সকল উপজেলা অফিসমূহকে জেলা পরিষদে ন্যস্ত করা জরুরি।

(গ) বর্তমানে পার্বত্য জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ভিন্ন ভিন্ন আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। জেলা পরিষদসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা। অপরদিকে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। তাই উপজেলা ও ইউনিয়ন তথা মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কার্যক্রম ও উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং পার্বত্য জেলাসমূহে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে একটি প্রশাসনিক ছাতার তলায় অর্থাৎ জেলা পরিষদে আওতাধীন করা হলে বিভাগীয় কার্যক্রম তথা উন্নয়নমূলক কার্যসমূহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা কমে আসবে এবং উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।

(ঘ) কিছু কিছু ন্যস্ত বিভাগে কর্মচারীর শূণ্যতা বিরাজ করছে। একাধিকবার প্রস্তাব প্রেরণ করা হলেও ইতিবাচক উত্তর তথা প্রশাসনিক অনুমোদন না পাওয়ায় কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারছে না।

৫.খ.৯ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আলোকচিত্র :



সুবিধাভোগীদের মাঝে পাওয়ার টিলার বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি।



সুবিধাভোগীদের মাঝে যুবঋণ, কৃষি যন্ত্রাংশ, চারা এবং আর্থিক অনুদান প্রদান করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি।



পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রকল্প ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সামগ্রী বিতরণ করছেন বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ক্য শৈ হ্লা।



বড় মদক এলাকায় সাঙ্গু নদীর উপর ঝুলন্ত ব্রিজ নির্মাণ



সরকারি প্রা.বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকদের মাঝে নিয়োগপত্র হস্তান্তর করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ক্য শৈ হ্লা।



বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক মসজিদ নির্মাণ।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ



৫.গ. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৫.গ.১ ভূমিকা :

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তক ১৯৮৯ সনের ২০নং আইন দ্বারা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক উল্লিখিত আইন আংশিক সংশোধিত হলেও ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চক্তির আলোকে (১৯৯৮ সনের ১০নং আইন দ্বারা) অধিকাংশ ধারা সংশোধন-সংযোজন ও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এ পরিষদকে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। সংশোধিত আইন অনযায়ী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ এর নাম "খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ" এ রূপান্তরিত হয়।

৫.গ.২ পরিষদের গঠন :

- চেয়ারম্যান : ০১জন
- সাধারণসদস্য :
  উপজাতীয় সদস্য : ২১ জন
  অ-উপজাতীয় : ০৯ জন
- সংরক্ষিতমহিলাসদস্য :
  উপজাতীয় : ০২ জন
  অ-উপজাতীয় : ০১ জন

৫.গ.৩ সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বশীল সদস্য ও চেয়ারম্যান :

- চেয়ারম্যান (উপজাতীয়) ঃ ১(এক) জন।
- সদস্য (ক) অ-উপজাতীয় ঃ ৯(নয়) জন।
  (খ) উপজাতীয়ঃ
  ১) চাকমা ঃ ৯(নয়) জন।
  ২) মারমা ঃ ৬(ছয়) জন।
  ৩) ত্রিপুরা ঃ ৬(ছয়) জন।
  (গ) মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত) ঃ ৩(তিন) জন (২জন উপজাতীয়, ১ জন অ-উপজাতীয়)।

সর্বমোট সদস্য ঃ ৩৪ (চৌত্রিশ) জন।

৫.গ.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ :

একজন চেয়ারম্যান ও চৌদ্দ জন সদস্য সমন্বয়ে অন্তর্বতীকালীন পরিষদ আইনের ১৬ ক ধারা মোতাবেক নির্ধারিত মেয়াদে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে গঠনের বিধান রয়েছে। শুদ্ধধারা মোতাবেক ২০২০-২১ সালে দায়িত্ব পালনকারী অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ :-

ক্র: নং	অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ		কার্যকাল	মন্তব্য
১।	জনাব মংসুইপ্রু চৌধুরী	- চেয়ারম্যান	১৪/১২/২০২০ হতে অদ্যাবধি।	----------
২।	জনাব মো: আব্দুল জব্বার	- সদস্য	ঐ	
৩।	জনাব শুভ মঙ্গল চাকমা	- সদস্য	ঐ	
৪।	জনাব মো: মাঈন উদ্দিন	- সদস্য	ঐ	
৫।	জনাব খোকনেশ্বর ত্রিপুরা	- সদস্য	ঐ	
৬।	জনাব নীলোৎপল খীসা	- সদস্য	ঐ	
৭।	বাবু আশুতোষ চাকমা	- সদস্য	ঐ	
৮।	জনাব রেম্রাচাই চৌধুরী	- সদস্য	ঐ	
৯।	জনাব হিরন জয় ত্রিপুরা	- সদস্য	ঐ	
১০।	বাবু মংক্যচিং চৌধুরী	- সদস্য	ঐ	
১১।	জনাব শাহিনা আক্তার	- সদস্য	ঐ	
১২।	মিজ শতরূপা চাকমা	- সদস্য	ঐ	
১৩।	জনাব পার্থ ত্রিপুরা জুয়েল	- সদস্য	২২/১২/২০২০খ্রি: হতে অদ্যাবধি	
১৪।	জনাব কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া	- সদস্য	৩০ মে, ২০২২খ্রি: হতে অদ্যাবধি	
১৫।	--	- সদস্য	শূন্য	

৫.গ.৫ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় পরিষদের অধীনে হস্তান্তরিত বিভাগ/বিষয় সমূহের তালিকা :

ক্র:নং	হস্তান্তরিত দপ্তর/সংস্থার নাম	হস্তান্তরিত হওয়ার সন
১।	বাজার ফান্ড প্রশাসন	১৯৮৯
২।	কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	১৯৯০
৩।	স্বাস্থ্য বিভাগ	১৯৯০
৪।	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	১৯৯০
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ	১৯৯০
৬।	সমবায় বিভাগ	১৯৯৩
৭।	সমাজ সেবা বিভাগ	১৯৯৩
৮।	মৎস্য বিভাগ	১৯৯৩
৯।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ	১৯৯৩
১০।	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	১৯৯৩
১১।	ক্রীড়া বিভাগ	১৯৯৩
১২।	জেলা শিল্পকলা একাডেমী	১৯৯৩
১৩।	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	১৯৯৩
১৪।	জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার	১৯৯৩
১৫।	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক)	১৯৯৩
১৬।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	২০১১
১৭।	হর্টিকালচার বিভাগ	২০০৭
১৮।	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	২০১২
১৯।	প্রকৌশল অধিদপ্তর	২০১২
২০।	সরকারী শিশু সদন	২০১২
২১।	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	২০১২
২২।	রামগড় মৎস্য হ্যাচারি	২০১২
২৩।	জুমচাষ	২০১৩
২৪।	মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ	২০১৪
২৫।	স্থানীয় পর্যটন	২০১৪
২৬।	জেলা উন্নয়ন কমিটি	১৯৯০
২৭।	পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান	২০১৪
২৮।	স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স	২০১৪
২৯।	জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান	২০১৪
৩০।	মহাজনী কারবার	২০১৪

৫.গ.৬ পরিষদের আয়ের উৎস :

পরিষদের আয়ের প্রধান উৎস ৩টি :

১) পরিষদ কর্তক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

২) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা; এবং

৩) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান

৫.গ.৭ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিবরণী :

(ক) '২০২১-২০২২ আর্থিক সালের পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা' (প্রকল্প কোড নং ২২১০০১০০০) এর আওতায় প্রকল্প/স্কিম সমুহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা		বরাদ্দ	বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
১	কৃষি (বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ)	নতুন প্রকল্প	০৪টি	১২.০০		
		চলমান প্রকল্প	০৮টি	৪২.০০	১০০%	
২	শিক্ষা	মোট	১২টি	৫৪.০০		
		নতুন প্রকল্প	২টি	১০.০০		
		চলমান প্রকল্প	৯টি	৬০.০০	১০০%	
		মোট	১১টি	৭০.০০		
৩	যোগাযোগ	নতুন প্রকল্প	১০টি	৩৭.০০		
		চলমান প্রকল্প	৫৩টি	৪২২.০০	১০০%	
		মোট	৬৩টি	৪৫৯.০০		
৪	সমাজকল্যান (ভৌত অবকাঠামো)	নতুন প্রকল্প	১১টি	৩৩.০০		
		চলমান প্রকল্প	৩৪টি	২৭২.০০	১০০%	
		মোট	৪৫টি	৩০৫.০০		
৫	ধর্ম	নতুন প্রকল্প	১০টি	৩০.০০		
		চলমান প্রকল্প	৭৩টি	৬০৮.০০	১০০%	
		মোট	৮৩টি	৬৩৮.০০		
৬	অন্যান্য	নতুন প্রকল্প	১৮টি	৬৬.০০		
		চলমান প্রকল্প	৩৫টি	১৭৮.০০	১০০%	
		মোট	৫৩টি	২৪৪.০০		
	মোট নতুন প্রকল্প		৫৫টি	১৮৮.০০		
	মোট চলমান প্রকল্প		২১২টি	১৫৮২.০০		
	সর্বমোট প্রকল্প		২৬৭টি	২৯৫০.০০		

(খ) '২০২১-২০২২ আর্থিক সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা' (প্রকল্প কোড নং-২২১০০০৯০০) এর আওতায় প্রকল্প/স্কিম সমুহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা		বরাদ্দ	বাস্তব অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
১	শিক্ষা	নতুন প্রকল্প	০০টি	০০.০০	
		চলমান প্রকল্প	৪৫টি	১০৭৯.০০	১০০%
		মোট	৪৫টি	১০৭৯.০০	
২	যোগাযোগ	নতুন প্রকল্প	২টি	১০.০০	
		চলমান প্রকল্প	৪৮টি	১৫৭৮.০০	১০০%
		মোট	৫০টি	১৫৮৮.৬৮০	
৩	পানীয় জল	নতুন প্রকল্প	০০টি	০০.০০	
		চলমান প্রকল্প	০১টি	২০.০০	১০০%
		মোট	০১টি	২০.০০	
৪	সমাজকল্যান(ভৌত অবকাঠামো)	নতুন প্রকল্প	০১টি	৫.০০	
		চলমান প্রকল্প	৩৮টি	১১৯৪.৩২	১০০%
		মোট	৩৯টি	১১৯৯.৩২	
৫	ধর্ম	নতুন প্রকল্প	০০টি	০০.০০	
		চলমান প্রকল্প	২৯টি	৫৫৮.০০	১০০%
		মোট	২৯টি	৫৫৮.০০	
৬	কৃষি(বন, মৎস্য ও পশুসম্পদ)	নতুন প্রকল্প	০০টি	০০.০০	
		চলমান প্রকল্প	০৩টি	৪০.০০	১০০%
		মোট	০৩টি	৪০.০০	
		মোট নতুন প্রকল্প	০৩টি	১৫.০০	
		মোট চলমান প্রকল্প	১৬৪টি	৪৪৭০.০০	
		সর্বমোট ঃ	১৬৭টি	৪৪৮৫.০০	

৫.গ.৮ ২০২১-২২ অর্থ-বছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাদি সম্পাদিত হয়েছে :

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড-৯০০), পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা(কোড-১০০০) এর আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

গ) **পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি** : খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০), পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১০০০) ও নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় নিম্নে বর্ণিত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের প্রতিবেদন

সাম্প্রতিক অর্জন (২০২১-২০২২) ঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০), পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১০০০), নিজস্ব তহবিল ও দাতা সংস্থার সহায়তায় নিম্নে বর্ণিত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে।

কৃষি (বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ) :- মোট প্রকল্প সংখ্যা ০৩টি এর মধ্যে মৎস্য চাষের জন্য বাঁধ নির্মাণ ৩২০মি:, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলদ বাগান সৃজন ৩.৮৯ হেক্টর, সেচ ড্রেন ১০৫০মি: বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

শিক্ষা:- মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৪৫টি। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে লাইব্রেরী ০১টি, ছাত্রাবাস ২টি, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা সম্প্রসারণ/সংস্কার/মেরামত ৪২টি (৬২৮০ ব:মি:), ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

যোগাযোগ:-মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৫০টি এর মধ্যে ১২.৫কি:মি: রাস্তা, ড্রেন ১০৫০ মি:, ০৬টি বক্সকালভার্ট, ০৫টি ইউ ড্রেন এবং ৪২০.০০ মি: ব্রীজ, ২৫০ মি: ধারক ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ (ভৌত অবকাঠামো):- মোট ৩৯টি প্রকল্পের মধ্যে শিশু সদনের অনাথালয় ভবন নির্মাণ (৩২০.০০ব:মি:), মহিলা সমিতি উন্নয়ন (৫২০.০০ব:মি:), ক্লাব/সংঘ, সুপার মার্কেট (৭৫০.০০ব:মি:), মা ও শিশু কল্যাণ সমিতি (৩২৫.০০ব:মি:) বাস্তবায়িত হয়েছে।

ধর্ম:- মোট প্রকল্প ২৯টি এর মধ্যে মসজিদ উন্নয়ন ১০টি (৬৫০ব:মি:), মন্দির উন্নয়ন ১২টি (৬৪০ব:মি:), বৌদ্ধ মন্দির/বিহার উন্নয়ন ০৬টি (৮২০ব:মি:) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পানি ও পয়ঃপ্রণালী:- লক্ষীছড়ি উপজেলার কালা পাহাড় থেকে শুকনাছড়িতে GFS পদ্ধতিতে অত্র এলাকায় ৬৫০.০০ মি: প্রায় ৬০ পরিবারের মধ্যে পানি সরবরাহ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার:- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ০৯টি উপজেলায় ৩০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন ও আলমারী ও পুস্তক প্রদান করা হয়েছে।

পর্যটন সুবিধা সম্প্রসারণ:- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ০৮টি পরিবারকে দরিদ্র পরিবারে পর্যটকদের সাময়িক অবস্থানের সুবিধা সৃজন (Home Stay), খাগড়াছড়ি আলুটিলায় ০১টি পর্যটন স্পট উন্নয়ন, হর্টিকালচার পার্কের উন্নয়ন এবং আভ্যন্তরিন ১৭৫মি: রাস্তা উন্নয়ন করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, আর্ত-কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে মা ও শিশু মৃত্যুর হার ও অপুষ্টির হ্রাস পেয়েছে।

সাম্প্রতিক অর্জন (২০২১-২০২২) ঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০)), পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১০০০), নিজস্ব তহবিল ও দাতা সংস্থার সহায়তায় নিম্নে বর্ণিত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে।

কৃষি (বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ):- মোট প্রকল্প সংখ্যা ১১টি এর মধ্যে মৎস্য চাষের জন্য বাঁধ নির্মাণ ১৩৫মি: সেচ ড্রেন ৩০০মি: এবং আবৃত এলাকার আয়তন ৭২একর এবং ০৪টি পুকুর ৭১৫০ব:মি: বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

শিক্ষা:- মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৭৪টি। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে লাইব্রেরী ০২টি, ছাত্রাবাস ১টি, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা সম্প্রসারণ/সংস্কার/মেরামত ৭১টি (৭১৫০ ব:মি:) এবং ৫০০জন ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে ।

যোগাযোগ:-মোট প্রকল্পের সংখ্যা ১০৩টি এর মধ্যে ১০.৫কি:মি: রাস্তা, ড্রেন ৩০০ মি:, ০২টি বক্সকালভার্ট, ০৪টি ইউ ড্রেন এবং ২১০.০০ মি: ব্রীজ, ৭০ মি: ধারক ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ (ভৌত অবকাঠামো):- মোট ৫৫টি প্রকল্পের মধ্যে সমিতি উন্নয়ন (২১০.০০ব:মি:), ক্লাব/সংঘ, সুপার মার্কেট (৩৫০.০০ব:মি:), মা ও শিশু কল্যাণ সমিতি (১১৫.০০ব:মি:) বাস্তবায়িত হয়েছে।

ধর্ম:- মোট প্রকল্প ৭১টি এর মধ্যে মসজিদ উন্নয়ন ২৫টি (৯৫০ব:মি:), মন্দির উন্নয়ন ২৭টি (৮৭৫ব:মি:), বৌদ্ধ মন্দির/বিহার উন্নয়ন ১৯টি (৬১২ব:মি:) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার:- ০৯টি উপজেলায় ০৯টি ইউনিয়ন ও ০৩টি পৌরসভায় ৪০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন ও আলমারী ও পুস্তক প্রদান করা হয়েছে।

আর্থ-সংস্থানের মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন:- দুঃস্থ, গরীব ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে সেলাইমেশিন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ ৫০জন, পরিবারের প্রধানকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ৫০জন, দরিদ্র কৃষি পরিবারের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে লিংকেজ স্থাপন ৫০পরিবার, দরিদ্র পরিবার প্রধানকের বিদেশে চাকুরী গ্রহণের উদ্বুত্বকরণ ৩০জন এবং পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনীর আওতায় আনয়ন ১২০পরিবার।

উপরে বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, আর্থ-কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে মা ও শিশু মৃত্যুর হার ও অপুষ্টির হ্রাস পেয়েছে।

৫.গ.৯ অন্যান্য কার্যক্রম :

১। **তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন** :-ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃক তথ্যবহুল নিজস্ব ওয়েবসাইড (www.khdc.gov.bd) চালু করা হয়েছে। হস্তান্তরিত বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ও বেকার যুবক-যুবতী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, অনলাইনে শিক্ষাবৃত্তির আবেদনপত্র গ্রহন, অনলাইনে অভিযোগ গ্রহন, অনলাইনে চাকুরীর আবেদনপত্র গ্রহন, KHDC Phone Book, KHDC LawBook, KHDC Complaint Box

নামক মোবাইল এ্যাপস তৈরি করা হয়েছে, উন্নয়ন প্রকল্পের আবেদনপত্র গ্রহন, ই-টেন্ডার চালু, হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ছুটি মঞ্জুর, পাবলিক ফ্রি Wi-Fi জোন স্থাপন, সিসি টিভি স্থাপন, ভিডিও কনফারেন্স স্থাপন করা হয়েছে এবং ভূমি নামজারী সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

২। SID-CHT-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প :

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক **SID-CHT, UNDP** -এর অর্থায়নে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় (ক) "সিএইচটি ডব্লিউ সিএ" প্রকল্প (খ) Women and Girls empowerment through education and skills component (WGEES) প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং (গ) কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচীর প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, অক্টোবর/২১খ্রি: পূর্নঃ চালু করার কথা রয়েছে।

৩। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড :

পার্বত্য জনপদের ঐতিহ্যবাহী বৈসু-সাংগ্রাই-বিজু এবং বাংলা নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান, শান্তি চুক্তির বর্ষপূর্তি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস এবং অন্যান্য দিবসসমূহ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৪। এনজিও কার্যক্রম সমন্বয় সাধন :-

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী অত্র জেলার এনজিওসমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের জন্য এ পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক এবং জেলা প্রশাসককে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রতি দুই মাস অন্তর সভা আহ্বান করে কার্যক্রম মূল্যায়ন ও তত্ত্বাবধান কাজ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫। পরিষদ সভা :

পার্বত্য জেলা পরিষদের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়ে থাকে। পরিষদসহ পরিষদের হস্তান্তরিত বিভাগ, ভূমি বন্দোবস্ত, নামজারী ইত্যাদি অনুমোদন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদ সভায় নেয়া হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে পরিষদের মোট ৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৬। জেলা উন্নয়ন কমিটি :

১৯৮৯ সনের ২৬ আগষ্ট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক পরিপত্র মূলে জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে পূর্বের বিদ্যমান জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এর নাম পরিবর্তন করে জেলা উন্নয়ন কমিটি রাখা হয় এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করা হয়। ২০২১-২২ অর্থ বছরে জেলা উন্নয়ন কমিটির মোট ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এ কমিটি পূর্বের জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির দায়িত্বসহ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করে আসছে :-

১. এ জেলার সকল উন্নয়নমূলক কার্যাদির সহিত সম্পৃক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমূহের যথা: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভার সাথে সামগ্রিক সমন্বয় ও মনিটরিং।
২. আন্ত:বিভাগ/সংস্থার উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিমিত্ত সমন্বয় সাধন।
৩. উন্নয়ন কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন ও তদারকি এবং সমস্যাধি নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৪. উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ।

৭। বাজার ফান্ড ব্যবস্থাপনা :

বাজার ফান্ড কার্যালয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে একটি হস্তান্তরিত বিভাগ এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান বাজার ফান্ড কার্যালয়ের প্রশাসক হিসেবে কাজ করেন। বাজার ফান্ড কার্যালয়ের অধীনে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১টি নতুন বাজার স্থাপনসহ বর্তমানে ৩৬টি হাট-বাজার রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাজার ফান্ড বিধিমালা- ১৯৩৭ অনুসারে বাজার ফান্ড কার্যালয় কর্তৃক হাট-বাজারসমূহ ইজারসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা করা হয়। ইজারালব্দ মোট আয় হতে ৫০% সংশ্লিষ্ট পৌরসভায় এবং ৩৫% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সমূহে কমিশন হিসেবে প্রদান করা হয়। প্রতিটি বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য একজন করে বাজার চৌধুরী নিয়োজিত আছেন, বাজার চৌধুরীগণও ইজারালব্দ আয়ের ১০% কমিশন পেয়ে থাকেন, অবশিষ্ট অর্থে বাজার ফান্ডের সংস্থাপন ব্যয় ও বাজারের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

৫.গ.১০ সমস্যাবলী :

১. তিন পার্বত্য জেলায় আলাদা প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকলেও সরকার তথা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে অনেক সময় দেশের অপরাপর ৬১ জেলার ন্যায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।
২. পার্বত্য জেলার উন্নয়নে সরকার আন্তরিক হলেও বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করায় সমন্বয়হীনতা দেখা দিচ্ছে।

৩. পার্বত্য জেলা পরিষদ জেলার উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হলেও সরকার হতে বরাদ্দ প্রাপ্তির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

৪. পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা উপমন্ত্রী হিসেবে ১ম চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও উক্ত পদমর্যাদা পরবর্তীতে কার্যকর না থাকায় প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (শান্তি চুক্তি) মোতাবেক সরকার মোট ৩৩টি বিভাগ/বিষয়ের মধ্যে ইতোমধ্যে অধিকাংশ বিভাগ/বিষয় হস্তান্তরের প্রেক্ষাপটে পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেলেও পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হয়নি।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আলোকচিত্র :





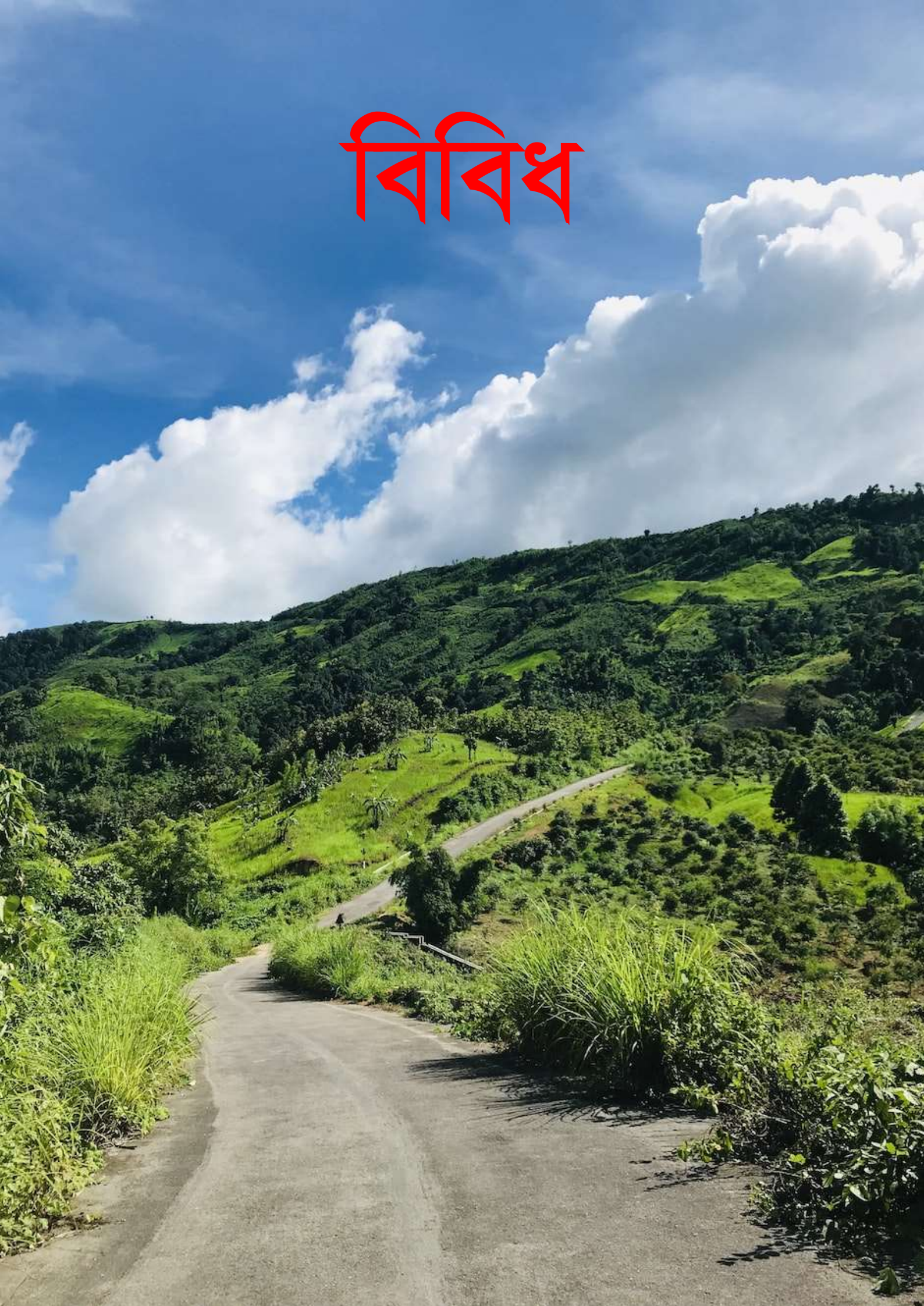
নাম ঃ- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ,ভবন সম্পসারন উন্নয়ন,অবস্থান ঃ- খাগড়াছড়ি উপজেলা


Samsung Quad Camera
Shot with my Galaxy A12


Shot on OnePlus




Samsung Quad Camera
Shot with my Galaxy A12


বিবিধ

৬. বিবিধ

৬.১.পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি :

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিরাজমান পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে কয়েক দফা সংলাপের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি ৪ (চার) খন্ডে বিভক্ত। ক খন্ডে ৪ (চার) টি, খ খন্ডে ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি, গ খন্ডে ১৪ (চৌদ্দ)টি এবং ঘ খন্ডে ১৯ (উনিশ)টি সর্বমোট ৭২ (বাহাত্তর) টি ধারা রয়েছে।

ইহার মধ্যে 'ক' খন্ডের ধারা ১,২,৩, ৪, 'খ' খন্ডের ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ও ৩৩; 'গ' খন্ডের ১, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, এবং 'ঘ' খন্ডের ১, ৫, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৯ ধারা মোট ৪৮ টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত; 'খ' খন্ডের ৪(ঘ), ৯, ১৯, ২৪, ২৭, ৩৪, 'গ' খন্ডের ২, ৩, ৪, ৫, ৬, 'ঘ' খন্ডের ৪, ৬, ১৭, ১৮ নম্বর মোট ১৫ টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং 'খ' খন্ডের ২৬, ২৯, ৩৫; 'গ' খন্ডের ১১, ১৩ 'ঘ' খন্ডের ২, ৩, ৭, ৯, নম্বর ধারা মোট ৯ টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই চুক্তির ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৫-০৭-১৯৯৮ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সৃষ্টি হয়েছে।

নিম্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্রগ্রাম জনসংহতি সমিতির পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারা অনুযায়ী বিবৃত করা হলো:

ধারা	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
ক. সাধারণ		
ক. ১	উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করে এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।	বাস্তবায়িত। সরকারের রূপকল্প ভিশন ২০২১ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপরেখা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ২৩ক উপ-অনুচ্ছেদ অন্তভূর্ক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, জাতিসত্ত্বাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
ক. ২	উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র এর বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতি সমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে।	বাস্তবায়িত। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ পার্বত্য চুক্তির ধারা মতে সংশোধন করে জারি করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৩ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে তা জারী করা হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় বিধিমালা প্রণয়নের জন্য ভূমি মন্ত্রনালয়ে খসড়া বিধিমালা, ২০১৬ প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন বিধিমালা, ২০১৯ প্রণয়নের কাজ ভূমি মন্ত্রনালয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
ক. ৩	এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে : (ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য আহ্বায়ক (খ) এ চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সদস্য (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতিঃ সদস্য	বাস্তবায়িত। চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে সর্বশেষ ১৮-০১-২০১৮ তারিখে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহকে (মাননীয় মন্ত্রী পদমর্যাদায়) আহবায়ক করে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট চুক্তি বাস্তাবায়ন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
ক. ৪	এই চুক্তি উভয় পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হতে বলবৎ হবে। বলবৎ হবার তারিখ হতে এই	বাস্তবায়িত। পার্বত্য চুক্তি উভয় পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সই করার তারিখ ০২রা ডিসেম্বর/১৯৯৭ইং তারিখ হতে বলবৎ রয়েছে। চুক্তির

ধারা	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হতে সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।	বিরুদ্ধে ২০০০ সালে ও ২০০৭ সালে হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত পৃথক দুটি মামলা দায়ের হয়। বর্তমানে আপীলেট বিভাগে মামলঅ ২টি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় হতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/ পার্বত্য জেলা পরিষদ		
খ.	উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা) স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হয়েছেন।	বাস্তবায়িত। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল ধারাগুলো সংযোজন করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন জারি করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রণীত কার্য প্রণালী বিধিমালা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
খ.১	পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকবে।	বাস্তবায়িত।
খ.২	"পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করে তৎপরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ"নামে অভিহিত হবে।	বাস্তবায়িত।
খ.৩	"অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারনতঃ বসবাস করেন তাকে বুঝাবে।	বাস্তবায়িত।। ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন কালে "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" শীর্ষক সংজ্ঞা সংশোধন করা হয়েছে।
খ.৪	(ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকবে এসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হবে।	বাস্তবায়িত। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন যথাযথভাবে সংশোধন করা হয়েছে। পরিষদ আইনের ১৬ক ধারা মোতাবেক বর্তমান অর্ন্তবর্তীকালীন পরিষদ কার্যকর আছে। নির্বাচিত পরিষদে বিষয়টি নিশ্চিত হবে।
	(খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকবে।	বাস্তবায়িত।
	(গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং " ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে।	বাস্তবায়িত।
	(ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হবে-"কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কি না এবং হলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তা সংশিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না"।	আংশিক বাস্তবায়িত। এ বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয় মন্ত্রণালয় পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন পর্যালোচনাক্রমে "পার্বত্য জেলাসমূহের সংশিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের চাকুরীসহ সকল প্রয়োজনে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন" মর্মে আইনগত মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে।
খ.৫	৭ নম্বর ধারায় বর্নিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যাক্তি তাঁর কার্যভার গ্রহণের পূর্বে	বাস্তবায়িত। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষনা করবেন। ইহা সংশোধন করে "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার" এর পরিবর্তে "হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করবেন-অংশটুকু সন্নিবেশ করা হবে।	নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কার্যভার গ্রহণের ক্ষেত্রে বিষয়টি অনুসরণযোগ্য।
খ.৬	৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হবে।	বাস্তবায়িত।
খ.৭	১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলোর পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলোর প্রতিস্থাপন করা হবে।	বাস্তবায়িত। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ধারা ১০-এ পরিষদের মেয়াদ সংশোধিত হয়েছে। নির্বাচিত পরিষদের ক্ষেত্রে মেয়াদকালের বিষয়টি প্রয়োগযোগ্য। বস্তুতঃ অন্তবর্তী পরিষদে চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রাসঙ্গিক নয়।
খ.৮	১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারনে শুন্য হলে বা তার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন বলে বিধান থাকবে।	বাস্তবায়িত।
খ.৯	বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নলিখিত বাক্যগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন ;(২) তার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়;(৩)কোন উপযুক্ত আদালত তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষনা না করে থাকেন (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।	আংশিক বাস্তবায়িত। ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। পার্বত্য জেলায় ভূমি মালিকানা বা ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি ভূমি কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আছে বিধায় পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ হয়নি। এছাড়াও পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য পৃথক ভোটার তালিকা করা যাবে কি-না সে বিষয়ে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ্যাটর্নী জেনারেলের মতামত চাওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও মতামত পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ৩০/০৫/২০১৮ তারিখে ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়ন বিষয়ে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
খ.১০	২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলো স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হবে।	বাস্তবায়িত। পরিষদ আইনে বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হলে অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে নির্বাচনী এলাকা চূড়ান্ত হবে।
খ.১১	২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করবেন বলে বিধান থাকবে।	বাস্তবায়িত।
খ.১২	যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তভূর্ক্ত নয়, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ"এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হবে। অনুরুপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হবে। একইভাবে বান্দরবন জেলা পরিষদের সভায় বোমং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করলে	বাস্তবায়িত। পরিষদ আইনে যথাযথভাবে সংযোজন করা হয়েছে।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	বা আমন্ত্রিত হলে পরিষদের সভায় যোগদান করতে পারবেন বলে বিধান রাখা হবে।	
খ.১৩	৩১ নম্বর ধারার উপ-ধার (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে বলে বিধান থাকবে।	বাস্তবায়িত।
খ.১৪	(ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করতে পারবে বলে বিধান থাকবে।	বাস্তবায়িত। ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধণ করা হয়েছে।
	(খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করো নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে"।	বাস্তবায়িত। ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধণ করা হয়েছে। চাকুরীর ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে।
	(গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে এবং এ সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে বলে বিধান থাকবে।	বাস্তবায়িত। সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে।
খ.১৫	৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হবে বলে উল্লেখ থাকবে।	বাস্তবায়িত।
খ.১৬	৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হবে।	বাস্তবায়িত।
খ.১৭	(ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকবে। (খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারা (ঘ) তে বিধি অনুয়ায়ী হবে বলে উলেখিত হবে।	বাস্তবায়িত।
খ.১৮	৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ উপ-ধারা প্রণয়ন করা হবে ঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাবে।	বাস্তবায়িত।
খ.১৯	৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হবে ঃ পরিষদ সরকার হতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরের বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম	আংশিক বাস্তবায়িত। ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। জেলা পরিষদকে জন-প্রতিনিধিত্বশীল মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করে পার্বত্য জেলাবাসীর স্বার্থে জনমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা

ধারা	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	পরিষদের মাধ্যমে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে।	হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্থানীয় স্ব স্ব অফিসের মাধ্যমে না হয়ে যাতে জেলা পরিষদের মাধ্যমে হয় সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
খ.২০	৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হবে।	বাস্তবায়িত।
খ.২১	৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলো বাতিল করে তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ এ আইনের উদ্দেশ্যের সাথে পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনে নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করতে পারবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এরূপ প্রমাণ লাভ করে থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হলে সরকার লিখিতভাবে সংশিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাইতে পারবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।	বাস্তবায়িত।
খ.২২	৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হলে" শব্দগুলো বাতিল করে তদপরিবর্তে "এ আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হবে।	বাস্তবায়িত। পরিষদ বাতিল হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে পরিষদ পূনর্গঠন সম্পর্কিত বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে সংশোধিত হয়েছে।
খ.২৩	৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হবে।	বাস্তবায়িত।
খ.২৪	(ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হবে ঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্নস্তরে সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অধিকার বজায় রাখতে হবে।	আংশিক বাস্তবায়িত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ বাহিনীতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে ০৪/৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত স্বঃমঃ/পু-২/বিবিধ-১/২০০৫ /৯৮০ নং স্মারকে উপ-জাতীয় পুরুষ প্রার্থীদের উচ্চতার ক্ষেত্রে ৫'-৬" এর স্থলে ৫'-৪" শিথিলকরণ এবং মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা বিদ্যমান ৫'-২" রাখার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেছে এবং তা প্রতিপালন করা হচ্ছে।
	(খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলা বাতিল করে তৎপরিবর্তে " যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হবে।	আংশিক বাস্তবায়িত।
খ.২৫	৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলো বলবৎ থাকবে।	বাস্তবায়িত। পুলিশ বিভাগ পরিষদের চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তাগণকে আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগে সহায়তা দান করে যাচ্ছে।
খ.২৬	৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারাটি প্রণয়ন করা হবে। (ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই	বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। পরিষদের পূর্বানুমোদন নিয়ে জায়গা-জমির বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা হয়। তবে

ধারা	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্ত যোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বনুমোদন ব্যতিরেকে ইৎরা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত জমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।	বিশেষ ক্ষেত্র ব্যাতীত [যেমন-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শ্মশান, কবরস্থান, বাণিজ্যিক কারণে বাজার ফান্ডের জমি কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদি ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে, সরকারী দপ্তর, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, স্থানীয় পর্যটন-(জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায়), জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্কাউটস/গার্লস গাইড ভবন নির্মাণ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু পার্ক/বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন (শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা এর ব্যবস্থাপনায়), বাজার স্থাপনের জন্য খাস ভূমি বন্দোবস্ত(বাজার ফান্ডের অনুকূলে)] পাচবিম(প-১)-পাঃ জেলা/বিবিধ/৮৫/২০০০-২৮০, তারিখঃ ২৩/১০/০১ খ্রিঃ মোতাবেক ভূমি বন্দোবস্ত স্থগিত রয়েছে।
	(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে না।	বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। পরিষদের পূর্বানুমোদন নিয়ে জায়গা-জমির বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা হয়।
	(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।	বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
	(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে।	বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
খ.২৭	৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং জেলার আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকবে।	আংশিক বাস্তবায়িত। ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তবে এই বিধানের প্রয়োগ হয়নি। এই ব্যাপারে বিধি/প্রবিধান প্রণয়ন হতে পারে।
খ.২৮	৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ, নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাবে।	বাস্তবায়িত। শর্তানুযায়ী ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। বিষয়টি যথানিয়মে বাস্তবায়ন করা হয়।
খ.২৯	৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ উপ-ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুর্নবিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করবার বিশেষ অধিকার থাকবে।	বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিন জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে উক্ত মন্ত্রণালয় ৯/৫/১১ তারিখে ০৭.১৩০.০২২.০০.০০.০১৮.২০১০-৩০ নম্বর স্মারকমূলে নির্ধারিত ছক মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। তৎপ্রেক্ষিতে ২৬/৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত ছক মোতাবেক চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে প্রবিধানের বিষয়ে মতামত পাওয়া গিয়েছে যা গত

ধারা	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
		১৮/০৯/২০১২ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর মতামত প্রদানের জন্য গত ০৫/১২/১২ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
খ.৩০	(ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলো বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করতে পারবে" এ শব্দগুলোর পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষন করে তা হলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করতে পারবে। (খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লিখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যান ক্ষমতা অর্পণ"-এই শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হবে।	বাস্তবায়িত।
খ.৩১	৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হবে।	বাস্তবায়িত |
খ.৩২	৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হবার কারণ ব্যক্ত করে আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করতে পারবে এবং সরকার এ আবেদন অনুযায়ী প্রতিকার মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।	বাস্তবায়িত।
খ.৩৩	(ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর "শৃংখলা" শব্দটির পরে "তত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হবে। (খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ সংযোজন করা হবেঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা। (গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারার "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হবে।	বাস্তবায়িত। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের জনবল, পরিসম্পদ, বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ প্রদান (বার্ষিক উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট) পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে ন্যস্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বশেষ গত ২০/০৮/২০১৭ তারিখ হস্তান্তরিত বিভাগের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র দেয়া হয়। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১১/০৯/২০১৯ তারিখ হস্তান্তরযোগ্য সকল বিষয়/বিভাগসমূহ পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে দ্রুত হস্তান্তরের লক্ষ্যে হস্তান্তরিত বিভাগের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র দেয়া হয়।
খ.৩৪	পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হবে: ক. ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; খ. পুলিশ (স্থানীয়); গ. উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;	আংশিক বাস্তবায়িত । **পুলিশ(স্থানীয়)ঃ** এ বিষয়ে গত ১৯/১২/২০১২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টার সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে কনস্টেবল হতে

ধারা	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	ঘ. যুব কল্যাণ; ঙ. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; চ. স্থানীয় পর্যটন; ছ. পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; জ. স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান; ঝ. কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা; ঞ. জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ; ট. মহাজনী কারবার; ঠ. জুম চাষ।	এমসআই পর্যন্ত পদায়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিটি থানায় পাহাড়ী-বাংগালীর অনুপাত হবে ৫০:৫০। প্রতিটি পার্বত্য জেলায় ৫০০(পাঁচশত) জন করে তিন পার্বত্য জেলায় ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) জন উপজাতীয় পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু উক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া কিছুটা শুরু হলেও বর্তমানে তা স্থগিত রয়েছে। **পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন** ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে বর্ণিত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরের কৌশল নির্ধারণের জন্য গত ১২/৮/২০১৪ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান গ্রহণ করা হয় যে, "(ক) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয় হিসেবে কিভাবে হস্তান্তর করা হবে তা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে; (খ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ,উক্ত জেলাসমূহের জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় বন বিভাগের প্রতিনিধির সাথে সভা করে Unclassified State Forest এর সীমানা নির্ধারণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। **স্থানীয় পর্যটন** ঃ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় পর্যটন গত ২৮/৮/২০১৪ তারিখে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর হয়েছে। (১) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, (২)স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স, (৩) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান এবং (৪) মহাজনী কারবার এই চারটি বিষয় নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ইতোমধ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে ন্যস্ত করা হয়েছে। উক্ত বিষয়সমূহ সহ এ পর্যন্ত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩০টি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩০টি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে ২৮টি বিষয়/দপ্তর হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিষয়/বিভাগের হস্তান্তর কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
খ.৩৫	দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তভুর্ক্ত হবেঃ (ক) অযান্ত্রিক যানবাহন রেজিষ্ট্রেশন ফি ; (খ) পণ্য ক্রয়-ক্রিয়ের উপর কর; (গ) ভূমি ও দালান কোঠার উপর হোল্ডিং কর; (ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর; (ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস; (চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানেরর উপর হোল্ডিং কর; (ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ; (জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর; (ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কার্ষনের উদ্দেশ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞ্য পত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত	বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	রয়্যালিটর অংশ বিশেষ; (ঞ) ব্যবসার উপর কর ; (ট) লটারীর উপর কর; (ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর;	
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ		
গ. ১.	পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অধিকতর শক্তিশালী কার্যকর করার লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন,১৯৮৯ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে।	বাস্তবায়িত। পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে।
গ. ২	পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগনের দ্বারা পরোক্ষভাবে এ পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন যার পদমর্যাদা হবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন।	আংশিক বাস্তবায়িত। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ প্রতিমন্ত্রীর সম মর্যাদায় এবং তিনি একজন উপজাতীয়। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন না হওয়ায় বর্তমানে আঞ্চলিক পরিষদে অন্তবর্তীকালীন পরিষদ কার্যকর আছে।
গ.৩	চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২(বাইশ) জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হতে নির্বাচিত হবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে। পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হবেঃ চেয়ারম্যান- ১ জন সদস্য উপজাতীয় পুরুষ- ১২ জন সদস্য উপজাতীয় মহিলা - ২ জন সদস্য অ-উপজাতীয় পুরুষ- ৬ জন সদস্য অ-উপজাতীয় মহিলা- ১ জন উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হবেন চাকমা উপজাতি হতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হতে, ১ জন মুরং ও তনচৈংগ্যা উপজাতি হতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী চাক ও খিয়াং উপজাতি হতে। অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে হতে প্রত্যেক জেলা হতে ২ জন করে নির্বাচিত হবেন। উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হতে ১ জন নির্বাচিত হবেন।	আংশিক বাস্তবায়িত। ১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তবে অদ্যাবধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই।
গ.৪	পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩(তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হবে। এক তৃতীয়াংশ অ-উপজাতীয় হবে।	আংশিক বাস্তবায়িত। ১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তবে অদ্যাবধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই।
গ.৫	পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকার থাকবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও	আংশিক বাস্তবায়িত। ১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে অদ্যাবধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	অযোগ্যতার অনুরূপ হবে।	
গ.৬	পরিষদের মেয়াদ ৫(পাঁচ) বৎসর হবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হবে।	আংশিক বাস্তবায়িত১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদকে অর্থ মন্ত্রণালয় হইতে সাহায্য মঞ্জুরী (বাজেট) প্রদান করা হয়।
গ.৭	পরিষদে সরকারের যুগ্মসচিব সমতূল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন এবং এ পদে নিযুক্তির জনা উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	বাস্তবায়িত।
গ.৮	(ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তা হলে অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। (খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণ করা হবে।	বাস্তবায়িত।
গ.৯	(ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে কিংবা অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে।	বাস্তবায়িত। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এপেক্স প্রতিষ্ঠান হিসাবে আঞ্চলিক পরিষদের আইন অনুসারে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করতে পারে।
	(খ) এ পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্বাবধান ও সমন্বয় করবে।	
	(গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্বাবধান করতে পারবে।	
	(ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করতে পারবে।	.
	(ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে।	
	(চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করতে পারবে।	
গ. ১০	পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রধিকার প্রাদান করবেন ।	বাস্তবায়িত। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন করতে পারে। গত ০৭-০৭-২০২১ তারিখে জনাব নিখিল কুমার চাকমাকে ০২ (দুই) বছরের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
গ. ১১	১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শে ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হবে।	বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে ২০০০ সালে ও ২০০৭ সালে মাননীয় হাইকোর্টে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে যা মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে আপীল অবস্থায় আছে। এই অবস্থায় আইনের অসংগতি সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচেছ না। বিষয়টি পর্যালোচনাধীন রয়েছে।
গ.১২	পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অর্ন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তার উপর পরিষদের প্রয়েদ দায়িত্ব দিতে পারেন।	বাস্তবায়িত। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়ায় বর্তমানে অর্ন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর আছে।
গ.১৩	সরকার পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও এর পরামর্শক্রমে আইন প্রনয়ন করবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগনের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রনয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করতে পারবেন।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
গ.১৪	নিম্নোক্ত উৎস হতে পরিষদের তহবিল গঠন করা হবেঃ (ক) জেলা পরিষদের তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ; (খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা; (গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান; (ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; (ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে মুনাফা; (চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ; (ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।	বর্তমানে সরকারের থোক ও অর্থ দ্বারা আঞ্চলিক পরিষদের তহবিল গঠিত। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের তহবিল থেকে ১০% হারে অর্থ আঞ্চলিক পরিষদ তহবিলে প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে নিয়মিত টিআর/জিআর খাত হতে খাদ্যশস্য/অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
ঘ. ১	ভারত প্রত্যাগত ও তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নিদিষ্ট করণের লক্ষ্যে একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।	বাস্তবায়িত। বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, সংসদ সদস্য, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা-২৯৮ কে গত ১০/১২/২০১৭ তারিখে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। গত ২২/১০/২০১৯ তারিখে টাস্কফোর্সের ১০ম সভা অনুষ্ঠিত হয়।
ঘ. ২	সরকার ও জনসংহতির সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন ও এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্রগ্রমে ভুমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগনের ভূমি মলিকানা চুড়ান্ত করে তাদের ভূমি রেকর্ড ভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করবেন।	বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভূমি জরিপ কাজ এখনো শুরু হয়নি। ভূমি কমিশন প্রথমত ভূমির বিবাদ নিস্পত্তি করবে, তারপর জরিপের কাজ করবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৩ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে তা জারী করা হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় বিধিমালা প্রণয়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে খসড়া বিধিমালা, ২০১৬ প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন বিধিমালা ২০১৯ প্রণয়নের কাজ ভূমি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
ঘ. ৩	সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেয়া নিশ্চিত করবেন যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তা হলে সে ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হবে।	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে বিগত ২৩/১০/২০০১ তারিখ থেকে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যাতীত পাচবিম(প-১)-পাঃ জেলা/বিবিধ/৮৫/ ২০০০-২৮০, তারিখঃ ২৩/১০/০১ খ্রিঃ মোতাবেক বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিত তিন পার্বত্য জেলায় ভূমি বন্দোবস্ত কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। ভূমি কমিশনের কার্যক্রম শুরু হলে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা সম্ভব হবে।
ঘ. ৪	জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণে পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনে থাকবে। এ কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবেনা এবং এ কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হবে। ফ্রীজল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে।	আংশিক বাস্তবায়িত। পঞ্চম (৫ম) ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের আপীলেট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আনোয়ার উল হকের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ায় গত ১১/১২/২০১৭ তারিখে ৬ষ্ঠ ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁকে পুনরায় তিন বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়। পঞ্চম (৫ম) ভূমি কমিশন কর্তৃক ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষ্যে মোট তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ষ্ঠ ভূমি কমিশনের ৫ম সভা গত ১২/০৯/২০১৯ তারিখে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ঘ. ৫	এই কমিশন নিম্মোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হবে: ক. অবসারপাপ্ত বিচারপতি: খ. সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট): গ. আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/ প্রতিনিধি ঘ. বিভাগীয় কমিশনার/ অতিরিক্ত কমিশনার: ঙ. জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান:(সংশ্লিষ্ট)।	বাস্তবায়িত। ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছে।
ঘ. ৬	ক. কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।	বাস্তবায়িত।
	খ. কমিশন পার্বত্য চট্রগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিস্পত্তি করবেন।	চলমান রয়েছে। বিরোধ নিস্পত্তির বিষয়টি ভূমি কমিশনের এখতিয়ারভূক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৩ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে তা জারী করা হয়েছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় বিধিমালা প্রণয়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে খসড়া বিধিমালা, ২০১৬ প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন বিধিমালা, ২০১৯ প্রণয়নের কাজ ভূমি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
ঘ. ৭	যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে।	বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত প্রথম দফায় ৬৪২ জনের ঋণ মওকুফ পূর্বক সমন্বয় করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ৭১৯ জনের মধ্যে ৩৩ জনের ঋণ ইতোমধ্যেই স্ব উদ্যোগে সমন্বয় করা হয়। অবশিষ্ট ৬৮৬ জনের অপরিশোধিত খেলাপী ঋণ মওকুফ করণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের মতামত ও তালিকা চাওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে

		খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ২২/০৯/২০১৫ তারিখে ৬৮৬ জনের একটি তালিকা, ৩৩ জনের একটি তালিকা এবং নতুন ১৬০ জনের একটি তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে। যা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ গত ০৭/১১/২০১৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
ঘ. ৮	রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্ল্যান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করে নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করে নাই সে সকল জমি বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।	বাস্তবায়িত। বিগত সংসদের মেয়াদকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪র্থ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা শর্ত পালন সাপেক্ষে রাবার বাগান করার জন্য জমি বন্দোবস্ত নিয়েছিল কিন্তু তারা লীজের শর্ত ভংগ করে। বিদ্যমান বিধি বিধানের আওতায় তাদের লীজ বাতিল করা হয়েছে।
ঘ. ৯	সরকার পার্বত্য চট্রগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করবে। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবেন এবং সরকার এ উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করবেন সরকার এ অঞ্চলের পরিবেশ বিবেচনায় রেখে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাবেন।	বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পার্বত্য চট্রগ্রামের সকল মানুষের উন্নয়নে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জেলা পরিষদের নিকট স্থানীয় পর্যটন হস্তান্তরিত হয়েছে। এ অঞ্চলের পরিবেশ ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রেখে পার্বত্যবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
ঘ. ১০	**কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদানঃ** চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ ছাত্রীর জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করবেন। বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করবেন।	বাস্তবায়িত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপজাতীয়দের জন্য সীট সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু গত ৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ১ম ও ২য় শ্রেণির সরকারী চাকুরীতে বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে।
ঘ. ১১	উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধি গণ সচেষ্ট থাকবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করবেন।	বাস্তবায়িত। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট গুলোতে সংস্কৃতি বিষয়ক মত্রণালয় হতে অনুদান দেওয়া হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ২৩ক উপ-অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, জাতিসত্ত্বাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
ঘ. ১২	জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করবেন।	বাস্তবায়িত।
ঘ. ১৩	সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারন করবেন। জনসংহতি সমিতির	বাস্তবায়িত।

	তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সবরকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।	
ঘ. ১৪	নির্ধরিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তার প্রতি ক্ষমা ঘোষনা করবেন। যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করে নিবেন।	বাস্তবায়িত। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে চুক্তির পরে ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৯৯৯ টি মামলার তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে, ৮৪৪ টি মামলা যাচাই বাছাই করা হয়েছে। তার মধ্যে ৭২০ টি মামলা প্রত্যাহারের নিমিত্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
ঘ. ১৫	নিদিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।	বাস্তবায়িত।
ঘ. ১৬	জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনের প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে।	বাস্তবায়িত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।
	ক. জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হবে।	বাস্তবায়িত।
	খ. জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, অস্ত্রসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাকে ও মুক্তি দেয়া হবে।	বাস্তবায়িত। চুক্তির পরে ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৯৯৯ টি মামলা জমা দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে, ৮৪৪ টি মামলা যাচাই বাছাই করা হয়েছে। তার মধ্যে ৭২০ টি মামলা প্রত্যাহারের নিমিত্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
	গ. অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন এই কারনে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাবে না।	বাস্তবায়িত।
	ঘ. জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি তাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে।	আংশিক বাস্তবায়িত।
	ঙ. প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবার সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরন করা হবে।	বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই শেষে ২৬২ জনের তালিকা গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। এবং উক্ত ২৬২ জন সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা বিধিমালা জারী করা হয়েছে। বর্তমানে ২৬২ জনের বকেয়া বেতন/ভাতাদি/আনুতোষিক প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক সংশ্লেষ সহ বিবরণ গত ০২/০৮/২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। সে আলোকে

		সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
	চ. জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমুলক কাজের সহায়তা জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	বাস্তবায়িত।
	ছ. জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়া-শুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। এবং তাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলে গণ্য করা হবে।	বাস্তবায়িত। বৈদেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সনদ বৈধ বলে গণ্য করা হয়েছে। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পড়া-শুনা সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি চলমান রয়েছে।
ঘ. ১৭	ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিটির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, লামা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেয়া হইবে এবং এই লক্ষে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন ও সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কতৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।	বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
	খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদেও নিকট হস্তান্তর করা হইবে।	বাস্তবায়িত।
ঘ. ১৮	পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি না থাকলে সরকার হতে প্রেষণে অথবা নিদিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাবে।	আংশিক বাস্তবায়িত।

ঘ. ১৯	উপজাতীয়দের মধ্যে হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য নিম্নবর্ণিত ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি করা হবে। ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী, ২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ, ৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি, ৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি, ৮) সাংসদ, বান্দরবান, ৯) চাকমা রাজা, ১০) বোমাং রাজা, ১১) মং রাজা, ১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অউপজাতীয় সদস্য।	বাস্তবায়িত। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন উপজাতীয়কে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করার জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে।

৬.২. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা :

সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক সার্কেলে একজন সার্কেল চীফ থাকেন। দীর্ঘকাল যাবত স্ব স্ব প্রথা অনুযায়ী সার্কেল চীফগণ নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বিরাজমান তিনটি সার্কেল হল (১) চাকমা সার্কেল (২) বোমাং সার্কেল এবং (৩) মং সার্কেল। সার্কেল চীফগণ স্থানীয়ভাবে রাজা হিসেবে পরিচিত। চাকমা সার্কেল চীফ এর প্রধান কার্যালয় রাঙামাটি অবস্থিত। বোমাং সার্কেল চীফ এর প্রধান কার্যালয় বান্দরবান। মং সার্কেল চীফ এর প্রধান কার্যালয় খাগড়াছড়ি।

বর্তমানে তিন সার্কেল চীফ হলেন :

(১) চাকমা সার্কেল - রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়
(২) বোমাং সার্কেল - রাজা উ চ প্রু
(৩) মং সার্কেল - রাজা সা চিং প্রু চৌধুরী

রাজাদের নিয়ন্ত্রণে থেকে হেডম্যানরা তাদের মৌজায় প্রথাগত শাসন পরিচালনা করেন এবং একজন হেডম্যানের অধীনে থাকেন বেশ কয়েকজন কার্বারী যারা মূলত পাড়া প্রধান হিসেবে কাজ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে পাহাড়ীদের বসবাস মূলত পাড়া কেন্দ্রিক।
কার্বারী এবং হেডম্যানদের সহযোগিতায় সার্কেল চীফ ভূমির খাজনা আদায় করে থাকেন। পাহাড়ীদের সামাজিক বিচার মূলত কার্বারী, হেডম্যান এবং সার্কেল চীফ নিষ্পত্তি করে থাকেন।

সার্কেল চীফ, হেডম্যান এবং কার্বারীগণের সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত বর্তমান মাসিক সম্মানী ভাতা নিম্নরুপ :

রাজা (সার্কেল চীফ) - ১০,০০০/-টাকা
হেডম্যান - ১,০০০/ টাকা
কার্বারী - ৫০০/- টাকা

তিন পার্বত্য জেলার জেলা ও সার্কেলওয়ারী বিভাজন :

ক্রমিক নং	জেলা	সার্কেল ভিত্তিক মৌজা সংখ্যা			জেলাভিত্তিক মৌজা সংখ্যা
		চাকমা সার্কেল	বোমাং সার্কেল	মং বা মান সার্কেল	
১।	রাঙামাটি পার্বত্য জেলা	১৪৫	১৪	-	১৫৯
২।	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	৩৩	-	৮৮	১২১
৩।	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	-	৯৫	-	৯৫
মোট মৌজা সংখ্যা		১৭৮	১০৯	৮৮	৩৭৫

৬.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ/দপ্তর :

মন্ত্রীর দপ্তর

নাম ও পদবি	দাপ্তরিক ই-মেইল ঠিকানা	টেলিফোন নম্বর		মোবাইল নম্বর	
		দাপ্তরিক	আবাসিক	দাপ্তরিক	ব্যক্তিগত
জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং **মাননীয় মন্ত্রী**	minister@mochta.gov.bd	৫৫১০০০৪৪	৯৩৫৪০০১		০১৭১১-৭০৪১৪১
জনাব মো: লিয়াকত আলী **মন্ত্রীর একান্ত সচিব**	pstominister@mochta.gov.bd	৫৫১০০০৫৫			০১৭১৭-১২৩৯৭৮
জনাব সাদেক হোসেন চৌধুরী **মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব**	sadek.cht@gmail.com	৫৫১০০১৩১	৯৩৪৭৭৬৯		০১৭১৮-৫৪৪৪৮৮
জনাব মো: রেজুয়ান খান **জনসংযোগ কর্মকর্তা**	prejwankhan@gmail.com	৫৫১০০০১৭			০১৭৯৮-৭৯২২৯৮

সচিবের দপ্তর

নাম ও পদবি	দাপ্তরিক ই-মেইল ঠিকানা	টেলিফোন নম্বর		মোবাইল নম্বর	
		দাপ্তরিক	আবাসিক	দাপ্তরিক	ব্যক্তিগত
মোসাম্মৎ হামিদা বেগম **সচিব**	secretary@mochta,gov.bd	৫৫১০০০৩৩	৪১০৩১১০১	০১৫৫২-১০৬৬৭০	০১৫৫২-৩৪০৩৯০
বেগম নুসরাত জাহান **সচিবের একান্ত সচিব**	pstoscy@mochta.gov.bd	৫৫১০০১২৯			০১৮২৮-৫০৯৭৮৪

নাম ও পদবি	দাপ্তরিক ই-মেইল ঠিকানা	টেলিফোন নম্বর		মোবাইল নম্বর	
		দাপ্তরিক	আবাসিক	দাপ্তরিক	ব্যক্তিগত
জনাব সত্যেন্দ্র কুমার সরকার **অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)**	satyen64@gmail.com	২২৩৩৫৬৬১৩	৭২৭৪০১২		০১৭১৫-২৩৮৮২৪
জনাব মো: আমিনুল ইসলাম **অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়)**	aminul5969@gmail.com	৫৫১০০১২৩			০১৭১২-১৯৬৫২৫
জনাব আলেয়া আক্তার **যুগ্মসচিব (প্রশাসন)**	jointscyadmin@mochta.gov.bd	৫৫১০০১২৮			০১৭১৯-৭৭৯৯৯৫

জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম, এনডিসি যুগ্মসচিব (পরিষদ)	jscouncil@mochta.gov.bd	৫৫১০০১২৭	৯০২১৬৭০		০১৮১৯-৫৯৭১১১
জনাব মো: হজুর আলী যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)	jointscydev@mochta.gov.bd	২২৩৩৫৬৬১৪	২২৩৩৬৬৪৫৯	-	০১৮১৯-১২৬১৬৮
জনাব সজল কান্তি বনিক উপসচিব (প্রশাসন-১)	dsadmin@mochta.gov.bd	৫৫১০০৩১৪	২২৩৩৫৯১১০		০১৭১১-৯৪৪৬৯০
কাজী মোখলেছুর রহমান উপসচিব (পরিকল্পনা-১)	sassttchief@mochta.gov.bd	৫৫১০১০০৭			০১৬৭৮-০২২৫৯১
জনাব আশীষ কুমার সাহা উপসচিব (সমন্বয়-২)	dscoordination@mochta.gov.bd	৫৫১০০১০৩	৮০৯০৬৯৯		০১৭১৫-০১৩২১৯
জনাব আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ উপসচিব (পরিষদ-১)	dsparisad@mochta.gov.bd	৫৫১০০১৩৫	৫৮৩১৭১৬৮		০১৭১২-০৬১৯৪৩
জনাব মো: আলাউদ্দিন চৌধুরী উপসচিব (আইন)	lawmochta@gmail.com	৯৫১৪৪৮১	৯৬৩৫২৮৬		০১৫৫২-৪০৪৪১৫
বেগম নাসরিন সুলতানা সিনিয়র সহকারী সচিব	sasadmin@mochta.gov.bd	২২৩৩৫৬৬৪৩	-	-	০১৭২০-০৩০৩৪৮
জনাব মুন্না রাণী বিশ্বাস সিনিয়র সহকারী সচিব	munnabs0586@gmail.com	২২৩৩৫৭১১৮	২২৩৩৫২৮৭৩		০১৭১৬-৪০২৪০৯
জনাব মো: হায়দার আলী মোল্লা সহকারী সচিব	mollah.haider@gmail.com	৫৫১০০৬৩৬			০১৯১২-০৪২৯৪৬
জনাব মো: তাজিমুল ইসলাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	accounts@mochta.gov.bd	৯৫১৪৪৮২			০১৭১১-২২০২৩১
জনাব ওয়াহিদ পলাশ সহকারী প্রোগ্রামার	assistant.programmer@mochta.gov.bd	৫৫১০০১৩১			০১৭১৭-২৪৩০৪১
জনাব হাবিবুল্লাহ নাহিদ সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	ame@mochta.gov.bd				০১৭২২০৬৩০৮০



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০